PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963

18th December, 1964

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Friday, the 18th December, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, Development Minister, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty-four members.

Mr. Speaker :— In to-day's list of business first item is Questions. First short notice question. I would call on Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty—339

Shri M. L. Bhowmik—

SHORT NOTICE QUESTION NO. 339
ASKED BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY

QUESTION	ANSWER
1. Whether the President and other members of the Padmabil Juba Congress Commitee, Dharmanagar have been put under arrest ;	No.
2. if so, what are the charges against them ?	Does not arise.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে পদ্মবিলে কোন যুব কমিটি সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্প্রতি কত কগুলি লোক এরেষ্টেড হয়েছে কিনা ?

মণীন্দ্রলাল ভৌমিক—আই লাইক্ টু হিয়ার দি কোয়েশ্চেন্ এগেইন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—যুব কমিটি সংক্রান্ত ব্যাপারে কতকগুলি লোক পদ্মবিলে এরেষ্টেড হয়েছে কিনা সম্প্রতি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক—নো, যুব কমিটি সংক্রান্ত ব্যাপারে নয়।

মিঃ স্পীকার—নো আদার সাপ্লিমেণ্টারিজ ? নেক্সট্ আই উড কল অন শ্রীসুনীল দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—কোয়েশ্চেন্ নং ৬০

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক—

প্রশ্ন	উত্তর
a) Total member of employees under Tripura Government Department-wise showing seperately number of deputationists.	There are 34 Departments under this Government and total number of employees —17,437 and total number of deputationists— 112 I am now to read out number of employees Department-wise· —Other Members may like to know Department-wise numbers.

ANNEXURE "A".

Sl No.	Name of Department	Total number of employees	GRADE				Total number of deputationist	Remarks.
			Class I.	Class II.	Class III.	Class IV.		
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Co-operative Societies	143	1	6	116	20	—	
2.	District & Sessions Judge	135	2	10	61	62	2	
3.	Fire Service	68	—	—	67	1	—	
4.	Labour Organisation	29	—	1	18	10	—	
5.	D. M's (R.W.S. Section)	33	—	—	30	3	—	
6.	Political Department	4	—	—	3	1	—	
7.	Survey & Settlement	872	1	17	717	137	*20	
8.	Statistical Department	129	1	2	113	13	2	
9.	Land Records	1	—	—	—	1	—	
10.	Legislative Assembly	20	1	—	11	8	—	
11.	Moter Vehicle	5	—	1	3	1	—	
12.	Election Department	37	—	1	23	13	—	
13.	Prisons Directorate	137	—	1	42	94	—	
14.	Judicial Commissioner's Court	20	1	1	9	9	—	
15	D. M's (T.W. Section)	179	—	5	86	88	—	
16.	Animal Husbandry & Vety. Services Department	329	1	4	210	114	—	
17.	Dairy Development	28	—	1	24	3	—	
18.	District Registrar	36	—	5	24	7	—	

Sl No.	Name of Department	Total number of employees	GRADE				Total number of deputationist	Remarks.
			Class I.	Class II.	Class III.	Class IV.		
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.
19.	Public Relations Office	72	—	2	44	26	—	
20.	Directorate of Industries	426	1	19	325	81	1	
21.	Excise	40	—	—	10	30	—	
22.	Employment Exchange	15	—	1	11	3	—	
23.	Superintendent of Police	2769	4	42	584	2139	5	
24.	Medical & Public Health Deptt.	1513	13	78	716	706	1	
25.	Rehabilitation Department	45	—	3	31	11	1	
26.	Secretariat Administration Deptt.	311	5	8	217	81	5	
27.	Agriculture Directorate	835	1	18	606	210	2	
28.	Education Directorate	6087	4	140	5329	614	1	
29.	Directorate of Panchayats	248	—	1	239	8	—	
30.	Addl. District Magistrate (Supplies)	68	—	1	48	19	—	
31.	District Magistrate & Collector	1111	4	93	558	456	—	
32.	Chief Forest Office	718	1	5	232	480	—	
33.	Printing & Stationery Deptt.	77	—	1	53	23	—	
34.	Public works Department	897	19	51	602	225	72	
		17,437	60	518	11,162	5697	112	

শ্রীসুনীল দত্ত—এই ডেপুটেশানিষ্টদের যে নাম্বার ক্লাস টু এণ্ড ক্লাশ থ্রি আছেন তাদের রিপ্লেস করে ত্রিপুরার লোকদের সে সমস্ত অরিজিনেল পোষ্টে নিয়োগ করা যায় কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক—There is no deputationist in Class III servants, if there is any that may be a small number.

শ্রীসুনীল দত্ত—ক্লাশ টু ডেপুটেশানিষ্ট যারা আছেন্ তাদের রিপ্লেস করার সম্ভাবনা আছে কিনা ত্রিপুরার পারসন দিয়ে।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক—A soon as their services will not be required.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে আমরা যে ডেপুটেশানিষ্ট রেখেছি, তাদের জন্য আমাদের ইয়ারলি কত খরচ হয় ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক—I demand notice.

শ্রীসুনীল দত্ত—ক্লাশ টু অফিসার যারা আছেন তাদের মধ্যে কতজনকে এক্সপার্ট বা টেকনিশিয়ান বলে অভিহিত করা যেতে পারে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক—I demand notice.

Mr. Speaker—No other Supplementary ; then I would call on Shri Atiqual Islam.

Shri Atiqul Islam— 69

Shri M. L. Bhowmik— **Question No. 69**

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা সিমিলার কোয়েশ্চেন্ আছে—কোয়েশ্চেন্ নং ২২০ একই নেচারের এবং ইট মে বি টেইকেন টুগেদার।

মিঃ স্পীকার—আই কেন এলাউ ইট ইফ দি অনারএবল্ মিনিষ্টার এগ্রিজ।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক—ইয়েস, উই এগ্রি টু কনসিডার।

মিঃ স্পীকার—ইয়েস।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক—কোয়েশ্চেন্ নং ৬৯

STARRED QUESTION NO. 69
BY SHRI ATIQUAL ISLAM M. L. A.

QUESTION	REPLY
1) Whether any Officer of any Deptt. of the Govt. of Tripura has suspended or dismissed or removed any of his subordinate without authority or without observing prescribed rules.	Yes, in one case.

2) If so, whether on appeal any such employees has been re-instated ;

Yes, but a fresh proceeding is being drawn up against him.

3) If so, whether the amount payable or paid to the employee concerned as a result of re-instatement, has been recovered from the official responsible as per circular of the Govt. of India, Ministry of Home Affairs dated 27-5-61 ?

No, dose not arise, there was no willful negligence on the part of the officer concerned.

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে একজন কর্মচারীর বেলায় হয়েছে, তিনি কি বলবেন তার নামট কি এবং কোন ডিপার্টমেন্টের ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক—Forest Department, Shri Sadesh Ranjan Bhattacherjee of Forest Department.

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের শ্রীসুখেন্দু দাস—তাকে সি. এফ ও ডিসমিস করেছিলেন কিনা তারপর সে তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে কোর্টে জিতেছেন কিনা এবং কোর্টের হাকিম থেকে তাদের কোন আদেশ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক— I demand notice.

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে গোপাল সিংহ, পুলিন দত্ত, হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী. হেমচন্দ্র দেববর্ম্মা, ফরেষ্ট গার্ড তাদের সি, এফ, ও উইদ আউট অবসারভিং রুলস্ অব এনিথিং ডিসমিস করেছিলেন কিনা বা বিমুক্ত করেছিলেন কিনা এবং ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারী হওয়ার পর তাদের রি-ইন্সটেট করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক—I demand notice.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আমার প্রশ্ন না বলা হতেই ডিমাণ্ড নোটিশ হয়ে যায়।

Mr. Speaker— I would tell the Hon' Member the question is of general nature. There is a lot of employees in the Deptt. We can not blame if the Hon'ble Minister specifically can not come prepared with the cases of each and every question.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কথাটা শেষ হলে পরে তিনি বলতে পারেন 'আই ডিমাণ্ড নোটিশ'।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— We can not give names, cannot give particulars with specific names of the employees of the Department because each and every department has got lot of employees, we may be given scope to furnish particular names, so I demand notice.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে, যে নামগুলির কথা এখানে বলা হয়েছে সে নামগুলির তদন্ত করে আমাকে জানাবেন কিনা কি ঘটনা ঘটেছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক—That I have told you, the Hon'ble Memder that I will furnish you the names on notice.

Mr, Speaker—No other question ; then I would call on Shri Nripendra Chakraborty ;

Shri Nripendra Chakraborty—106

Shri M L. Bhowmik—Question No. 106

Qnestion	Answer	
1) The total amount of money drawn by the a) Chief Minister, b) Development Minister c) each of the Dy. Ministers since their acceptance of Office, as perquisites (T. A. etc.).	1. Total amount of money drawn by	
	a) Chief Minister.	Rs. 7,423/64 P.
	b) Development Minister.	Rs. 9,625/29 P.
	c) Deputy Minister Shri Choudhury.	Rs. 4,401/67 P.
	d) Deputy Minister Shri Bhowmick.	Rs. 2,353/51 P.
	e) Deputy Miniter Shri Das.	Rs. 3,009/81 P.

2. An itemwise break up of that amount

2. Item-wise break up of the amount shown in Sl. 1.

Name of the Minister/Deputy Ministers	Amount drawn as perquisites during the period fromJuly, 1963 to August, 1964.		TOTAL
	T, A,	Medical re-imbusement	
Chief Minister	Rs, 7,423/64 P.	—	Rs, 7,423/64 P,
Dey. Minister	Rs. 9,430/81 P.	Rs. 194/48 P.	Rs. 9,625/29 P.
Deputy Minister Shri Choudhury	Rs. 4.401/67 P	—	Rs. 4,401/67 P.
Deputy minister Shri Bhowmik	Rs. 2.025/30 P,	Rs, 328/21 P.	Rs, 2,353/51 P,
Deputy Minister Shri Das	Rs, 1,813/47 p.	Rs. 1,196/34 P.	Rs, 3009/81 P.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে ডেভলাপমেন্ট মিনিষ্টার এবং চীফ-মিনিষ্টারের দিল্লী যাতায়াতের জন্য কত খরচ হয়েছে এই পিরিয়ডে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— I demand notice.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে চীফ-মিনিষ্টার এবং মাননীয় ডেভলাপমেন্ট মিনিষ্টারের কলিকাতা যাতায়াতের জন্য কত খরচ হয়েছে এই পিরিয়ডে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— I demand notice

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি এই যে টি, এ, ইনক্লুড করা হয়েছে তার মধ্যে মনু এবং কাঠালিয়াছড়া আদিবাসী সম্মেলনে যাওয়ার টি, এ, ইনক্লুড করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে পাব্লিক একাউন্টস্ কমিটি—৮/৩/৬৩ তারিখে তার যে চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ ত্যাগী তিনি ইমারজেন্সীতে গাড়ী বেশী খরচের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— Not known to us.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একথা স্বীকার করবেন কি যে ইমারজেন্সীতে এত টাকা টি, এ খরচ করাটা অযৌক্তিক, অন্যায় হয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি, বলতে পারবেন কি যে আগরতলা থেকে অমরপুরে কত টি, এ, চার্জ করা হয়, কি রেট ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— According to Rules.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— কত চার্জ করা হয়, মাননীয় স্পীকার স্যার আমি বলছি এখান থেকে অমরপুরে কত টি, এ, চার্জ করা হয়, কত বিল করা হয় তার জন্য মন্ত্রীমহাশয় জানেন কিনা।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— Accordiug to T A. Rules.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— কত সেটা আমি জানতে চাইছি।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— I do not know the amount.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এখান থেকে ধর্মনগর অথবা সাব্রুম'এ কত টি, এ, চার্জ করা হয়, কি এমাউন্ট ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— I have already told the Hon'ble Member that T. A. are being claimed according to T. A. Rules.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একথা স্বীকার করবেন কি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় ডেভ্লাপ মিনিষ্টার তারা কংগ্রেসের কাজের জন্য গভর্ণমেন্ট থেকে টি, এ, নেন ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— না

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই টি, এ'র মধ্যে ইলেকট্রিক চার্জ এবং বাড়ী ভাড়া কি কারণে ইনক্লুড করা হলনা এই পারকুইজিটের মধ্যে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— Their electricity charge and residential allowance, they are being given by the Government, I mean rent and not allowance.

মিঃ স্পীকার— শ্রীলুড়া আং মগ।

শ্রীলুড়া আং মগ— ২৫১

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— 251

QUESTION	ANSWER
1) Totel number of staff-cars under the Tripura Government;	Nil
2) Total amount of money spent for (a) maintenance and (b) running of these staff-cars, during 1962-63, 1963-64 (upto October, 1964)	Does not arise,
3) Whether the amount of money spent is on the increase ;	Does not arise,
4) If so, the reasons.	Does not arise,

Mr. Speaker— No Supplementary ?

Shri Nripendra Chakraborty— No

Mr. Speaker— I would request the Hon' Minister if he is now in a position to reply the Question put by Shri Birchandra Deb Barma ?

Shri M. L. Bhowmik— Yes I am in a position, Question No. 220. The materials are under collection.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে আজ পর্যন্ত কোন অফিসার তার কোন অধস্তন কর্মচারীকে উইদাউট অবজার্ভিং দি রুলস তার সার্ভিস টারমিনেট করা হয়েছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— মেটারিয়ালস আর বিয়িং কালেক্টেড।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে মেটেরিয়ালস কবে পর্যন্ত কালেক্টেড হবে ?

মিঃ স্পীকার :— দিস্ আনসার শোজ্ দ্যাট হি ইজ প্রিপেয়ার্ড টু গিভ রিপ্লাই আফটার দি লেপস্ ফোরটিন ডেজ।

মিঃ স্পীকার :— নেক্সট শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— কোশ্চেন ৬১।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— কোশ্চেন নং ৬১

QUESTION NO. 61.

BY SHRI SUNIL CHANDRA DATTA, M L.A.

(a) The number of permanent/quasipermanent and temporary Government servants department-wise and Grade-wise.	Vide Annexure "B"
(b) The number of Government servants department-wise and Grade-wise not declared permanent though in Government service for more than six years as well as twelve years.	Vide Annexure "C"

ANNEXURE "B"

Sl No.	Name of Department	Total number of permanent Govt. Employees			
		Class I.	Class II.	Class III.	Class IV.
1.	2	3	4.	5.	6.
1.	Co-operative Societies	1	—	31	6
2.	District & Sessions Judge	—	2	40	43
3.	Fire Scrvice	—	—	36	—
4.	Labour Organisation	—	1	8	3
5.	D. M. (R. W. S. Section)	—	—	2	—
6.	Political Department	—	—	—	—
7.	Survey & Settlement	1	7	2	—
8.	Statistical Department	—	—	6	3
9.	Land Records	—	—	—	1
10.	Legislative Assembly	1	—	3	4
11.	Motor Vehicles	—	—	1	—
12.	Election Department	—	1	17	8
13.	Prisons Directorate	—	1	27	46
14.	Judicial Comissioner's Court	1	1	7	7
15.	D. M. (T. W. Section)	—	—	18	27
16.	Animal Husbandary & Vety. Services	1	—	6	3
17.	Dairy Development	—	—	2	—
18.	Registration Department	—	2	16	3
		5	15	222	154

ANNEXURE "B"

Sl. No.	Name of Department	Total number of permanent Govt. Employees			
		Class I	Class II	Class III	Class IV
1.	2	3	4	5	6
	B. F.—	5	15	222	154
19.	Public Relations Officer	—	1	5	3
20.	Directorate of Industries.	—	1	27	7
21.	Excise.	—	—	6	26
22.	Employment Exchange	—	1	3	—
23.	Superintendent of Police	2	24	479	1383
24.	Medical & Public Health Department	6	10	33	53
25.	Rehabilitation Department	—	1	—	—
26.	Secretariat Administration Department	3	2	84	30
27.	Agriculture Directorate	—	—	44	5
28.	Education Directorate	3	28	436	76
29.	Directorate of Panchayats	—	1	2	—
30.	Addl. District Magistrate (supplies)	—	—	9	3
31.	District Magistrate & Collector	1	25	191	69
32.	Chief Forest Officer	1	1	130	316
33.	Printing & Stationery Department	—	—	28	12
34.	Public Works Department	14	31	87	45
		35	141	1786	2182

ANNEXURE "B"

Sl No.	Name of Department	Total number of permanent Govt. Employees			
		Class I.	Class II.	Class III.	Class IV.
1.	2	3	4.	5.	6.
1.	Co-operative Societies	—	—	17	—
2.	District & Sessions Judge.	—	—	1	1
3.	Fire Service	—	—	9	—
4.	Labour Organisation	—	—	2	2
5.	D. M. (R. W. S. Section)	—	—	—	—
6.	Political Department	—	—	—	—
7.	Survey & Settlement Department	—	1	31	—
8.	Statistical Department	1	2	22	—
9.	Land Records	—	—	—	—
10.	Legislative Assembly	—	—	—	—
11.	Motor Vehicles	—	—	1	1
12.	Election Department	—	—	3	—
13.	Prisons Directorate	—	—	4	7
14.	Judicial Commissioner's Court	—	—	—	1
15.	D. M. (T. W. Section)	—	—	10	2
16.	Animal Husbandry & Vety. Services Department	—	—	1	—
17.	Dairy Development	—	—	—	—
18.	Registration Department	—	—	—	—
		1	3	101	14

ANNEXURE "B"

Sl No.	Name of Department	Total number of permanent Govt. Employees			
		Class I.	Class II.	Class III.	Class IV.
1	2	3	4	5	6
		1	3	101	14
19.	Public Relations Officer	—	—	1	—
20.	Directorate of Industries	—	4	123	36
21.	Excise	—	—	—	—
22.	Employment Exchange	—	—	3	—
23.	Superintendent of Police	—	—	28	13
24.	Medical & Public Health Deptt.	—	—	71	47
25.	Rehabilitation Deptt.	—	—	24	8
26	Secretariat Administration Deptt.	—	—	41	—
27.	Agriculture Directorate	—	—	106	4
28.	Education Directorate	—	4	.423	74
29.	Directorate of Panchayats	—	—	--	—
30	Addl. District Magistrate (Supplies)	—	--	7	—
31.	District Magistrate & Collector	—	—	250	318
32	Chief Forest Officer	—	—	—	1
33.	Printing & Stationery Deptt.	—	—	5	2
34.	Public Works Deptt.	3	7	67	8
		4	18	1250	525

ANNEXURE "B"

Sl No.	Name of Department	Total number of permanent Govt. Employees Class I.	Class II.	Class III.	Class IV.
1	2	3	4	5	6
1.	Co-operative Societies	—	6	68	14
2.	District & Sessions Judge	2	8	20	18
3.	Fire Scrvice	—	—	22	1
4.	Labour Organisation	—	—	8	5
5.	D. M. (R. W. S. Section)	—	—	28	3
6.	Political Department	—	—	3	1
7.	Survey & Settlement	—	9	684	137
8.	Statistical Department	—	—	85	10
9.	Land Records	—	—	—	—
10.	Legislative Assembly	—	—	8	6
11.	Motor Vehicles	—	1	1	—
12.	Election Department	—	—	3	5
13.	Prisons Directorate	—	—	11	41
14	Judicial Comissioner's Court	—	—	2	1
15.	D. M. (T. W. Section)	—	5	58	59
16.	Animal Husbandry & Vety. Services	—	4	203	111
17.	Dairy Development	—	1	22	3
18.	Registration Department	—	3	8	4
		2	37	1234	417

ANNEXURE "B"

Sl. No.	Name of Department	Total number of permanent Govt. Employees			
		Class I	Class II	Class III	Class IV
1.	2	3	4	5	6
	B. F.—	2	37	1234	417
19.	Public Relations Officer	—	1	38	23
20.	Directorate of Industries.	1	14	175	38
21.	Excise.	—	—	4	4
22.	Employment Exchange	—	—	5	3
23.	Superintendent of Police	2	18	77	743
24.	Medical & Public Health Department	7	68	612	606
25.	Rehabilitation Department	—	2	7	3
26.	Secretariat Administration Department	2	6	92	51
27.	Agriculture Directorate	1	18	456	201
28.	Education Directorate	1	108	4470	464
29.	Directorate of Panchayats	—	—	237	8
30.	Addl. District Magistrate (supplies)	—	1	32	16
31.	District Magistrate & Collector	3	68	117	69
32.	Chief Forest Officer	—	4	102	163
33.	Printing & Stationery Department	—	1	20	9
34.	Public Works Department	2	13	448	172
		21	359	8126	2990

ANNEXURE "C"

Sl. No.	Name of Department	Total member of employees	Grade				Number of Govt. servants not declared permanent/ Quasi permanent though in service for more than :—								Remarks
			Cl. I	Cl. II	Cl. III	Cl. IV	Six years				12 years				
							Cl. I	Cl. II	Cl. III	Cl. IV	Cl. I	Cl. II	Cl. III	Cl. IV	
1.	Co-operative Societies	143	1	6	116	20	—	—	—	—	—	—	—	—	
2.	District & Sessions Judge	135	2	10	61	62	—	5	—	—	—	—	—	—	
3.	Fire Service	68	—	—	67	1	—	—	5	—	—	—	—	—	
4.	Labour Organisation	23	—	1	18	10	—	—	4	3	—	—	—	—	
5.	D. M. (R.W.S. Selection)	33	—	—	30	3	—	—	28	—	—	—	—	—	
6.	Political Department	4	—	—	3	1	—	—	3	—	—	—	—	—	
7.	Survey & Settlement	872	1	17	717	137	—	—	108	—	—	8	11	—	
8.	Statistical Department	129	1	2	113	13	1	2	19	1	—	—	—	—	
9.	Land Records	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.	Assembly Secretariat	20	1	—	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
11.	Motor Vehicles	5	—	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.	Election Department	37	—	1	23	13	—	—	—	2	—	—	—	—	
13.	Prisons Directorate	137	—	1	42	94	—	—	7	10	—	—	—	—	
14.	Judicial Commissioner's Court	20	1	1	9	9	—	—	—	1	—	—	—	—	
15.	D. M. (T. W. Section)	179	—	5	86	88	—	8	7	—	—	—	—	—	
16.	A. H. Vety. Services	329	1	4	210	114	—	1	46	24	—	—	1	—	
17.	Diary Department	28	—	1	24	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2169	8	50	1533	578	1	16	227	41	—	6	12	—	

ANNEXURE "C"

Sl. No.	Name of Department	Total number of employees	Grade				Number of Govt. servants not declared permanent/ Quasi permanent though in service for more than :—								Remarks
			Cl. I	Cl. II	Cl. III	Cl. IV	Six years				12 years				
							Cl. I	Cl. II	Cl.III	Cl. IV	Cl. I	Cl. II	Cl.III	Cl. IV	
		2169	8	50	1533	578	1	16	227	41	—	6	12	—	
18	Registration Deptt.	36	—	5	24	7	—	—	—	—	—	—	—	—	
19.	Public Relations Officer	72	—	2	44	26	—	—	4	—	—	—	—	—	
20.	Industries Directorate	426	1	19	325	81	1	2	87	22	—	1	—	—	
21.	Excise	40	—	—	10	30	—	—	—	2	—	—	—	—	
22.	Employment Exchange	15	—	1	11	3	—	—	4	—	—	—	—	—	
23.	Superintendent of Police	2723 46	4	42	584	2139	—	—	1	—	—	—	—	—	
24.	Medical & Public Health Deptt.	1513	13	78	716	706	5	27	207	165	—	—	55	23	
25.	Rehabilitation Deptt.	45	—	3	31	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
26.	Secretariat Administration Deptt.	311	5	8	217	81	—	1	34	4	—	—	—	1	
27.	Agriculture Directorate	835	1	18	606	210	—	7	440	201	—	—	21	5	
28.	Directorate of Education	6087	4	140	5329	614	—	2	1145	170	—	—	143	5	
29.	Directorate of Panchayats	248	—	1	239	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
30.	Addl. District Magistrate (Supplies)	68	—	1	48	19	—	—	8	2	—	—	—	1	
31.	District Magistrate & Collector	1014 97	4	93	558	456	—	—	46	21	—	—	12	2	
32.	Chief Forest Officer	718	1	5	232	480	—	—	—	—	—	—	—	—	
33.	Printing & Stationery Deptt.	77	—	1	53	23	—	—	5	1	—	—	—	1	
34.	Public Works Deptt.	897	19	51	602	225	1	3	157	59	1	—	8	7	
		17437	60	518	11162	5697	8	68	2365	688	1	7	251	45	

শ্রীআতিকুল ইসলাম—স্যার আমার একটা সিমলার কোশ্চেন আছে সেটা একসংগে হয়ে গেলে পারত। ২৬৯।

মিঃ স্পীকার—ইজ দি অনারেবল মিনিষ্টার প্রিপেয়ার্ড টু আনসার দিজ কোশ্চেন টুগেদার ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক—ইয়েস।

মিঃ স্পীকার—সাপ্লিমেনটারীজ মে বি পুট টুগেদার।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমারটা আনসার হয়ে যাক একবারে—২৬৯।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক—কোশ্চেন নং ২৬৯।

QUESTION

a) What are the pre-conditions to be full-filled by an employee before declaring him/her a quasi-permanent.

ANSWER

Every temporary Government servant should possess the following qualifications :—

i) AGE : The temporary employee should be within the prescribed age limit for the post in which he is proposed to be made quasi-permanent or 28 (whichever is higher) or 31 in the case of Scheduled Caste candidates—on the 1st July of the year in which the declaration is issued. For purposes of calculating this age limit he will be allowed to deduct from his actual age the length of his continuous temporary service as defined in rule 2 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1949.

Provided that in respect of special categories of Government servants for whom the maximum age for appointment to any Government post or class of posts has been specially relaxed by Government, the maximum so relaxed would be applicable in respect of that post or class of posts not-withstanding the maximum prescribed in the instructions.

ii) EDUCATIONAL QUALIFICATIONS—The temporary employee should possess the minimum educational qualifications prescribed for the post or service concerned.

iii) LENGTH OF SERVICE—The Government servant should have on the crucial date renderd service for more than three years.

iv) SUITABILITY—The candidate should be able to satisfy the appointing authority concerned :—

a) That he is physically fit

QUESTION	ANSWERS
	b) That he has willingness and capacity to devote himself to the duties of his post and perform them efficiently, and c) That his character and antecedents are such as to render him suitable for quasi-permanent employment under Government. Provided, however, the Minister of Home Affairs may by special order, exempt any specified case from the operation of those conditions.
b) Whether the employees who have fulfilled such pre-conditions have been declared quasi-permanent.	YES, leaving a smaller number.
c) If not, the reasons thereof ?	The following are the main reasons for those not yet declared quasi-permanent as mentioned in answer to part (b) of the question— 1. Awaiting formal declaration of quasi-permanency shortly. 2. Awaiting decision regrarding relaxation of age in some cases. 3, Non receipt of necessary service records due to transfer of employees from one Department to another. 4. Awaiting decision regrading educational qualification in respect of technical field staff,

শ্রীসুনীল দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে সাধারণত ৩ বৎসর চাকুরী হলে পর কোয়াসি পারমানেন্ট হওয়ার যোগ্যতা যেখানে হয় সেখানে এ লার্জ নাম্বার অফ এমপ্লয়ীজ কার ক্রটিতে অজ পর্যন্তও ৬ বৎসর বা ১২ বৎসর পরেও কোয়াসী পারমানেন্ট করা হয়নি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—কোয়াসি পারমানেন্ট না হওয়ার প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে টি, টি, সি, এর কতগুলি কর্ম্মচারী, পোষ্ট করে যাদের আমরা এপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি তাদের তখন পর্যন্ত কোয়াসি পারমানেন্ট ডিক্লেয়ার করা হয় নি। এখন এই যে টি, টি, সি, এর কর্ম্মচারীরা ওদেরকে যদি কোয়াসি পারমানেন্ট করতে হয়, আমাদের দেখতে হবে তাদের ফিজিবিলিটি, এডুকেশনেল কোয়ালিফিকেশন, ইফিসিয়েনসী অফ ওয়ার্ক এই সব আছে। তারপরে এই সমস্ত দেখে আমাদের করতে হয়, অতএব সময় লাগে কিম্বা অনেকের সার্ভিস ডকুমেন্ট নেই, এই সমস্ত করতে গেলে সময় নেবে। অতি দ্রুত করবার জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রীসুনীল দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এডুকেশন্যাল কোয়ালিফিকেশন বিচার না

করেই আমরা কর্মচারী নিয়োগ করি কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—কতগুলি পোষ্ট রিভিশন অফ পে স্কেইল এর সাথে সাথে কতগুলি কোয়ালিফিকেশন বেড়ে গেছে, পূর্বে যে অনুসারে সেখানে করা হইয়েছিল আমরা যে কোয়ালি-ফিকেশনে এপয়েণ্ট করেছিলাম রিভিশন অফ পে স্কেইলের সংগে তা বেড়ে গেছে।

শ্রীসুনীল দত্ত—১২ বৎসরের পরেও যারা কোয়াসি পারমানেণ্ট হয় নি এই কর্মচারীদের কতদিনের মধ্যে কোয়াসি পারমানেণ্ট ডিক্লেয়ার করা যেতে পারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোন আশ্বাস দিতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আমরা অতি দ্রুত করবার চেষ্টা করব একরডিং টু রুলস্।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে কোয়াসি পারমানেণ্ট ডিক্লেয়ার করা হলে পরে রুল ফাইভ এপ্লাই করা যায় না, এই জন্যেই তাদের পারমানেণ্ট ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একথা জানেন কি যে তারা টেম্পোরারী থাকার ফলে টারমিনেশান অফ সার্ভিসের নাম্বারটা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ১২ বছরেরও যে সব টেম্পোরারী এমপ্লয়ীজ আছে এরকম তাদের সংখ্যা কত ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— তা হলে পরে আই ডিমাণ্ড নোটিশ

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—এখানে তাদের ১২ বছর পর্যন্ত আছে. ১২ বছরেরও বেশী যারা আছে তাদের সংখ্যা কত ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ---আমি নোটিশ চাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আজ পর্যন্ত কত টেম্পোরারী এমপ্লয়ীজকে ছাঁটাই করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ---আই রেড আউট দি রিপ্লাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে টেম্পোরারী এমপ্লয়ীজদের রুল ফাইভের ভয় দেখিয়ে কংগ্রেসের কাজ করানো হচ্ছে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক---দিস ইজ নট এ ফ্যাক্ট।

মিঃ স্পীকার—আই উড নাউ কল অন শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—১১২।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক—কোশ্চেন নং ১১২।

STARRED QUESTION NO. 112
BY SHRI NRIPENDRA CHAKRAVORTI M. L. A.

QUESTION	ANSWER
(1) What steps have been taken to set up Vigilance Organisation according to the findings and recommendations of the Santhanam Committee ;	A Vigilance Committee has been constituted, The existing Anti-Corruption Police Unit has been reorganised by sanction of additional staff.
(2) Total number of corruption cases detected by those Organisations upto the present time.	Total number of corruption cases detected from September, 1962 to September, 1964 is 168.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ভিজিলেন্স সেল্‌স গঠিত হয়েছে কিনা যেমন অন্যান্য ষ্টেটে হয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক—ইয়েস্।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে অরগেনাইজেশন তার সেট আপ করেছেন সে অরগেনাইজেশন অফিসারদের মোভেবল এবং ইম্মোভেবল প্রোপারটী ডিস্‌ক্লোজারের জন্য কোন ডিরেক্‌শন দিয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—নিশ্চয়ই যে সমস্তগুলি শান্তারাম কমিটীতে আছে সেইগুলির উত্তর দেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই অরগেনাইজেশম একজিষ্টিং লজ রুলস, প্রসিডিউর এবং প্র্যাকটিস এইগুলি রিভিউ করেছে কিনা যে যে ক্ষেত্রেতে এই ডিসক্রিসনারী পাওয়ারস অফিসারদের দেওয়া হয়েছে সেগুলি রিভিউ করার জন্য—আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ডিসক্রিশনারী পাওয়াস অফিসারদের দেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কিত এক্‌জিষ্টিং লজ. রুলস এবং প্রসিডিউর এইগুলির রিভিউ করার জন্য যে ডিরেকশন শান্তনম কমিটি দিয়েছে গভর্ণমেন্ট সেগুলি দেখছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—As soon as all these will come we will follow them.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তারা এইখানে ত্রিপুরায় স্কোপ অফ করাপশন কি সেই সম্পর্কে কোন রিভিউ করেছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—What does it mean by the question I do not understand.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খবর রাখেন কি যে শান্তনম কমিটি বলেছেন যে প্রত্যেক ষ্টেটকে তার স্কোপ অব করাপশন সম্পর্কে এনকোয়ারী করে রিভিউ করবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ--What do you mean by scope of corruption I do not understand it.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে অরগেনাইজেশন তারা সেট আপ করেছেন তার কজেস অব কর‌াপশন কি এবং তার মধ্যে ডিলে ইন ডিলিং উইথ দি ফাইলস এটা একটা প্রধান বলে সেই সম্পর্কে কোন ডিরেকশন দিয়েছে কিনা এই অরগেনাইজেশন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আমি তো আগেই বলেছি আপনি যে কথাগুলি বলছেন—What do you mean by delay I do not understand, I can understand what would be the measure to remove delay, if you can explain it I can give reply,

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে স্পেশ্যাল পুলিশ এষ্টাব্লিশমেন্টের কোন সাহায্য এই অরগেনাইজেশন নিচ্ছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—যখন দরকার পড়বে তখনই আমরা নেব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই কমিটির হাতে কতগুলি কমপ্লেনস আজ পর্যন্ত এসেছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—Just now we have given to you that nothing has come to us,

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খবর রাখেন কি যে পুলিশের বিরুদ্ধে এই কমিটির কাছে কোন এম, এল, এ কমপ্লেন করেছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—কোন কমপ্লেইন করলে পরেই সেইটা একটা দোষ হল ? যে পর্যন্ত কমপ্লেইনটা প্রোভ না হয় সেই পর্যন্ত দোষ বলে না, প্রাইমাফেসি কেইস হতে হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দেন নি। হয়ত তিনি বুঝতে পারেননি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কমিটি বা অরগেনাইজেশন তাঁরা করেছেন তাদের হাতে কোন এম, এল, এ, থেকে কোন পুলিশের বিরুদ্ধে কমপ্লেন গেছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—কমপ্লেইন তো আছেই, অনেক কিছু কমপ্লেইন আছে, কিন্তু আনটিল দি কমপ্লেইনস আর প্রোভড উই কেন নট টেইক একশন। বলেছি তো এম, এল, এ ও আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এনকোয়ারী কাম রিসিপশান অফিস কোন কমিটি গঠন করেছে কিনা পাবলিক থেকে এই সমস্ত কমপ্লেনস রিসিভ করার জন্য ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—সেইটা আমরা ষ্টাডি করছি এবং সেই অনুসারে নির্দ্দেশও দেওয়া হয়েছে। যারা কমপ্লেইন করবে তারা যেন ডিপার্টমেন্টগুলিতে কমপ্লেইন দেয় এবং সেই অনুসারেই ডিরেকশন আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে এখানে পাবলিকের ভিজিলেন্স কমিটি যেমন সদাচার সমিতি গঠন করার জন্য এখানকার গভর্ণমেন্ট কোন রকমের প্রচেষ্টা বা উৎসাহ দান করেছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—সদাচার সমিতি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা হয়েছিল অতএব এখানে সদাচার সমিতি হবে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি শান্তনম কমিটির রিকমেনডেশান অনুসারে পঞ্চায়েতগুলিকে তাঁরা নির্দেশ দিবেন কিনা এই সমস্ত করাপশনের রিপোর্ট পাঠাবার জন্য ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আমরা শান্তনম কমিটি না কেবল, পত্রিকারও আমরা খুব গুরুত্ব আরোপ করি এবং সেখানে যেটা পাওয়া যায় সেইটাও তদন্ত করি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় শান্তনম কমিটির রিপোর্টটা পড়ে দেখবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—শান্তনম কমিটিতে যা যা আছে তাই আমরা ফলো করি না, সেই সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া থেকে যে সমস্ত সারকুলার আসে আমরা সেইগুলি ফলো করি, উই ফলো দি গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া সারকুলার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এখানকার কনট্রাক্টর এবং বিজনেসমেন যারা সাপ্লায়ারস, তাদের করাপশন সম্পর্কে শান্তনম কমিটি বলেছে যে তারা রেইট সম্পর্কে আণ্ডার কাট করে এবং সাপ্লাই সম্পর্কে সাব ষ্ট্যাণ্ডার্ড এডপ্ট করে এই সম্পর্কে তাঁরা বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—শান্তনম কমিটিতে ত্রিপুরা রাজ্যের কনট্রাক্টার, সাপলাইয়ারদের সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একথা বলবেন কি যে শান্তনম কমিটি ত্রিপুরা বাদ দিয়ে তাঁর রিপোর্টটা প্রকাশ করেছেন কিনা।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—তা তো আমি বলতে পারবো না ত্রিপুরা বাদ দিয়ে করা হয়েছে কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সারা ভারতবর্ষের মিঃ. শ্রী নন্দ এই কথা ঘোষণা করছেন যে দুই বছরের মধ্যে করাপশন চেক করতে হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—এটা তো সারকুলারে দেখছেন এবং ষ্টেইটমেন্টেও দেখছেন সমস্ত লোকেরাই দেখেছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সেই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার ওয়াকিবহাল আছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আমরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে মিঃ ত্যাগী পার্লামেন্টে এই কথা বলেছেন যে বৃটিশ আমলের থেকে এখন করাপশনের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে—এটা তিনি বলেছেন যে যারা এরকম ধরণের মন্ত্রীদের মধ্যে যাব করবে তাদের লাইন্স করা দরকার ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—এটা যেমন আপনিও দেখেছেন আমিও দেখেছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একথা জানেন কি যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী জি, এল, নন্দ বলছেন যে যাদের, যারা ঠিক ভাবে ওয়েলথ্ করেছেন, তারা কখনও সদুপায়ে তা করতে পারে না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—ইহা নূতন কথা কেহই বলে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় মন্ত্রীদের যে এসেট্স সেটা ডিস্ক্লোজ করার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি ? এখানকার ত্রিপুরার মন্ত্রীদের এসেটস্ ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—হ্যাঁ, সেইটা করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি সেগুলি পাবলিকের কাছে প্রকাশ করবেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—পাবলিকের কাছে নয়, যেটা আমাদের নির্দ্দেশ আছে সেই অনুসারে আমরা প্রকাশ করব।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, মন্ত্রীদের জন্য কোন কোড অব কনডাক্ট এখানে গৃহীত হয়েছে বলে জানেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—ইট ইজ কোড্ অফ কনডাক্ট এণ্ড উই ফার্নিসড্ দিচ টু আওয়ার সারকুলার এণ্ড অর্ডারস।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে কোড অব কনডাক্ট-এর মধ্যে একথাও থাকা দরকার যে মন্ত্রীরা কংগ্রেস ভবনের জন্য বিজনেস ম্যান এবং কনট্রাক্টারদের কাছ থেকে মোটা টাকা নিতে পারবেন না এবং এটা করাপশন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—কংগ্রেস কর্মীরা এবং নেতারা সবই পারে সেইটা কোনদিন বে-আইনী নয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে একাধিক কংগ্রেস নেতা বলেছেন যে এটা করাপশন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—নো, কংগ্রেসের কাজের জন্য কংগ্রেস কর্মীরা অর্থ সংগ্রহ করবে না এই রকম কোন আইন কোনখানে নেই।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে গুলজারীলাল নন্দ গত ২৪।১১।৬৩ তারিখে যুগান্তরে বলেছেন যে যেহেতু টেরিটরীগুলি সেন্টারের অধীন সেজন্য সেখানেই প্রথম আমাদের এই করাপশনের বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করতে হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—সেইটা আগেই বলা হয়েছে যে সেনট্রেল গভর্ণমেন্ট থেকে যখনই যে নির্দ্দেশ দেওয়া হবে এবং সারকুলেশন দেবে তা আমরা পালন করব ইন্ টু টু।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে তাঁর সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা যদি দেখি তাহলে ত্রিপুরায় সেই যে করাপশনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তা সুরু হয়নি আজ পর্যন্ত ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আগেই বলা হয়েছে যে, এইমাত্র আমাদের এই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি খবর রাখেন যে এই যে ভিজিলেন্স কমিটি গঠিত হয়েছে তার মধ্যে এমন লোক আছে যারা নিজেরাই করাপ্ট ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—এটা আমার মনে হয় যিনি এ কথা বলছেন তাহার মস্তিষ্কপ্রসুত ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি তাদের নাম বলতে পারেন যারা যারা এই কমিটিতে আছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—Chief Commissioner, Chief Minister, Development Minister, Chief Secretary, Development Commissioner, Princibal Enginner, Chief Forest Officer এই কমিটিতে এই কয়জন আছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি খবর রাখেন যে এর পরেও গেজেটে নোটিফিকেশন করতে আরও লোককে এই কমিটিতে নেওওা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—হাঁ। S. P. and D M. কে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে চীফ ফরেষ্ট অফিসার তিনি যে স্কুল কমিটির সংগে জড়িত সেই স্কুল কমিটি সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে দুর্নীতির ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—তদন্ত হইলে যে কি মিন্ করেছেন বুঝতে পারছিনা। তদন্ত তো হবেই আগেই তো বলা হয়েছে এই সম্বন্ধে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি স্বীকার করবেন যে যার বিরুদ্ধে তদন্ত হয় সেই রকম লোক ডিফিন্স কমিটিতে থাকলে তার উপর কোন শ্রদ্ধা থাকেনা জনসাধারণের ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—এটা তো অন্য রকম কথা বলা হচ্ছে। তদন্ত হলেই কি মিন্ করছেন তা তদন্ত হবেই। প্রাইমাফেসি সেই প্রোভ করবার জন্য। আপনারা যেটা বলছেন সেইটা তো প্রোভ করতে গেলে তদন্ত হবে আমরা হঠাৎ প্রোভ করতে পারি না। কম্‌প্লেইন কেহ আনলেই সঙ্গে সঙ্গে যদি একটা লোক দোষী হয়ে যায় তবে সমস্ত লোকই দোষী হয়ে যাবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে কলকাতার একজন বড় নেতার নির্দ্দেশে তিনি সদাচার সমিতি করতে দিচ্ছেন না এখানে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আমার মনে হয় মাননীয় প্রশ্ন কর্তার চিন্তা প্রসুত ব্যাপার।

Mr. Speaker—Supplementaries are over, question hour is also over. So we pass on to the next item.

The replies to Question No 62 and 222 were laid on the Table as per Appendix 'A')

CALLING ATTENTION

I have got a notice of Calling Attention given by Shri Sunil Kumar Choudhury. "Failure of the Government of Tripura to ensure minimum fair price for jute to the cultivators of Tripura through price support purchases throughout the territory" of Shri Sunil Kumar Choudhury. Consent has been given to the motion of Shri Sunil Kumar Choudhury. I would request the Hon'ble Minister in charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention notice will be shown on the order for a statement.

Shri Sukhamoy Sen Gupta (Dev. Minister)—আমি প্রস্তুত আছি। আই এম প্রিপেয়ার্ড।

মিঃ স্পীকার—অল রাইট।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই প্রাইস সার্পোটিং স্কীম যেটা জুটের সেটা হচ্ছে ডিরেক্টলী ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের কোন ব্যাপার নয়। এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট একটা স্কীম নিয়েছেন—প্রাইস সার্পোটিং স্কীম বলা হয়। এটা হল, এস, টি, সি, মারফত তার মানে হল ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন তার মারফত

এই স্কীমটা চালু করা হয়। ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশন প্রতিটি ষ্টেটে তাদের যে মারকেটিং সোসাইটি কো-অপারেটিভ মারকেটিং সোসাইটি তার মারফত এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় যেহেতু এটা ইউনিয়ন টেরিটরী সেই হেতু এই টাকাটা যেটা নাকি ষ্টেটে ডিরেক্টলী দিয়ে দেয় এখানে এবং এটা ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের মারফত কো-অপারেটিভকে দেওয়া হয়েছে এবং সেই ভাবে আমাদের ১৯৬২-৬৩ আমরা প্রায় ৫ লক্ষ টাকা কো-অপারেটিভকে দিয়েছি জুট পারচেজ করার জন্য এবং ৬৩-৬৪ তে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আমরা দিয়েছি যার ফলে এই কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি ফিল্ডে আসার ফলে আজকে এই বছর এই জুট সিজনে আমরা দেখেছি যে জুটের প্রাইস যে মিনিমাম প্রাইস ঠিক করা হয়েছিল যেটা আপনার তোষা—সেটা হয়েছিল ২৩ টাকা, যেটা সুতী সেটা ২২ টাকা আর মেস্তা যেটা সেটা হয়েছে ২০ টাকা। এখানকার যে এবার জুট সিজনে আমরা দেখছি যে গত বছর পর্যন্ত এবারকার যেটা দেখছি এই প্রাইস সার্পোটিং স্কীম ইমপ্লিমেন্ট করার ফলে আজকে এই জুট সিজনে মারকেট প্রাইস এর নীচে নামছে না। কাজেই এই বছর আমাদের এখন পর্যন্ত মার্কেটিং সোসাইটির ফিল্ডে নামার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কয়েকটা ক্ল্যারিফিকেশন চাই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই যে মিনিমাম প্রাইস এটা কে ফিক্স করে এবং কি বেসিসে ফিক্স করল। এটা ওয়েষ্ট বেঙ্গলের তুলনায় কত কম ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশন যেটা ক্যালকাটা—আমাদের মালটা ক্যালকাটাতে দিতে হয়। ওরা ঠিক করেছে ৩০ টাকা এবং ওরা আমাদের ত্রিপুরার জন্য ঠিক করেছিল ২১ টাকা। আমরা করেছি সেটা ২৩ টাকা পর্যন্ত সমস্ত কেরিং টেরিং নিয়ে সবসুদ্ধ করেছে। কাজেই আমাদের এখানে প্রাইস ফিক্সেশনের কোন প্রশ্ন নেই এটা এস, টি, সি থেকে করা হয়।

Mr. Speaker—I would now pass on to the next item.

GOVERNMENT BUSINESS-LAGISLATION

INTRODUCTION OF TRIPURA OFFICIAL

Language Bill. 1964 (Bill No. 5 of 1964)

To-day the Tripura Official Language Bill, 1964 (Bill No. 5 of 1964) is to be introduced in the House. I would request the Hon'ble Chief Minister to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri N. Chakraborty—Mr. Speaker, Sir, we have got no copy of this.

Mr. Speaker—Just now you will get it, just after the introduction. This is only introduction there-after you will get the copy.

Sri S. L. Singh (Chief Minister—Hon'ble Speaker. Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura Official Language Bill, 1964 (Bill No. 5 of 1964).

Mr. Speaker—Now the question before the House the motion moved by

the Hon'ble Chief Minister for leave to introduce the Tripura Official Language Bill, 1964 (Bill No, 5 of 1964) be granted.

As many as of that opinion will please say AYES

AYES

As many as of contrary opinion will please say NOES.

AYES HAVE IT, AYES HAVE IT,

The leave for introduction of Tripura Official Language Bill, 1964 (Bill No. 5 of 1964) is granted.

(Secretary read the long title of the Bill)

Mr. Speaker—I shall now call on the Hon'bie Chief Minister to move for introduclion of the Tripura Official Language Bill, 1965 (Bill No, 5 of 1964).

Chief Minister—Mr. Speaker. Sir. I beg to introduce the Tripura Official Language Bill, 1964 (Bill No, 5 of 1964).

Mr. Speaker—Now I will put the question to vote. The question is that the Tripura Official Language Bill, 1964 (Bill No 5 of 1964) is to be introduced.

As many as of that opinion will please say AYES.

AYES

As many as of contrary opinion will please say NOES.

AYES HAVE IT, AYES HAVE IT.

The Tripura Official Language Bill, 1964

(Bill No. 5 of 1964) is introduced.

(The copies of Bill was distributed)

Mr. Speaker :— The question of consideration of the Bill will be taken up on a subsequent date and it will be notified just after the meeting of the Business Advisory Committee which I propose to-day or tomorrow. The Hon'ble Members will speak on the provision of the Bill at that time. Now I would pass on to the next item of Business-Private Members Resolution. Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. will now proceed to move the following resolution. The resolu tion will be moved by Shri Atiqul Islam who has been authorised by Shri Aghore Deb Barma.

Shri N. Chakraborty :— No, Sir, Mr. Dinesh Deb Barma has been authorised separately.

Mr. Speaker :—It is a matter of oath taking. He is allowed.

Shri Dinesh Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাবের সারমর্ম হয়েছে এই to move that "This Assembly is of opinion that whereas wide spread eviction of Tribal people from their rightful possession of land is reported, This Assembly requests the Govt. to set up a Committee, as early as possible, to go through each of these eviction cases, find out the causes of these evictions and to suggest measures for the protection of Tribal rights in land".

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে প্রস্তাব এ হাউসের সামনে আনার চেষ্টা করছিলাম। এই প্রস্তাব আনার পেছনে আমি কতগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি। কারণ আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্য এটা জনবহুল এলাকা হয়েছে। এই সম্পর্কে এই হাউসের সবাই অবগত আছেন যে এক সময় এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে পার্ব্বত্য উপজাতি তারাই সংখ্যাগরিষ্ট ছিল সেই মহারাজার আমলে। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এই সংখ্যাগরিষ্ট পাহাড়ী সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়েছে। আজকে তাদের সমস্যা এমনভাবে উপস্থিত হয়েছে যেটা অত্যন্ত মর্মান্তিক. কারণ আজ তারা তাদের সেই বংশানুক্রমে যে সমস্ত জমি দখল করে আসত সেই সমস্ত জমি থেকে আজকে তারা বিভিন্নভাবে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে।

Mr. Speaker— At this stage I want to mention one thing. It is a fact that Shri Dinesh Deb Barma has been duly authorised. Now for consideration of this resolution two hours and thirty minutes have been alloted. So the names of members of both the parties willing to take part in debate may please be furninished to me so that I may allot time accordingly. So it will be better and I shall allot time according to number of members to speak.

শ্রীদিনেশ দেববর্মা— আজকে এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা যারা এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের জমি দীর্ঘদিন যাবৎ রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে, আজকে যারা ত্রিপুরা রাজ্যের ১১।১৩ লক্ষ লোকের জন্য ফসল উৎপাদন করার জন্য জমি করেছে, আজকে তারা দিনের পর দিন জমি থেকে উৎচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমি একথা বলতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আজকে যারা রুলিং পার্টিতে আছেন তাদের পক্ষের থেকে একথা চিন্তা করে দেখা দরকার। রাজ্যের যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ আছেন তাদের দেখা দরকার যারা সংখ্যা লগিষ্ঠ সর্বাগ্রে কি করে তাদের রাইটস এষ্টাব্লিস্‌ড হতে পারে জমিতে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যা যা তাদের প্রয়োজন সেখানে তাদের রাইটস এষ্টাব্লিসড হতে পারে তারই রক্ষা থরচ হিসাবে আইন রচনা করা, বিধি রচনা করা প্রয়োজন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা দৃষ্টান্ত দেব সেটা ধেবর কমিশনের ১৯৬১ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল সে রিপোর্ট যারা পড়েছেন তারা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে রিপোর্ট এর ৪৮৪ পৃষ্ঠার ২য় পেরাগ্রাফের মধ্যে পরিষ্কার লেখা আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে অনুন্নত পার্বত্য জাতী তাদের রক্ষা করার জন্য তপশীল এলাকা ঘোষনা করে সেখানে তাদের উন্নতি, তাদের পরিকল্পনা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার যে

সুপারিশ মূল্যবান সুপারিশ সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে কার্য্যকরী হচ্ছেনা যার ফলে আজকে হাজার হাজার, শত শত মানুষ, শত শত পরিবার জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে তার কোন প্রিভেন্টিভ মেজার হিসাবে এই সরকার কোন কিছু গ্রহণ করতে পারছেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পার্বত্য উপজাতী শিক্ষায়, দীক্ষায় ব্যবসা বাণিজ্যে তারা অনুন্নত, আইন কানুন তারা জানেনা কি করে মামলা মকর্দ্দমা করতে হয়, কি করে তার সুরাহা পেতে হয় তা তারা জানেনা এইটুকু তাদের বোধগম্য হচ্ছে না এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা কারণ আজকে তাদের এই নীরক্ষরতার সুযোগ গ্রহণ করে তাদের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করে সমাজের একদল লোক কিছু লোককে তারা ক্ষেপিয়ে দেন, তাদের পেছনে লেলিয়ে দেন যার ফলে আজকে তারা জমি নিয়ে বিবাদ বিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা আজকে এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১৬ ১৭ বৎসর পরেও যদি আজকে শুনা যায় যে রাজ্যের বহু লোক উচ্ছেদ হচ্ছে, জমি থেকে তার রাইট নষ্ট হচ্ছে এটার চেয়ে দুঃখের কিছু থাকতে পারেনা। কাজেই আমি এটা একটার পর একটা মৌজার নাম ঘোষনা করে বলব যে আপনারা তার প্রতি সদয় হয়ে যাতে এই উচ্ছেদ বন্ধ হয় এবং তাদের রাইট যাতে এষ্টাব্লিসড হয় যাদের রাইটস্ নষ্ট হয়ে গেছে তাদের রাইট পুনরায় যাতে সেখানে এষ্টাব্লিসড হয় সেই জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মারফত এই হাউসের মধ্যে অনুরোধ করব এখানে যারা এসেম্ব্লির সদস্য আছেন তাদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হউক এবং যে সমস্ত জায়গায় এইসব ঘটনা ঘটেছে তার তদন্ত করে সেই কমিটী এই বিরোধের মিমাংসা করবেন বলে আমি এই প্রস্তাব হাউসের সামনে উপস্থিত করছি। কারণ আমি জানি আজকে অবশ্য সবাই স্বীকার করে থাকবেন, রুলিং পার্টির সদস্যরাও স্বীকার করে থাকবেন যে জমির মধ্যে আমরা যারা ত্রিপুরা রাজ্যে আছি সেটা জনবহুল, জমিতে তাদের পুনর্বাসন বা জমি দিয়ে তাদের যে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন তা করা সম্ভব হবেনা। কিন্তু আজকে অপরদিকে বহু লোক জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। আমি খোয়াই সাবডিভিশানের কয়েকটী নাম এখানে উল্লেখ করব। দুর্গাপুর দীনেশ দেববর্মা, ব্রজেন্দ্র দেববর্মা, রাজপ্রসাদ দেববর্মা, ঈশ্বর দেববর্মা, শচীরাম দেববর্মা, অজিত চন্দ্র দেববর্মা, দেবুচরন দেববর্মা, চন্দ্রমনি দেববর্মা, দেবেন্দ্র দেববর্মা, হরকান্ত দেববর্মা, শরত দেববর্মা, কৃষ্ণ চন্দ্র দেববর্মা, গগন চন্দ্র দেববর্মা, দেবু চরণ দেববর্মা, শান্তিনগর মৌজা, রাম মোহন দেববর্মা, দুর্গানগর মৌজা তারা এই ভাবে সেখানে কেউ কেউ জুমিয়া পুনর্বাসনের টাকা খেয়েছে তিন বছর আগে। আজকে তাদের হাত থেকে জমি চলে গেছে অন্যের দখলে সেই সেই জমি এবং আরও এক রকম আছে যেমন সোনারাই দেববর্মা, রামচরণ দেববর্মা, কুঞ্জমোহন দেববর্মা, নরেন্দ্র দেববর্মা, সনাতন দেববর্মা, লক্ষ্মণ চন্দ্র দেববর্মা, নিবারণ দেববর্মা, হরি রঞ্জন মারাক, শশাঙ্ক মারাক, সুজিত মারাক ইত্যাদি তারাও জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। আর হাওয়াই বাড়ী মৌজায় যাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের নাম শ্রীশম্ভুচন্দ্র দেববর্মা জোত নং ২৬৩ এবং ১০৩, প্রেমানন্দ দাস সাং হাওয়াই বাড়ী মৌজায় জোত নাম্বার হচ্ছে ৩৫৭ ধীরেন্দ্র দেববর্মা জোত নং ১১৮. শম্ভুনাশী দেববর্ম্মা জোত নং হচ্ছে ২০১, মানিক চন্দ্র দেববর্ম্মা জোত নং ২২৬ জমি ১১ গণ্ডা হাওয়াই বাড়ী মৌজায় এবং কমলপুরের এই ধারাং এলাকায় সেখানে গঙ্গা চরণ. ভ্রামমনি দেববর্ম্মা তারা আজকে প্রায় উচ্ছেদের মুখে। তাদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের জন্য বিভিন্ন রকমের

চেষ্টা চরিত্র নেওয়া হচ্ছে। কোলাই মহেন্দ্র এলাকায় ত্রিপুরা, ধরজ্জ ত্রিপুরা সেই বলিয়া উপরে বিশ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে তারা সেখানে দখল করে মুসলিমদের সঙ্গে জোত বন্দোবস্ত করেছিল, আজকে সেইখানে মুসলমানরা জমি বিক্রি করে গেছে, বিভিন্ন লোক তাদেরকে জমি থেকে দিনের পর দিন উচ্ছেদ যাতে করতে পারে তারই জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আর সাবরুমে কয়েকটি জায়গা আছে সেখানে মধুময়. হংস মগ, শুধন মগ, শৈলজ্ঞ মগ, বেঙ্গুন মগ, শ্রীমতি মক্ষী মগ, পঞ্চম মগ. তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। এই উচ্ছেদের কারণগুলি আপনারা লক্ষ্য করুন, যদি আপনারা করেন দেখবেন এই যে শম্ভুচন্দ্র দেববর্ম্মা, ধীরেন্দ্র দেববর্মা, শুভলক্ষ্মী দেববর্মা তাদের নামে সার্ভে সেটেলমেণ্ট হয়েছে, সমস্ত কিছু হয়েছে, পরচা ইত্যাদি হয়েছে, কিন্তু সেখানে সেই জমিতে তারা প্রবেশ করতে পারেনি। একদিন এই জমির ফসল রক্ষা করতে গিয়ে সে একদিন ডাকাতির কেসে পরে। ডাকাতির কেসের কারণ প্রতিপক্ষ এর লোক মিথ্যা একটা ডাকাতির কেস সাজিয়ে এনে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে সেই সুজুগে জমি দখল করে এবং আজ পর্যন্ত সে জমি তারা পায় নি। সেই সুযোগেই এটা করে। আর একটা ঘটনা, সম্ভুলক্ষ্মী দেববর্মা, যে একজন মেয়েলোক সেখানে সে একটা পা সেই জমির মধ্যে ঢুকতে পারে নাই এই যে অবস্থা আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে বিধানসভা তার মারফতে রাজ্যের যারা লোক আজকে তারাই এই গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করছেন। এই সময়ের মধ্যেও যদি আজকে এই উপজাতীয়দের উচ্ছেদের অভিযোগ শত শত আসতে থাকে তবু কোনও প্রিভেনটিভ মেজার নেওয়া হল না। আজ যেখানে ধেবর কমিশন পরিষ্কার ভাষায় বলেছে, আমি জানি এখানে এই কংগ্রেস দলের যারা আছেন, মাননীয় স্পীকার তারা বলে ধেবর কমিশন এর সমস্ত সুপারিশ ত্রিপুরা রাজ্যে তারা পুরাপুরি কার্যকরি করছেন। আমি বলব এটা একটা ধাপ্পা। ধেবর কমিশনের রিপোর্টে সিডিউল এলাকা ঘোষণা করার যে কথা ছিল সেইটা যদি ঘোষণা হয়ে থাকতো তবে জমি নিয়ে এত বিরোধ হওয়ার কোন কারণ ছিল না। এখানে ধেবর কমিশন ৪৮৪ পৃষ্ঠায় এই সুপারিশ করেছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের চিফ্ কমিশনার পট্টনায়ক সাহেব তার সময়ে উনি ত্রিপুরা এলাকা বিভিন্ন এলাকা ভ্রমন করে কমিশনকে বলেন এবং সেইটা কমিশনের রিপোর্টে ইনক্লুড করা হয়েছে। কমিশন এখানে যে সুপারিশ করেছিলেন। ধেবর কমিশন এইকথা বলেছেন—At present there is no Scheduled Area in this Territory. The Chief Commissioner has suggested that the areas of Kanchanpur, Chaumanu, Amarpur and Teliamura Blocks and some of the areas under Sadar, Belonia and Sabroom Sub-divisions, which are contiguous to Amarpur and Teliamura Blocks and have a preponderance of tribal population, may be declared Scheduled Areas. কিন্তু আজকে এই সমস্ত অঞ্চল যে যে অঞ্চলগুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেই সমস্ত এলাকাগুলি তফশিল এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে কিনা আমি জানিনা এবং ম্যাক্সিমাম এই সমস্ত সাবডিভিশনের এলাকাতেই জমি নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই কথা আবার দাবী করব আজকে যারা এই জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে তারা যাতে এই উপজাতীয় পরিবার তারা তাদের জমি পুনরায় ফেরৎ পেতে পারে এই কমিটির মারফতে, সেই কমিটিকে যাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাদের রাইট এস্টাব্লিশড হয় সেই রাইট এস্টাব্লিশড হতে পারে তার দাবি আমি এখানে

হাউসের সামনে রাখব। আমি জানি এ' রুলিং পার্টির ভদ্রলোকেরা এই কথার জবাব দেবেন, ধেবর কমিশন এখানে কার্যকরি করেছি। যদি কেহ ইচ্ছা করে জমি বিক্রি করে চলে যায় আমরা কি করব। আমি বলব বিক্রির প্রশ্ন নয়, যেখানে আইন করে দেওয়া হয়েছিল যে ১৯৬০ ইংরাজী থেকে সমস্ত জমি উপজাতীয়দের জমি উপজাতীয়দের কাছে হস্তান্তরিত না হতে পারে এটার আইন ছিল এবং সেই আইন এখনও ষ্টেণ্ডিং আছে। আজকে আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন ইন্‌কোয়্যারী করুন। ডি, এম, এর কাছে কত হাজার পিটিশন পড়েছে এবং কত লোককে সেখানে পার্মিশন দিয়েছে। তা হলে আপনারা বলবেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ ভদ্রলোকরা বলবেন যে কেন তারা পিটিশন করেন, তাহলে এ পিটিশন করলে আমরা তার বিবেচনা করব না। প্রশ্ন তাই নয় আজকে যদি আইনের বলে তা নিষিদ্ধ হয় তা হলে পার্মিশন না দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি। কারণ কার ব্যাপারে কার পিটিশন কার বিষয়কার পিটিশন ইন্‌ভেসটিগেশন করে কার ব্যাপারে কন্‌সিডারেশন করব না তখন সেই প্রশ্ন হবে উপজাতীয়দের সম্বন্ধে। আমি বলব আজকে যে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে তার পিছনে কতগুলি কারণ আছে। কারণ হচ্ছে আমি জানি সে সমস্ত এলাকায় এই উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে দেখুন তাদের ভিতরে কেহ হয়ত কিছু দাদন ইত্যাদি গ্রহণ করেছিল পরিশোধ দিতে পারে না এবং কেহ হয়ত পাইকাশ বন্ধ নিয়েছিল ; যা নাকি আপনারা বলেন আমাদের এখানে কমলপুরে বলে পাইকাশ, আর কেহ রেহান। কাজেই এই অবস্থা নিশ্চয় সেখানে আছে। আজকে স্বনামে বেনামে এইভাবে উপজাতীয়দের জমি হস্তান্তর হচ্ছে। তারা জমি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে তা যেন বন্ধ হয় সেই জন্য আমি হাউসের সামনে এই প্রস্তাব রাখছি। এই কারণেই যে এই প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত, এদিক দিয়ে আজকে যারা সমাজে পশ্চাদপদ, যারা লেখা পড়ায়, বিদ্যাবুদ্ধিতে, চাকরী বাকরীতে অনুন্নত তাদেরকে এই অনুন্নত সম্প্রদায়কে, এই সংখ্যাগরিষ্ট অংশকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের যেন প্রতিপালন করা হয়। আমি এই রুলিং পার্টির সদস্যদের কাছে আমি অনুরোধ করছি। কাজেই এখন আইনের কথা, আইনে উল্লেখ আছে, এই আইন যাতে পালন করা হয় এবং যে সুপারিশ ধেবর কমিশন করেছেন এই সুপারিশ যাতে অতি সত্তর কার্য্যকরী করা হয় এবং কমিটি যাতে ঘটনাস্থলে যেয়ে পার্টিকুলার স্পটে যেয়ে যাতে সম্পূর্ণ তদন্ত করা হয় এবং সম্পূর্ণ জিনিষের রি-কন্‌ছিডারেশন করা হয় তার জন্য আমি এখানে প্রস্তাব রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—নাউ আই উড কল অন অনারেবল শ্রী এম, এল ভৌমিক।

শ্রী এম, এল, ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব আজ হাউসে উপস্থিত করেছেন সে প্রস্তাবে তিনি বলছেন যে এখান থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা উপজাতি তারা তাদের রাইটফুল পজেসান থেকে উতখাত হচ্ছেন। আমি একথা চিন্তাই করতে পারিনা যে কোন লোক তার রাইটফুল পজেশান থেকে উৎখাত হতে পারে। তার কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের রাজ্যে এমন কোন জংগলী আইন আমাদের সরকার রচনা করেন নাই যার বলে কোন লোক কোন উপ-জাতিকে তার রাইটফুল পজেশান থেকে উৎখাত করতে পারে। এই জন্যই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য তার প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, যে উপজাতিরা মহারাজের আমলে এক সময়ে সংখ্যা গরিষ্ট ছিল আজ তারা সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। এর জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় তিনি দুঃখ প্রকাশ করতে পারেন।

কিন্তু আমি তাকে একথাও ভাবতে অনুরোধ করি যে দেশ বিভাগের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা দেখেছি—পাকিস্থান থেকে হাজার হাজার ছিন্নমুল উদ্বাস্তু ত্রিপুরাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন—যার ফলে ত্রিপুরার জনসংখ্যা কি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে সেকথা আমরা সকলেই জানি। সে প্রায় ১২ লক্ষের উপর বর্ত্তমান জনসংখ্যা। সেই জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেকেই হচ্ছে উদ্বাস্তু। যদি উদ্বাস্তুরা এই রাজ্যে না আসতেন, যদি ছিন্নমুল উদ্বাস্তুরা এই রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ না করতেন, যদি তাদের আমরা আশ্রয় না দিতাম তাহলে এখানকার উপজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠই থাকতেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে অবস্থায় পড়ে উদ্বাস্তুরা এদেশে এসেছেন তাদেরকে আমাদের আশ্রয় দেওয়া কি উচিৎ হয়নি, তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে আমরা কি অন্যায় করেছি? নিশ্চয়ই না। মাননীয় সদস্য এটা অস্বীকার করবেন না এটা মানবতার প্রশ্ন। কাজেই তিনি যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন সেটা আমি মনে করি এই দুঃখ তাঁর পাওয়া উচিৎ নয়। উপজাতিদের স্বার্থ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে শাসক দল উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করছেন না। এর দ্বারা আমার মনে হচ্ছে আমাদের শাসক দল উপজাতিদের সম্পর্কে উদাসীন। এটা কি বাস্তব কথা? আমরা কি উপজাতি, যারা অনুন্নত সব দিক দিয়ে, কি লেখাপড়ায়, কি স্বাস্থ্যে, কি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, সব দিক দিয়ে যারা পশ্চাৎপদ তাদের প্রতি কি আমাদের সরকার উদাসীন? এটা অবশ্য আমাদের মাননীয় সদস্য কেউ অস্বীকার করবেন না। তার কারণ আজ যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন তাদেরও আমাদের জমি দিতে হবে. এবং যারা উপজাতি তারাও তাদের জমির যে অধিকার সেই অধিকার তারা রাখতে পারছেন বলে আমি মনে করি। কারণ হচ্ছে এই—হয়ত বা কোন উপজাতির দখলে মহারাজার আমলে যখন কোন সার্ভে সেটেলমেণ্ট প্রকৃতপক্ষে ছিল না সে সময়ে শুধু উপজাতি কেন অ-উপজাতিও, তিনি এক দ্রোণ হয়ত নিয়েছেন কিন্তু তার দখলে হয়ত রয়েছে ৫ দ্রোণ। শুধু উপজাতির ক্ষেত্রেই তা নয়, উপজাতি ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের লোকরাও ঠিক সেই সুযোগটা গ্রহণ করেছেন। কারণ মহারাজার আমলে প্রকৃতপক্ষে কোন সার্ভে এ রাজ্যে হয়নি। তখন সমস্ত রাজ্য জংগলাকীর্ণ ছিল। তখন কোন জায়গার সীমানাও ঠিক ঠিক ভাবে নির্দ্ধারিত হয়নি। সেই মহারাজার আমলের সেই সার্ভে সেটেলমেণ্টের পদ্ধতির সুযোগ নিয়ে অনেক লোক যে পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত নিয়েছেন তার চাইতে অনেক বেশী জমি তার দখলে আছে একথা অস্বীকার করতে পারি না। কারণ আমাদের সরকার যে ভূমি সংস্কার আইন করেছেন সেই ভূমি সংস্কার আইন এখানে চালু হওয়ার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে সার্ভে হয়েছে এবং তার সেটেল-মেণ্ট হচ্ছে এবং এই সার্ভে সেটেলমেণ্ট আইন অনুযায়ী আমাদের যতখানি জমি রাখা প্রয়োজন সেই জমি আমরা দিচ্ছি। তার অতিরিক্ত যে জমি আইন অনুযায়ী রাখতে পারেন আর অতিরিক্ত যে জমি সেই জমি যেটা খাস বলে গণ্য করা হচ্ছে সেই জমিতে আমরা ভূমিহীন উদ্বাস্তু, ভূমিহীন উপ-জাতি এবং ভূমিহীন অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক—কি শ্রমিক, কি কৃষক তাদের সকলকে এই জমি বিলি বন্টন করে দিচ্ছি। কাজেই কারও নিকট, কোন উদ্বাস্তুর নিকট বা কোন উপজাতির নিকট যদি কোন বাড়তি জমি থাকে সেই জমি যদি অন্য অ-উপজাতির কাছে কেহ বিক্রি করে সেটা আইনতঃ সিদ্ধ নয়। কারণ সেটা খাস জমি। আমার মনে হয়, যে বিরোধ আজ হচ্ছে জমি দখল নিয়ে, রাইট নিয়ে সেটা হচ্ছে, আমার মনে হয় প্রশ্নটা সেই জায়গায়। কারণ যে খাস জায়গা

যার মালিক উপজাতি নন. সেই জায়গা হয়ত তিনি বিক্রি করছেন যিনি উপজাতি নন অন্য জাতির লোক তখনই সে প্রশ্ন দাঁড়ায়, সেই বিরোধের প্রশ্ন। কাজেই জমি নিয়ে, মালিকানা নিয়ে যে বিরোধ, সেই বিরোধ এই ক্ষেত্রেই সম্ভব যেখানে খাস জমি অন্যের নিকট বিক্রি করা হচ্ছে। অথবা যে উপজাতি যিনি তার আইনানুযায়ী যতখানি জমি পাওয়ার অধিকারী সেই জায়গায় কোন বিরোধ আছে বলে মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেননি যে এই জায়গা তার, এই জমি তিনি বন্দোবস্ত পেয়েছেন তারপর এই জায়গা তিনি পাচ্ছেন না, অন্যে বে-আইনী দখল করেছে এই রকম কোন দৃষ্টান্ত, এই জাতীয় কোন উদাহরণ তিনি দেননি। তিনি বলেছেন যে খোয়াই, সাবরুম ডিভিশানে প্রভৃতি ডিভিশানে কতগুলি জায়গাতে এই জাতীয় কতগুলি বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে একটা কমিটি করে তাদের যে জমির উপর যে টাইটল, জমির উপর যে মালিকানা এটা স্থির করে যেন আমরা তাদের বিরোধের মীমাংসা করি। এটা বে-সরকারী ভাবে কি করে মীমাংসা হতে পারে আমি জানিনা। কারণ এটা মীমাংসা করবে কোর্ট। যদি কোন উপজাতি এইভাবে উৎপীড়িত হয়, তার জমির উপর কেউ বেআইনী দখল করতে চান তাহলে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে পারেন এবং সেই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে গেলে পরে তার কোন মামলার খরচ দিতে হয় না। কারণ উপজাতিদের মামলার খরচ সরকার বহন করেন। কাজেই আমি মনে করব যে এই জাতীয় কমিটি করে তাদের সালিশী বিচার করে এই ভূমি সম্বন্ধে, জায়গা সম্বন্ধে যে বিরোধ সেই বিরোধের মীমাংসা হবে না। কাজেই আমার মনে হয় আমাদের এই জাতীয় বিরোধগুলি যেবস স্থানে এইসব ঘটনা ঘটছে সেইসব স্থানের যে মাতব্বর বা মুরুব্বী যারা আছেন তারা সেখানে মীমাংসার চেষ্টা নিতে পারেন এবং তা যদি না হয় তাহলে তিনি আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। আমার মনে হয় আইনের আশ্রয় গ্রহণ করলে পরেই তার ভূমি সম্বন্ধীয় যে বিরোধ সেই বিরোধের সুমীমাংসা হবে। আমি এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—নাউ আই উড কল অন অনারেবল মেম্বার শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে প্রস্তাবটা এখানে উত্থাপিত হয়েছে আমি তার সমর্থনে দু'একটি কথা বলব। মাননীয় সদস্য শ্রী দেববর্মা তার বক্তব্য-এ অনেকগুলি কেস উপস্থিত করেছেন এবং কেসের সংখ্যা অনেক বাড়ানো যায়। আমি চেষ্টা করবো পরে আরো অনেক কেস দিতে। কিন্তু আমার মনে হয় যে সেটা না করেও কতগুলি টিপিকেল কেস সেগুলি আনা ভাল হবে। যেমন আমি একটা দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থিত করছি—জুমের টোপাতে সেখানে শীতল মরসুম, মুকুন্দ, সংসার. জোয়াল চম্পা, তৈলানন্দ. পটলা, প্রভাত, রুপাইলাল এই সমস্ত মরসুমরা ৪০।৫০ বছর যাবত জমি করে। প্রায় তিন দ্রোণ জমি সেখানে হবে। সেই জমি কি করে রামানন্দ মাঝি বলে বিবির বাজার, সোনামুড়ার একজন বন্দোবস্ত নিয়ে নিলেন এবং সেই জমি বন্দোবস্ত নিয়ে তারা বিক্রি করলেন পরে অভয় ঘোষের কাছে। তাদের সংগে জমির সংগে কোন সম্পর্ক নাই. অফিসের সংগে সম্পর্ক, অভয় ঘোষ পিকৃচারে এলেন। জমির ব্যবসা সুরু হল। অভয় ঘোষ সেটা আরো কিছু বেশী দরে বিক্রি করলেন হামিদ আলির কাছে। হামিদ আলি সম্প্রতি চেষ্টা করছেন যে এই জমিটা যদি ওদের হাত থেকে সরানো যায় তাহলে রিফিউজীদের হাতে যারা নূতন আসছে তাদের কাছে, ১৫ হাজার টাকায় বিক্রি করবেন। কাজেই সেই লোক ১৫ হাজার টাকা যেখানে পাবেন

সেখানে ৫ হাজার টাকা কি ১০ হাজার টাকা খরচ করলেই কিছু টাকা থেকে যায়। কারণ জমির সংগে কোন সম্পর্ক তার নাই।

সেখানকার সেটেলমেন্ট অ'ফসারকে প্রথম হাত করা হল। ওদের হাতে যে সমস্ত পর্চা ছিল সেগুলো সেটেলমেন্ট অফিসার সংশোধন করতে হবে বলে একদিন নিয়ে নিলেন। তার পর সেখানকার এ, এস, ডি, ও কে হাত করা হল, সেখানকার পুলিশ অফিসকে হাত করা হল এবং আজকে কি অবস্থা? আজকে অবস্থা হল সেখানে ধান যে তারা করেছিল মাঠে সে ধান নষ্ট হচ্ছে। সে ধানের উপর তাদের কোন হাত নেই এবং হাকিমবাবু বলবেন আইন, সেকথা মাননীয় মন্ত্রী মশায় এখনই বলবেন। কারণ ওঁদের কাছে মানুষটা বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে আইনটা। মানুষ মরুক, আমার আইন দীর্ঘজীবি হউক, এটাই হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য। সেই আইন দীর্ঘজীবি হচ্ছে আর মানুষগুলি মরছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, পিত্রার কৃষ্ণ জমাতিয়া, আজকে ৩০।৪০ বৎসর যাবত একটা জমি চাষ করছে বর্গাদার, সেটেলমেন্ট রেকর্ড করা হয়েছে। কিন্তু এদের জমি থেকে ধান কেটে নেওয়ার জন্য চম্পকনগর থেকে রিফিউজি নেওয়া হয় এবং জোর করে তাদের ধান কেটে নিয়ে নেওয়া হয় আর তারা বিপন্ন হয়ে এর কাছে তার কাছে ঘোরাঘুরি করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সমরেন্দ্র দেববর্মা, কৈলাশহর, তার ৯ কানি জোত জমি ছিল—.জাত নং ৭৯ সেখানে যখন নাকি সেখানকার কয়েকজন—জীতেন্দ্র নাথ এবং রাজেন্দ্র নাথ প্রভৃতি লোক জোর করে জমি দখল করতে গেল, এ, এস, ডি ও ডিমার্কেশান পোষ্ট সেট আপ করে দিলেন কিন্তু সেই ডিমারকেশান পোষ্ট ছুড়ে ফেলে দিয়ে সেই ৫ কানি জমি দখল করে নিল। আমরা তখন তাকে ডি, এম, এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম, দরখাস্ত করা হয়েছে, কিন্তু তারা বলে দিলেন তোমরা কোর্টে যাও কারণ আমরা কিছু করতে পারি না, তারা জোর করে দখল করেছেন কাজেই এখন কোর্ট ছাড়া মামলা হয় না। এবং একথা হয়ত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন যে কোর্টের খরচত গভর্ণমেন্ট দিচ্ছে, তাদের কোর্টে যেতে অসুবিধা কি? কিন্তু হিসাব করে দেখা গেল এই পর্যন্ত ৫০ টাকা তারা দিয়েছেন। সারা ত্রিপুরায় ৪ লক্ষ ট্রাইবেলদের জন্য মাত্র ৫০ টাকা ওরা খরচ করেছেন এবং বলছেন সরকার খরচ করছে।

(এরা টাকা চায় না কেন?)

এটা ঠিক যে ওরা টাকা চায়না, দেশের লোক সব বেকুব যে ওরা টাকা পাবে জানলেও টাকা নিতে চায়না, আর মন্ত্রী মহাশয়রা মস্ত পণ্ডিত, বুদ্ধিমান। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কালিচরণ দেববর্মা, শান্তিনগর, খোয়াইর কথা বলছি তার খতিয়ান নং ৪৯ ফসল করছে, সেখানে দেবেন্দ্র নাথ, উপেন্দ্র নাথ, প্রভৃতি জোর করে তার ধান কেটে নিয়ে গেল। এস, ডি, ও কে সেকথা জানান হল কিন্তু তিনি বললেন এটা আমার কিছু করার নাই, এটা কোর্টের ব্যাপার। প্রশ্নটা হচ্ছে লুটের, এটা কোর্টের কথা নয় কিন্তু এটা কোর্টে দিতে হবে। মাননীয় মন্ত্রীরা যখনই এইসব কথা বলেন, ট্রাইবেলদের জমির কথা, তখনই তারা বলে লেন্ড রিফর্মস এক্ট করা হয়েছে, সেটা চালু করা হয়েছে, সেখানে ট্রাইবেলদের অনেক সুবিধার কথা বলা হয়েছে, সেটা ট্রাইবেলদের প্রটেকশানের পক্ষে যথেষ্ট। আমরা দেখেছি যে এটা কোর্ট বা লেন্ড রিফরমস এক্টের ব্যাপার নয়। একথা রেবর কমিশানও জানেন এটা শুধু

ত্রিপুরাতেই নয় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই আইন চালু হয়েছে, ভারত কোর্টের দ্বারা চলে, মানুষের কথায় চলে না এটা অরাজকতা নয়, কোর্ট সেট আপ করা আছে। আমাদের মন্ত্রী-মহাশয়কে আর এটা নূতন করে জানাতে হবে না। ধেবর কমিশান স্পষ্ট বলেছেন যে ষ্টেট গভার্ণমেন্ট ডিড নট্ এপ্রিসিয়েট দি ডিফারেন্স বিটুইন দি ট্রাইবেল এরিয়া এনড দি প্লেইন ট্রাইবেলদের এবং প্লেইন লোকদের মধ্যে যে ডিফারেন্স সেটা আমাদের মন্ত্রীদের মগজে যাবে কিনা জানিনা, কিন্তু আজ পর্যান্ত যায়নি। আমি আশা করছিনা যে ভবিষ্যতেও তাদের মাথার মধ্যে ঢুকবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ধেবর কমিশান এটা রেকর্ড করেছেন যে লেন্ড রিফরম এক্ট ইজ মোর হার্মফল দেন গুড। এটা নোট করেছেন যে এই ফিলিংটা অত্যন্ত ষ্ট্রং ট্রাইবেলদের মধ্যে কাজেই এই ভূমি সংস্কার ক্ষতি করেছে বেশী লাভের থেকে, এই কথা তারা বলছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনটি কারণ তারা দেখিয়েছেন তার প্রথমটি হচ্ছে আইনের লেকুনা আছে দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইগনোরেন্স অব ল' ট্রাইবেলদের মধ্যে এবং তৃতীয়টি হচ্ছে কমপ্লিকেটেড লিগেল প্রসিডিউরস এই তিনটি জিনিষকে তারা দেখিয়ে একথা বলেছেন যে ত্রিপুরায় এবং কেরেলায় প্রব্লেম এসিউমস সিরিয়াস প্রপোরশনস। এটা আমার কথা নয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যদি ধেবর কমিশানের রিপোর্ট পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন জমি সমস্যা ত্রিপুরায় এবং কেরেলায় কমপ্লিকেটেড সিরিয়াস প্রপোরশান ধারণা করেছেন। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের মাথার মধ্যে এটা থাকবার কথা নয়। কতকগুলি মেথড্স অফ এভিকশানস তারা নোট করেছেন। সে মেথড্স্ অফ্ এভিকশানস তারা নোট করছেন। সে মেথড্স্ অফ্ এভিকশানস কি ? না (a) which the tribals are helpless, (b) showing immedate temptation (c) volentary surrender though not so volentary.

মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে আমি এটা দেখিয়ে দি যে এই কোর্টগুলি হচ্ছে ট্রাইবেলদের উচ্ছেদের যন্ত্র এবং এই যন্ত্রগুলি কাদের হাতে আছে না এই যন্ত্রগুলি আছে তাদের হাতে যাদের হাতে টাকা আছে তারাই হচ্ছে এই বিষয়ে পাওয়ারফুল আর ট্রাইবেল, জুমিয়া তারা পাওয়ারলেস। দ্বিতীয় কারণ যেটা দেখিয়েছেন সেটা হচ্ছে ইমিডিয়েট টেম্পটেশান। মাননীয় সদস্য, উদয়পুর থেকে যিনি এসেছেন তিনি সেটা বলেছেন এবং আমার সেটা খুব ভাল লেগেছে, উনি জানেন যে ট্রাইবেলরা ইমিডিয়েটলি কিছু টাকা পেলে তাদের হাত থেকে জমি ছেড়ে দিতে বিন্দু মাত্র দেরী করে না। এটা একটা কারণ তাদের হাত থেকে জমি চলে যাওয়ার। তৃতীয়তঃ হচ্ছে ভলানটারী সারেণ্ডার বা যেটা নাদাবী সেটা ত্রিপুরায় সম্ভবতঃ বেশী। ওরা সামান্য কিছু টাকা নিয়ে তাদের জমি অন্যের নামে দিয়ে চলে যায় এবং সেরকম যারা পুনর্ব্বাসন পেয়েছে তাদের অনেকে চলে গেছে আমি হাজার হাজার কেস দেখাতে পারব। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কৈলাসহরে আমার সঙ্গে আসুন, ধুমাছড়ায় কত ট্রাইবেল্স তারা জমির দখল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে যারা পুনর্ব্বাসন পেয়েছিল। এটা এদের না জানার কথা নয়। ওরা জানে কিন্তু স্বীকার করছেন না। গেটের বাইরে গেলেই স্বীকার করবেন কিন্তু এখানে স্বীকার করবেন না। এখানে স্বীকার করা মুসকীল তাহলে দুর্নীতির রাজত্ব, অত্যাচারের রাজত্ব চালাতে পারবেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সম্ভবতঃ জানেন যে ধেবর কমিশান কি বলেছেন—ধেবর কমিশান বলেছেন, "উই হেভ সিন হাউ দি ট্রাইবেল ইজ লুজিং হিজ ল্যাণ্ড এণ্ড টু হোয়াট এ স্মল এক্সটেণ্ড প্রটেকটিভ মেসিনারিজ অফ দি ষ্টেট একজিষ্ট।' আমরা দেখছি সারা ত্রিপুরায় যে ট্রাইবেল কিভাবে জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে এবং সরকারের যে মেসিনারিজ সেটা টু হোয়াট এ স্মল

একজিষ্ট—কত সামান্য ওদের রক্ষা করতে পারছে। এটা ধেবর কমিশন লিখেছেন যাকে কংগ্রেসের কর্ত্তা ব্যক্তিরা মাথায় করে রাখেন সেই ধেবর বাবু বলেছেন, এটা কম্যুনিষ্ট লেখেনি তাহলে ত তাকে জেলে দেওয়া হত। এটা ধেবর বাবু লিখেছেন এবং একথা আমি মানি আমি তাকে শ্রদ্ধা করি এবং তারা কতকগুলি ওয়েজ সাজেষ্ট করেছেন কিভাবে এটা বন্ধ করা যায়—কি কি না এমেণ্ড দি ল ড্রেমাটিকেলি। (আমরা সেটা করছি—ক্রম রুলিং বেঞ্চ) হ্যাঁ, করুন আমি সেটা চাই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি এটা স্বীকার করে থাকেন যে এটা করা দরকার তাহলে করুন। দ্বিতীয় যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে—(এটাও বলুন করব তাহলে আমি খুসি হই) মেজিষ্ট্রেট মাষ্ট হ্যাভ পাওয়ারস টু রেষ্টোর দি পজেশান অফ লেণ্ড টু ট্রাইবেলস উইদিন ১২ ইয়ারস অফ্ এডিক্‌সন্। গত বার বছরের মধ্যে যে সমস্ত ট্রাইবেল জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, মেজিষ্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়া হউক—সি ও মোটো যাতে সে সমস্ত জমি তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। এটা বলুন যে করব, তাহলে আমি খুসি হই। তৃতীয় হচ্ছে ট্রাইবেল স্যাল সারেণ্ডার লেণ্ড ইফ্ নেসাসারি টু গভর্ণমেন্ট। অন্য কোন কোন লোকের কাছে নাদাবী চলবেনা। যদি সারেণ্ডার করতে হয় তাহলে গভর্ণমেন্টের কাছে করতে হবে। চতুর্থ হচ্ছে রেকর্ড অফ রাইটস করতে হবে এবং এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছি—এখানে কি বলেছেন যে হিউম্যান এপ্রোচ এটা হচ্ছে আসল কথা "দি এপ্রোচ সুড্ বি হিউম্যান এণ্ড নট লিগেলিষ্টিক" এত বড় আইনের লোক ধেবর বাবু—তিনি আইনের কথা বললেন না তিনি বললেন মনুষ্যত্বটা আগে তারপর আইন দেখতে হবে। আগে মানবতা, দুঃখ বেদনা বোধ নিয়ে মানুষটাকে জমিতে বসাতে হবে তারপর কোর্ট কি বলছে সেটা দেখা যাবে। রেকর্ড অফ রাইট্স সম্পর্কে বলেছেন যে আগে দেখতে হবে তার জমিতে পজেশান আছে কিনা, জমি তার দখলে আছে কিনা তার পরে কাগজ পত্র এবং অন্যান্য কথা হবে। সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে দেখ সে বে-আইনি ভাবে জমি দখল করে আছে কিনা; আজ ৪০।৫০ ধরে সে জমি দখল করে আছে। আগে মানুষ হও তারপর আইনের কচ কচানি। এই উপদেশ মানুষ হওয়ার উপদেশ ওরা বৃথাই দিচ্ছেন, ত্রিপুরার কংগ্রেসের মধ্যে এই উপদেশ কার্য্যকরী হচ্ছেনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, ট্রাইবেলদের একমাত্র প্রটেকশান হতে পারে এই যে সিডিউল এরিয়া ডিক্লেয়ার করা সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ধেবর কমিশান বলছেন যে "কনষ্টিটিউশান অফ ট্রাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকস ডিড নট প্রভাইড এডিকোয়েট প্রটেকশান।" আমার কথাও তাই। ধেবর কমিশান একথাই বলছেন যে আইন বা সরকারী মেশিনারিজ যেটা আছে সেটা এডিকোয়েট প্রটেকশান ট্রাইবেলদের দেয় না। সেটা আমরা অমরপুরে দেখেছি যে কত পারসেন্ট ট্রাইবেল সেখানে ছিল। সেখানে মুসলমানরা জমি ফেলে গেল, কেন সে সমস্ত জমি লেণ্ড-লেস জুমিয়াদের দেওয়া হল না। তাদের খাতায় কত জুমিয়ার নাম লেখা আছে। কেন তারা বলেননি যে সমস্ত মুসলমানের জমিতে আমরা ট্রাইবেল বসাব। আপনারাও একথা ধেবর কমিশনকে বলছেন। আমি যদি ধেবর কমিশান থেকে দেখিয়ে দেই যে ধেবর কমিশান কি বলেছেন। ধেবর কমিশান বলেছেন ত্রিপুরা এডমিনিসট্রেশান হেড ওয়ান টাইম এগ্রিড দেট ইট ইজ নেসেসারি টু গিভ ট্রাইবেল্ ফাষ্ট প্রেফারেন্স ইন মেথড অফ এলটমেন্ট অফ লেণ্ড ইন ট্রাইবেল ডমিনেটেড এরিয়াস। এটা অবান্তর কথা, এটা বিভ্রান্তি করার জন্য কথা। অমরপুর গিয়ে দেখুন যে সেখানে সে সমস্ত জায়গায় কাদের বসানো হয়েছে। অথচ ত্রিপুরা এডমিনিসট্রেশান ধেবর কমিশানের কাছে বলেছেন যে

ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকায় ট্রাইবেলদের আগে জমিতে বসানো হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন দেওয়া হয়, আমরা দিচ্ছি। আমি এখানে একটা তার দৃষ্টান্ত দেব যে কিভাবে তারা দিচ্ছেন। খোয়াই আক্রাবাড়ী একটা রিজার্ভড্ এরিয়া সেটা ট্রাইবেল ডমিনেটেড এরিয়া ছিল মহারাজার আমল থেকে। সেখানে ৯০ পারসেন্ট ট্রাইবেল। সেই অঞ্চলে শ্রীঅনিল চৌধুরীকে দিয়ে ১০০ রিফিউজ সেখানে বসান হল ট্রাইবেলদের বাড়ীতে এবং সেখানে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল। কজন চিফ কমিশনারের কাছে এবং ডিষ্ট্রিক্ট মেজিসট্রেটের কাছে গেল। তারা সেটা মিমাংশার চেষ্টা করলেন কিন্তু চীফ মিনিষ্টারের চেলারা জোর জবরদস্তি করে সেখানকার ট্রাইবেলদের ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ট্রাইবেল এবং নন্-ট্রাইবেলদের মধ্যে একটা ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়া হল। তদন্ত করুন, এখানে রিপোর্ট আছে গভর্ণমেন্টের কাছে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে তদন্ত করুন—মহারাণী, শান্তিনগর কিভাবে সেখানে নন ট্রাইবেলদের বসানো হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে, ধেবর কমিশান বলেছেন ট্রাইবেল ব্লক করার কথা। কথা এখানে তার আশংকা প্রকাশ করেছেন। ধেবর কমিশান রিপোর্টের পেজ নং ৬৯ দেখুন যে সেখানে একটা টাইম ফিক্স করার কথা বলেছেন। ফিক্স আপ টাইমের মধ্যে যদি না হয় তাহলে সিডিউল এরিয়া বলে ডিক্লেয়ার করতে হবে। কারণ এই ছাড়া আর কোন উপায় নাই বলে তারা বলেছেন। যেটা আমি বলছি যে "কনস্টিটিউশান অফ ট্রাইবেল ব্লক এণ্ড বেলট ডিড নট প্রভাইড এডিকোয়েট প্রটেকশান।" মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি যে এনকোয়ারী করতে হবে, এনকোয়ারী কথাটা কোন নূতন কথা নয়। বিহার গভর্ণমেন্ট কিছুদিন আগে হেড এ প্রোব ইনটু কেসেস অফ লেনড ট্রেন্সফারস এবং সে সম্পর্কে তারা তদন্ত করেছেন। রাচীতে বিরাট এলাকা ট্রাইবেল বেলট সেখানে লোক জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য গভর্ণমেন্ট একটা কমিটি সেট্ আপ করেছেন। সেই মেশিনারিজ বিহার গভর্ণমেন্ট তাদের মেজিস্-ট্রেটকে অর্ডার করেছেন টু টেক একশান। "সি, ও, মোটো" টু ইনিসিয়েট দি জুডিশিয়েল প্রসিডিংস টু রেস্টোর লেণ্ড অফ আদিবাসিজ হুয়ের ট্রেন্সফারড ইজ কনসিডার টু বি বোগাস।" এবং বিহার গভর্ণমেন্ট তা করতে পারে, তারাও ত কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট, সেখানে কমিউনিষ্ট গভর্ণমেন্ট নয়। তারালো মেজিসট্রেটকে অর্ডার দিতে পারেন যে যেখানে যেখানে বোগাস ট্রেন্সফার বিভিন্ন কারণে ঘটেছে, আদিবাসীর যারা উচ্ছেদ হয়েছে তাদের সে সমস্ত জায়গাতে আবার বসাও। সে সমস্ত ক্ষেত্রে সি, ও মোটো কেস প্রসিডিংস ড্র কর। ধেবর কমিশানের রিকমনডেশান সি, ও, মোটো জমিতে রেস্টর করার প্রভিশান যেটা বিহার গভর্ণমেন্ট করছে সেটা নূতন কথা নয়, সেটা কেন তবে ত্রিপুরায় করা হয়না। যে যে কাজ অন্যান্য রাজ্যে অন্যান্য গভর্ণমেন্ট করছেন কিছু কিছু সে কাজ এখানে আমরা করতে বলছি, যে কাজ করার কথা ধেবর কমিশান বলেছেন সেটাই আমরা করতে বলছি। তবে এত আতংকিত কেন, প্রস্তাবের এত বিরোধিতা কেন? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কতকগুলি কেসের কথা এখানে উল্লেখ করছি। যেমন খোয়াই-

Khowai

Shri Braja Kr. Deb Barma	4 Kanis 10 Gandas.
Shri Hem Ch. Deb Barma	4 ,,
Shri Bahadur Deb Barma	4 ,,
Shri Sisuram Deb Barma	16 ,,
Shri Jagabandhu Deb Barma	$1\frac{1}{2}$ drone.
Shri Nilmani Sadhu	4 kanis 10 gandas.
Shri Harimangal Deb Barma	2 ,, 4 ,,
Shri Sambhu Ch. Deb Barma	1 Kani

Teliamura

Shri Sadhu Ch. Kalai	9 kanis 10 gandas
Shri Nitai Sadhu Jamatia	7 ,, 6 ,,
Shri Budhi Ch. Deb Barma	1 drone 6 kanis
Shri Bistu Ch. Deb	1 drone 7 kanis
Shri Bhakata Ch. Deb Earma	1 drone 8 kanis
Shri Haricharan Deb Barma	10 kanis
Shri Mani Ch. Deb Barma	4 kanis.
Shri Iswar Ch. Deb Barma	2 kanis.
Shri Gorti Ch, Deb Barma	12 kanis.
Shri Partha Rai Kalai—Jotder—239 & 322	10 kanis & 12 kanis.
Shri Mangal Deb Barma—Jote No. 380	8 Kanis.
Shri Bistumani Deb Barma—Jote No. 325	14 kanis.
Shri Dhaniu Deb Barma—Jote No. 344	5 drones.
Shri Lalit Mohan Deb Barma—Jote No. 368	1 drone.
Shri Sanpai Deb Barma—Jote No. 376	1 drone.
Shri Ananda Kalai	1 kani.
Shri Chapal Naia of Rupaichari, Sabroom...	

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আরও অনেক কেস আছে কাজেই আরও ২।৩ মিনিট সময় আমি চাই এবং এর মধ্যে আমি কংক্লুড করতে চেষ্টা করব।

Mr. Speaker—Yes. The House stands adjourned till 2 P. M. The Member speaking will have the floor.

Mr. Speaker—Consideration of the resolution is going on. I would now call on Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty :—মাননীয় Speaker Sir, আমি দেখাবার চেষ্টা করছি কি ভাবে সর্ব্বত্র উচ্ছেদ হচ্ছে। এবং এই উচ্ছেদের কাজে থানা, পুলিশ, Settlement এবং S. D. O. ও A. S. D. O. রা পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করছেন। এখানে আমি বিস্তৃতভাবে তা উল্লেখ করছি না। পঙ্কু এবং তুহসেন অমরপুরের দুইটি বিখ্যাত বা কুখ্যাত Case, যেখানে পুলিশকে এই কাজে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এই Tribal দের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে। মাননীয় Speaker Sir আমি বলবো যে মানবতার দিক টাকে অস্বীকার করা হচ্ছে। এই সম্পর্কে আমি স্মরণ করছি মহাত্মা গান্ধীর একটি কথা। গান্ধীজী বলেছিলেন "Is the case any weaker when men and women are not to be shot but compulsorily dispossessed of their valued lands about which sentiment, romance and all that makes life worth living."

কথাটা একমাত্র গান্ধীজীই বলতে পারেন যে জমির সঙ্গে মানুষের sentiment, romance এবং জীবনের যা কিছু মূল্যবান তা সম্পর্কিত। এই কথাটিকে অবলম্বন করে খুব সম্ভবতঃ ধেবর কমিশন নোট করেছেন যে "The Tribal People are bound to their land by many ties intimate Their feeling for it is something more than mere possessivness. It is connected with their sense of History for the legends tell of the great journeys they made over the wild and lonely hills and of the heroic Pioneers who made the first clearing in the forest. It is part of their reverence for the dead, whose spirits still haunt the country sides. তারপরেই তারা বলেছেন যে, Land is the foundation of the sense of security and freedom from fear and is a lasting foundation for peace. মাননীয় Speaker Sir আমি শেষের কথাটিকে মূল্য দিচ্ছি। এটা হচ্ছে শান্তি প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ। যেটা মানুষকে জীবিকার জন্য স্থায়ীত্ব দেয় সেটা হচ্ছে জমি। সেই জন্য এই জমির প্রশ্নটাকে মানবতার দিক থেকে দেখতে হবে। মাননীয় Speaker Sir, জিরাণীয়া অঞ্চলে হাজার হাজার Tribal ছিল, কিন্তু সে সমস্ত Tribal কে আজ আমরা দেখতে পাই কোথায়? —ঐ লংথরাই। আমরা তাদেরে দেখতে পাই কৈলাশহরের ছামনু এলাকায়, আমরা দেখতে পাই সুদূর এলাকায় তারা চলে গেছে জমি ছেড়ে দিয়ে। যারা হিংস্র পশুর সংগে লড়াই করে জমিকে তৈরী করেছিল সে জমি তাদের হাতে নেই। সেই জমি থেকে তারা উচ্ছেদ হয়ে গেছে। আমাদের প্রস্তাব শুধু এই দিক থেকে যে ধেবর কমিশান যা আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, ধেবর কমিশান যে সমস্ত গ্যারিন্টি দেওয়ার কথা বলেছিলেন, সে সমস্তগুলো ধেবর কমিশান নিজে বলেছেন যে ত্রিপুরাতে সে সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করার মত কারণ আছে—সেটা আমি উল্লেখ করেছি আমার বক্তৃতায়। আমি আশা করছি অন্ততঃ যে কটা Step নেওয়ার কথা তারা বলেছেন সে কটা Step অন্ততঃ তারা নেবেন। এবং অবিলম্বে District Magistrate কে তারা Order দেবেন যেমন ভাবে

Behar Govt. দিয়েছেন তারা এ সমস্ত case গুলো পরীক্ষা করে দেখুন। গত ১২ বৎসরের মধ্যে যারা উচ্ছেদ হয়েছে তাদের আবার সেখানে পুনপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করুন। একথা আমি আগেও বলেছি যে বর্তমান Settlement আইনে যে সমস্ত প্রবিশানস আছে সে প্রবিশানস ধেবর কমিশান নিজেও বলেছে যে সেকটা সামান্যই Protection দিতে পারে এবং আমরা মনে করি সে Protection যথেষ্ট নয়। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে যে সমস্ত Tribals দের Blocks এর কথা হয়েছে সেটার উপর নির্ভর না করে Shedule Tribal were ঘোষণা করে তাদের জমিতে স্থায়ী স্বত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা এখানকার সরকার করবেন। সে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে তার মধ্যে এগুলোর কথা নেই। আছে শুধু এই কথাটুকু যে এই জমি উচ্ছেদের ব্যাপারে যে হাজার হাজার case আছে সেগুলি তদন্ত করা হউক। যেমন ধেবর কমিশান কতগুলি সুপারিশ করেছেন। সে রকম ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমাদের কি কি গ্যারিন্টি করতে হবে, কিভাবে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে Protect করতে হবে, রক্ষা করতে হবে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, প্রতিরক্ষা হিসাবে কি কি আইনগত ব্যবস্থা করতে হবে সেগুলো সেই কমিটি সুপারিশ করবে। এই হচ্ছে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। মাননীয় Speaker Sir আমি আশা করি এই House তা সমর্থন করবে।

Mr. Speaker—I would now call on Sri Gopesh Rn. Deb.

Sri Gopesh Rn. Deb—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্য মাননীয় শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহাশয়ের তরফ থেকে প্রস্তাবটি এই House রাখা হয়েছে Rightful Possesion থেকে Tribal বা evicted হচ্ছে তার জন্য একটি Committee গঠন করা হউক। তার কথা বলতে গিয়ে আমি সর্বপ্রথম বলতে চাই যে Possession থেকে উচ্ছেদ হউক, Tribal বা NonTribal যেই হউক, সেটা কোন মানুষই চায় না। সেটা ত্রিপুরার মানুষও চায় না। ত্রিপুরার সরকারও চায় না। তারজন্য আমাদের আইন শৃঙ্খলা, Administration রয়েছে। তারজন্য স্বতন্ত্রভাবে একটি কমিটি গ্রহন করতে হবে তার কোন যৌক্তিকতা আমি দেখি না। সুতরাং সেই কমিটি গঠনের পক্ষে যে প্রস্তাবই তার আমি বিরোধীতা করি। এখানে সেই প্রস্তাবে আমরা আরো একটি কথা দেখতে পাই সেটি হলো আরো একটি কমিটি গঠনের কথা। এতে আরো বলা হয়েছে আইন ammend করতে হবে, Magistrate দের more Power দিতে হবে। না দিলে চলবে না। Rocords Right করতে হবে। এ সমস্ত কথাও আছে। সুতরাং সেই প্রস্তাবগুলোর Alternative হিসাবে যদি সেই কথাগুলিও থাকত তাহলে ভাল হতো বলে আমি মনে করি। আমরা যদি কমিটি গঠন করি তবে সেই কমিটিকে আমরা কি ক্ষমতা দিতে পারবো তা আমি ভেবে পাই না। কারণ সে কমিটি কোন Judicial কমিটি হবে না Administrative কমিটি হবে তাও কোন সাজেশান নাই। সেটা যদি শুধু সুপারিশ কমিটিই হয় তবে সেই কমিটির দ্বারা কতখানি কাজ করা যাবে, আমাদের কি Court এর আশ্রয় নিতে হবে না ? আইনের আশ্রয় নিতে হবে না তাও ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। সুতরাং সেই কমিটির কোন কোন প্রশ্ন উঠার যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। আমি

জানি এই ত্রিপুরার মহারাজা কোন এক সময়ে NonTribal দের ত্রিপুরাতে আসিয়া থাকার জন্য বিশেষ ভাবে সুযোগ সুবিধা দিতেন। আজ যারা পাকিস্তানের বর্বর অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে এই ত্রিপুরায় এসেছে তারা এখন আমাদের চক্ষুশূল হয়েছে। তারা আজ ত্রিপুরায় স্থান পাবে না। আমরা শুধু একদিক চিন্তা করবো। মানবতার জন্য বড় বড় কথা আমরা সবাই বলি। মানবতা শুধু এক দিকেই নয়। মানবতার কথা দুইদিকেই চিন্তা করতে হয়। যারা Tribal ত্রিপুরার আদিবাসী তাদের দিক দিয়ে যেমন আমরা চিন্তা করবো, আর যারা ভিটা মাটি ছেড়ে পাকিস্থান থেকে উচ্ছেদ হয়ে আসছে NonTribal, তাদের কথাও যদি আমরা পাশাপাশি চিন্তা করি তাহলেই মানবতা ঠিক ঠিক বিবেচনা করা হলো বলে আমি মনে করি। তথাপি এখানে ধেবর কমিশানের কথা বার বার বলা হয়েছে। সেটা চিন্তা করে ত্রিপুরা সরকার যতটুকু সম্ভব ধেবর কমিশানের যে সুপারিশ তার maximum implement ত্রিপুরাতে করেছেন। তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি বলবো ১৯৬০ ইংরাজীতে আইন করা হয়েছে যে Tribal দের জমি কোন Non Tribal কিনতে পারবে না। সেই আইনের দ্বারা তাদের জমির উপযুক্ত Protection দেওয়া হয়েছে। তার পরে আমরা আরও জানি, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য এমন কতগুলি জায়গার নাম বলেছেন যে সেখান থেকে Tribal রা উচ্ছেদ হয়েছে। সে সব জায়গা থেকে যদি তারা উচ্ছেদ হয়ে থাকে তাহলে সে সব জায়গা তাদের কতখানি rightful possession এ ছিল সে সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল আছেন কিনা এবং যদি সে সম্পর্কে court এ কোন allegation হয়ে থাকে তার সুবিচার হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি। ত্রিপুরার কোথাও এমন অরাজকতা চলছে, বা সেখানে কোন শাসন শৃঙ্খলা নেই এমন কোন খবর আজ পর্য্যন্ত আমাদের কাছে আসে নি। আমিও এসম্বন্ধে কতগুলি Addl. খবর শুনে কাঞ্চনপুরে গিয়েছিলাম। সেখানকার Tribal, Non Tribal রা আমাকে ডেকেছিল সেই 26th November. গতকাল এই House এ বলা হয়েছে সেই কাশীরাম পাড়ার কথা। সেই কাশীরাম পাড়ার কথাই আমি বিশেষভাবে বলবো। কাঞ্চনপুরে স্বস্তি সমিতি একহাজার দ্রোন জমির বন্দোবস্ত করে। কিন্তু সরকারের উচিৎ ছিল তাদেরে একহাজার দ্রোণ জমি সমঝাইয়া দেওয়া। শুধু Tribal-দের কথা চিন্তা করে তাদেরে সেই জমি দেওয়া হচ্ছেনা। তাদের যে চৌহদ্দি ছিল সেই চৌহদ্দির ভিতরে যে Tribalরা পড়েছে এবং তাদের দখলে যে জমি রয়েছে সে জমি যদিও স্বস্তির চৌহদ্দির ভিতরে পড়েছে তথাপি সেই জমি Tribalদের নামেই Record হচ্ছে। তা আমি নিজে দেখে এলাম। বিশেষ করে কাসিরাম পাড়ার যে স্থানটির কথা মাননীয় সদস্য গতকাল বলেছেন সে স্থানটির জমি খুব ভাল। এবং সে জমি mainly Tribalরাই Occupy করে আছে. সে স্থানটাও Non tribal স্বস্তি সমিতির চৌহদ্দির মধ্যেই পরে। কিন্তু এদিক দিয়ে সরকার এবং দায়ীত্বশীল যে Settlement officer রা আছেন তারা চিন্তা করেই স্বস্তি সমিতিকে সে স্থানটা না দিয়ে সেই Tribalদের নামেই সে জমি record করেছেন। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। এমন কতগুলি অভিযোগ আমি পেয়েছিলাম যে অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই। Assemblyতে আসলে আমরা নানারকম কথা শুনি। এমন কথাও শুনি যে জুম প্রথা তুলে দিয়ে Tribalদেরে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আবার শুনি Tribalদের জমি দেওয়া হচ্ছেনা। জুম প্রথা চালু রাখার জন্যই তারা চেষ্টা করেছেন চিরকাল। এবং Tribalদেরে উৎসাহিত করেছেন জুম করার জন্য।

জমির প্রয়োজনীয়তা তারা Tribalদেরে বুঝান নি। তাই আজ Tribalরা জমির মূল্য বোঝেনা। কাঞ্চনপুরের Tribalদের কথাই আমি বলছি। কোন Tribal হয়তো এক জায়গাতে জুম করেছিলেন তার সংলগ্ন কিছু জমি ছিল। কিছু সমতল, কিছু লোঙ্গা জমি ছিল হয়তো সেটা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। তিনি হয়তো মনে মনে ভেবেছিলেন যে জমিটা যখন আমার জুমের সংলগ্ন তখন এই জায়গাটা আমিই পাব। তিনি এই জায়গাতে কখনো নামেন নাই। সেই জায়গা Reclaim করেন নাই। কোন দিন চাষ-আবাদও করেন নাই। মনে মনে ছিল এজায়গাটা আমি পাব। কিন্তু জায়গাতে নামার বা চাষ করার কোন প্রয়োজন তিনি মনে করেন নাই। যার জমির প্রয়োজন আছে বলে মনে করে সেরকম কোন লোক হয়তো সে জমি বন্দোবস্ত নিয়েছে। জঙ্গল আবাদ করে ফসল করেছে। কয়েক বৎসর যাবৎ সে জমি সে দখল করছে এবং ফসল উৎপাদন করছে। এমন কোন আইন নাই যাতে তাকে এই জমি থেকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে। যদি সেই Tribal বন্দোবস্ত না নিয়েও তখন সেই জমিতে চাষ করতেন, জঙ্গল পরিষ্কার করতেন এবং তখন যদি তিনি সে জমি বন্দোবস্ত না পেতেন তাহলে আমরা বলতাম বাস্তবিকই Tribalদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই আজকে দুর্গাপুর খোয়াই প্রভৃতি যে সমস্ত জায়গার নাম উল্লেখ করে মাননীয় সদস্য বলেছেন সেইগুলিও এজাতীয় ঘটনা বলেই আমি মনে করবো। আর একটি কথা বলা হয়েছে, সরকারকে ভেবে দেখা উচিৎ জমির উপরে Rights কি ভাবে Established হয়। আমরা জানি, যারা আগে জমির বন্দোবস্ত নিয়েছেন এবং জমি দখল করেছেন, ফসল উৎপাদন করছেন, যারা খাজনা দিতেছেন সে জায়গাতেই তাদের Rights Established. সেই Right যাতে Transfer না করা হয় তার জন্যই একটু আগে আমি বলেছি যে ১৯৬০ ইংরেজীতে Non-tribal এর কাছে তারা জমি বিক্রি করতে পারবে না বলে আইন করে দেওয়া হয়েছে। তাদের Rights যাতে তাদের জমিতে Established থাকে তার জন্যই সেই প্রচেষ্টা। তারপর বলা হয়েছে মানবতার কথা, যার উপর তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছেন। সেই মানবতার কথা বলতে গিয়ে আমি বলবো যে সে কথা চিন্তা করেই আজও ত্রিপুরা সরকার এবং তার সেখানে যে Administrative Officer রা আছেন, যেখানে তারা আইনের ফাঁক পেয়েছেন সেইখানেই Non Ttibal দেরে উচ্ছেদ করে Tribal দেরে দেওয়া হচ্ছে। তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি বলবো আমার এলাকাতে যে ধুম্‌ছড়ার কথা তিনি বলেছেন. যে ধুমছড়ার কলমছরায় তিনি হয়তো তথ্য নিয়ে জানেন তাই। কিন্তু আমি সেখানে গিয়েছি। প্রতিটি পরিবারের খবর আমি জানি। তারজন্যই এখানে আমি বলতে উৎসুক। সেখানে কিছু সংখ্যক সঙ্গতি-সম্পন্ন Non Tribal কৃষক Tribal দের কিছু জমি নিয়ে গিয়েছিল। তার কারণ ছিল জমির Transfer হয় না, যেখানে সাদা কাগজে সেই সঙ্গতি সম্পন্ন কৃষক ও মহাজনদেরে জমি বিক্রী করে দিয়েছিল এবং জমির দখলও বুঝিয়ে দিয়েছিল। এবং কয়েক বৎসর তারা সেই জমি চাষ আবাদ করে ভোগ দখল করেছিল। যখনই এই Report আমাদের কৈলাসহর S. D. O. অফিসে গিয়েছে তখন S. D. M. নিজে সেখানে গিয়ে সঙ্গতি সম্পন্ন Tribal কৃষকদের এবং মহাজনদের উচ্ছেদ করে সেই জমিতে সেই Tribal দেরে পুনরায় দখল দিয়েছিল। তারজন্য সেই সঙ্গতি সম্পন্ন Non-Tribal কৃষক এবং মহাজনরা দল বেঁধে কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের পেছনে ও Administrator এর পেছনে খুব ছুটাছুটি করেছেন। কিন্তু কোথাও তাদের favour এ কোন আশা তারা পান নি। আজ

তাদের টাকাও গিয়েছে জমিও গিয়েছে। সেই জমি গিয়েছে Tribal দের হাতে। তা আমি প্রতক্ষ্যদর্শী। সুতরাং এ কটার খবর আমি House সামনে দিলাম। আরও আমি জানি কাঞ্চনছড়া Tribal এলাকাতে আমি ঘুরেছি এবং সেখানে দেখেছি কোন কোন Tribal তাদের জমি অনেকখানি তিনি দখল করেছেন। কিছু আবাদ করেছেন কিন্তু আবাদ করলেও সে জমি তিনি নিজে ফলান না। সে জমি Non-Tribal বর্গাদারকে দিয়ে তিনি চাষ করান। গত Settlement এর সময়ে তিনি বুদ্ধি করে কিছু তার নামে, কিছু তার ছেলের, কিছু তার মেয়ের নামে এবং এমন কি কিছু তার নাবালক ছেলে-মেয়েদের নামেও তিনি Allot করে দিয়েছেন। তখন তো সে বর্গাদার তার দাবী করে নাই। এমন কি আমাদের Settlement Officer রা তাদের সে সুযোগ দেওয়ার জন্যই সে জমি তাদের নাবালক ছেলেমেয়েদের নামে Allot করে দিয়েছেন। এখানে আমি দেখি আমাদের বা Settlement Department এর দায়িত্বশীল কর্মচারী বা S. D. O. তারা Tribal দের উচ্ছেদ করছেন বলে যে কথা এখানে বলা হয়েছে তা সত্য নয়। ইহা যে ভিত্তিহীন তার প্রমাণস্বরূপ আমি House এর সামনে এ দৃষ্টান্তগুলি তোলে ধরলাম। আর একটি কথা বলা হয়েছে, আমাদের আইন আছে। আইন দীর্ঘজীবি হউক, মানুষ মারা যাউক, আইনের উদ্দেশ্যে ঠিক তা নয়। মানুষকে বাঁচানোর জন্যই এই আইন। যদি আমাদের মাননীয় সদস্য বুঝে থাকেন যে মানুষকে মারবার জন্যই আইন তাহলে সেটা কতখানি ঠিক বুঝেছেন তা আমি বলতে পারি না। Tribal রা যদি কোন জায়গা থেকে বে-আইনীভাবে উৎখাত হয়ে থাকে তাহলে আমাদের আইন আছে একথা আমাকে বলতেই হবে। একথা বলাও যেন দোষ এটা তার কথায় আমরা বুঝেছি। তিনি বলেছেন যে টাকা রাখা হয়েছে মাত্র ৫০ টাকা। Tribal দের মোকদ্দমা বাবত খরচ হয়েছে বাকীটা তারা খরচ করেন নাই। কেহ টাকা চাহিয়া ফেরৎ গিয়াছে এমন কোন দৃষ্টান্ত তিনি দেখাতে পারেন নাই। Tribal রা যদি অজ্ঞও হয় এবং তারা যদি হিসাব নিকাশ না বুঝেন, আমরা যারা বিধান সভার সদস্য আছি, আমরা তো সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল। আমরা তো তাদেরে বুঝাতে পারি, বলতে পারি যে তোমাদের মোকদ্দমার জন্য টাকা আছে। যদি কেহ বে আইনী ভাবে তোমাদের উৎখাত করে তা হলে তোমরা কোর্টে আশ্রয় নিতে পার। তোমাদের কোন খরচা লাগবে না। এখানে ধেবর কমিশানের কথা বলে আঞ্চলিক বিভাব যা এ scssion এ বলা হয়েছে বা অন্যান্য session এ বলা হয়েছে তাকে আমরা wel-come করতে পারি না। কারণ ধেবর কমিশান যখন recommand করেন তখন ত্রিপুরার যে অবস্থা ছিল, বর্তমানে যে অবস্থা, এত রিফিউজি তারপরে এসেছে আমাদের ধেবর কমিশানে এখন কোন কথা লিখা নাই যে Tribal দেরে আঞ্চলিক বিভাগ করতে গিয়ে বা তাদেরে সুযোগ সুবিধা দিতে গিয়ে Non Tribal দেরে উৎখাত করো, গুলি করে মারো এমন কোন কথা ধেবর কমিশানের Report এর কোথাও নাই। এবং ভূ-সংস্কার আইন সম্পর্কে তিনি বলছেন "মারাত্মক আইন"। সেটা যে মারাত্মক কিভাবে হলো তাও ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। আমরা জানি ত্রিপুরা জমি জমার ব্যাপারে পূর্বে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা ছিল তার সংশোধনের জন্যই এই ভূসংস্কার আইন করা হয়েছে। এই আইনে জমির যে মালিক তাকে নির্দিষ্টরূপে নির্দ্ধারিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং সেই ভূসংস্কার আইনে এমন কোন কথা লেখা নাই, বা জমি Land holder দের কাছে তোমরা পাইবে তা শুধু Non Tribal দেরে দিবে

tribal দের দেবে না। সুতরাং সেই ভূসংস্কার আইন কিসে যে মারাত্মক হলো তা আমি বুঝতে পারছি না। যে আইন আজ ত্রিপুরার জমিকে শৃঙ্খলিত করতে যাচ্ছে, যারা আগে বড় বড় জমিদার, Land holder ছিল, তাদের থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে গরীবদের দিচ্ছে। আমরা জানি Scheduled area একমাত্র Protection যে কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন তা করলেই Tribal দের জমির একমাত্র Protection দেওয়া হবে। যেখানে নিজের জমি সে নিজে করে না এবং আইনে Transfer করতে না পেরে বেআইনীভাবে Transfer করে তিনি চলে যেতে চান, নিজেই নিজের Protection যেখানে তিনি দেন নাই সেখানে শুধু Area ভাগ করলেই যে Protection হবে তার কোন মানে নেই। আরো বলা হয়েছে কেন মুসলমানদের জমিতে Tribal দেরে বসানো হচ্ছে না। আমরা কোন মুসলমানদের জমিতে জোর করে Tribal দেরে বসাতে পারি এমন মারাত্মক কথা আমরা ধারনাও করতে পারি না এবং House এ তা উত্থাপিত হবে তা আমরা ভাবতেও পারি না। একথা কিভাবে আসলো ? এটা মারাত্মক কথা বলে আমি প্রতিবাদ করছি। সুতরাং এই Points আলোচনা করে আমি যে তথ্য পেয়েছি তাতে এখানে একটি Committee গঠন করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না বলে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আসন গ্রহণ করছি।

Mr. Speaker—Shri Hlura Aung Mag.

Shri Hlura Aung Mag—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেব বর্মা যে প্রস্তাবটি House এর সামনে রেখেছেন আমি তার সমর্থনে বলছি। আমরা আজ দেখতে পাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যের চিত্র যে Tribalরা, উপজাতিরা কিভাবে দিনের পর দিন জমি থেকে বিভিন্নভাবে উৎখাত হয়ে যে জমি হারা হয়ে যাচ্ছে তার একটি নজীর আমি House এর মাধ্যমে রাখব। বিলোনীয়া এলাকার মধ্যে দেখতে পাই বহু বৎসর ধরে যাদের জমিতে দখল ছিল তারা বিভিন্ন ভাবে সেখানে জোতদার দ্বারা উৎখাত হয়েছে। আমি বলতে পারি তাদের নাম কিন্তু তা আমি পরে বলব। এসম্পর্কে বহুবার সরকারের কাছে আমরা আবেদন নিবেদন জানিয়েছি, কিন্তু তার কোন ফল পাওয়া যায় না। সেই হিসাবে আমি বলতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যে এরূপ ভয়াবহ রূপ যে নিচ্ছে, Tribal দের উচ্ছেদ করে, এতে যদি আমরা বিলম্ব করি তবে সরকারের যে পরিকল্পনা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করা দুরূহ ব্যাপার হবে। কারণ সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যে ৪ লক্ষ উপজাতি আছে, এই ৪ লক্ষ উপজাতির স্বার্থকে আমরা না দেখে, তাদের রক্ষার ব্যবস্থা না করে যদি আমরা শুধু পরিকল্পনার কথাই বলি, তাহলে যে পরিকল্পনা সফল হতে পারে না। এবং সে দিকে কংগ্রেসের গঠিত Dhebar Commission, কংগ্রেসের সদস্যদের দ্বারা গঠিত Commission, সেই Commission এর recommendation এ Tribal দের যে ভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সেটাও ত্রিপুরা রাজ্যে প্রযোজ্য নয় এবং গতবার মিটিং এর মধ্যে আমরা এই সম্পর্কে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি মন্ত্রী মহোদয়গণ একে একে সেই উত্তর দিয়ে গেলেন যে আমরা Dhebar Commission এর সব কিছু recommendation follow করে চলি কিন্তু সেই follow কোথায় হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। এখনও বহু মামলা মোকদ্দমা Tribal এবং Non Tribal দের মধ্যে বিলোনীয়াতে হচ্ছে। যেমন একটা কথা বলি যে উপজাতি পুনর্ব্বাসন দপ্তর থেকে

পুনর্বাসন প্রাপ্ত অংশু মগ—সেখানে Tribal ও Non Tribal দের মধ্যে একটা friction হয়েছে। আজ ৩।৪ বছর যাবত দখল নিয়ে সেখানে যে মামলা হচ্ছে, জুমিয়ার জমিতে বিভিন্নভাবে বেদখল করে নেওয়া হচ্ছে যেহেতু জুমিয়ারা অর্থের দিকে, বিদ্যার দিকে, বুদ্ধির দিকে অনগ্রসর। সেই সুযোগ গ্রহন করে আদালত মাধ্যমে বা জোরজবরদস্তিতে উচ্ছেদ করে তাদের আত্মসাত করা হচ্ছে। সেটা আমি সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে বলছিনা। যারা এরকম দুশ্চরিত্র, এভাবে যারা তাদের আত্মসাত করছে তাতে এরা ক্রমশঃ ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিকে বিভিন্ন ভাবে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র নিচ্ছে। সেদিকেত আইনের কথা বলা হল যে আইনে তাদের Protection দেওয়া আছে। কিন্তু আইন কোথায় প্রয়োগ হয়েছে একথাত মাননীয় সদস্যরা কেউ বলবেননা যে অমুক জায়গায় Tribal দের উৎখাত করেছিল ষড়যন্ত্রকারীরা, তাদের হাত থেকে আমরা জমি এনে আবার উপজাতিকে দিয়েছি। এরকম নজীরত দেখাননি।

(Interruption)

No, No—এটা নজীর নয়। এটা তাদের দখল ছিল। সেটা Settlement এগিয়ে তাদের নামে নিয়েছে। এই একটা নজীর দেখিয়েছেন গোপেশ বাবু। আমার কথা হল এটা যে কোন জায়গায় Tribal এবং Non Tribal এ যেখানে friction হয়ে জমি জোর জবরদস্তিতে দখল হচ্ছে, মামলা মোকদ্দমা হচ্ছে সেই জায়গাতে গিয়ে Protection দিয়ে আবার সেই উপজাতিকে বসাবার কোন নজীর এখানে কোন সদস্য কংগ্রেস পক্ষ থেকে দেখাননি। Protection নেই। আমি বলছি আরেকটি কথা যে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে উপজাতিদের মামলা মোকদ্দমা করতে খরচ লাগেনা। সব সরকার দিচ্ছে। আমি একটা কথা বলি। পুনর্ব্বাসন দপ্তরের ঋষ্যমুখ Co-operative এর যে হরেন্দ্র তার ৫ কানি জমিকে বে-দখল করে একজন Non Tribal বহু মামলা চালাচ্ছে। ত কে সেখান থেকে উৎখাত করে দিচ্ছে। তার মামলা চালাবার জন্য টাকা পয়সা সরকারের কাছে চাওয়া হয়েছে। আজ পর্যান্ত একটা পাই পয়সাও তাকে দেওয়া হয়নি আমি জানি। গতবারে সেজন্য একটা প্রশ্নের উত্তর মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে চেয়েছিলাম যে কত টাকা খরচ হয় তাদের মামলা চালাবার বাবদে। কত হাজার টাকা আছে, কত খরচ হয়েছে। আজ কোর্টের মধ্যে উপজাতিদের কত Case আছে। আজ বলা হচ্ছে আমরা দিচ্ছি তাদের Protection. এই যুক্তি যদি হয়ে থাকে মাননীয় সদস্যরা কি বুঝে যে এটা বলছেন আমরা জানিনা। কিন্তু Dhebar Commission এর পরিষ্কার recommendation আছে তা follow করা হচ্ছেনা। আমরা জানিনা একথা যে কংগ্রেসের এক আইনকে জোর করে, আন্দোলন করে, প্রস্তাব এনে আমরা তাদেরকে সেখানে নামাব। কংগ্রেসের আইনকে কংগ্রেস মানছেননা। কংগ্রেস সরকারের আইনকে মানছেনা এখানকার সরকার। এ হল আমার কথা। তার ফলে এখানে বিভিন্ন স্থানে আজ উপজাতিরা উৎখাত হয়েছে। যেমন বৈষ্ণবপুরের ব্যাপার। জোতদাররা কি করেছে বৈষ্ণবপুরের ব্যাপার। সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে Protection দিয়েছে, পুলিশ আবার তাদেরকে সেখানে নামতে দিচ্ছে না। এই হল অবস্থা। বৈষ্ণবপুরের সেই ২৫ দ্রোনের জমিতে। আর বগাফায় অংশু মগের জমি। অংশু মগের জমি একজন জোতদার আত্মসাত করল, আজ পর্য্যন্ত

তার Protection হলনা। আজ সেই জমি ২॥ দ্রোন জমি এখন খালি পরে আছে। আজ সেই দখলকারকে সেখানে নামতে দিচ্ছে না। শান্তির বাজার গেলেই দেখবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আহ্বান করি সেখানে যেতে। এই যদি Protection হয়ে থাকে তবে এই অবস্থা কেন? আজ পর্য্যন্ত Tribal রা কোনভাবে সরকার থেকে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেনা। শেষ পর্য্যন্ত এই প্রস্তাবটা এখানে আনা হয়েছে। তাই আমি বলতে চাই যে এখানে কমিটি করার যে প্রস্তাবটা আনা হয়েছে সে সম্পর্কে অনেক সদস্য বলেছেন যে আইন আছে, আদালত আছে। কমিটি করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। যদি এটার দ্বারাই আমরা সেখানে বিশ্বাস ছেড়ে বসে থাকি তবে এই প্রস্তাবের কোন যুক্তি থাকতে পারেনা। কিন্তু আমি মনে করি যে আইন থাকা সত্ত্বেও এটা হচ্ছে। এইজন্য নির্ব্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে, নির্ব্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলীর মাধ্যমে আমাদের যে রক্ষা কবচ আমরা তাকে চাই। সেই জন্য এ কমিটি গঠন করা উচিৎ। কারণ আমরা দেখেছি সেই আইন থাকা সত্ত্বেও, সেই Officer থাকা সত্ত্বেও, অহরহ এইসব ঘটনা ঘটছে। সেইজন্য এই প্রস্তাব আনা আমাদের উদ্দেশ্য। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি একথা বলতে চাই যে আজ যদি আমরা সত্যি সত্যি Tribal দের স্বার্থের কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা এখানে দু'রকম দেখি কেন? অনেক সদস্য refugee দের পক্ষ থেকে ওকালতি করতে গিয়ে একথা বলেছেন তাদের জন্য ত আমাদের দেখতে হবে। কিন্তু এখানে দুই চোখ কেন? refugee একই refugee, যে ক্ষেত্রে Chittagong Hill Tracts থেকে Tribal refugee রা আসে ১৯৬০ সালে, তখন অমরপুর থেকে তাদেরকে সৈন্য সামন্ত পাঠিয়ে বন্দুকের সঙ্গীন দেখিয়ে যেখান থেকে Tribal দের উৎখাত করা হল। Tribal refugee রা সেখানে থাকতে পারলনা।

(Interruption—Not fact)

It is a fact. পথের মধ্যে একজন নারী যে হা'া, সন্তান প্রসব করেছে, আজ পর্যন্ত সেটার কোন তদন্ত নেই। বিচার হয়না। এই হল সরকারের চেহারা। এখানে দু'চোখ কেন? একদিকে এক চোখ রেখে আরেকদিকে আরেক চোখ কেন? এজন্য বলি যে Tribalদের Protection দেওয়া হয়নি।

Mr. Speaker—Order, order please.

শ্রীনুরা আং মগ—মাননীয় Speaker মহোদয় আমার বক্তব্য এখানে রাখছি কেন? আমাদের এই যে Protection প্রয়োজন এই সম্পর্কে আমি এই চিত্র মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সামনে রাখব যে কিভাবে, কোন্ কোন্ জায়গায় উচ্ছেদ করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে একটা list আমি এখানে রাখছি। সাবরুম জুমিয়া পুনর্বাসনের জমি হতে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, সরকার থেকে allotment করা জমি পর্য্যন্ত তারা নিয়ে নিচ্ছে। (১) জয় কুমার ত্রিপুরা, সোনাইছড়ি, ২) শরৎ কুমার ত্রিপুরা, ৩) মাইনাবং ত্রিপুরা, ৪) বামন চন্দ্র ত্রিপুরা, ৫) জড়মগ, ৬) আনি মগ, ৭) রুইতি মগ, ৮) বীরেন্দ্র ত্রিপুরা, ৯) মহাৎ মগ, ভুড়াতাসি, পুংচি মগের বাড়ী বনপুর তারা তো একেবারেই alloted জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে। জমি অন্যেরা নিয়েছে। আরেকটা জোতের জমি হতে না দাবী লিখিয়ে অজ্ঞতা, অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে জোতদারেরা উচ্ছেদ করছে। তাইংকং মগ, সোনাই ছড়ি মংকাই মগ, মসী মগ, মনম্ং সভা, আরও বহু আছে। এই হলো এই

জায়গার অবস্থা। আরেকটা ১৫টী পরিবার উচ্ছেদকারী আশুতোষ নন্দী নামক এক কংগ্রেস সেক্রেটারী সেখানে উচ্ছেদ করছে। বৈষ্ণবপুরের ১১টী পরিবার তাদের জায়গা থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। Settlement Department এ record পর্য্যন্ত হয় নাই এমন চিত্রও আমি তুলে দিতে পারি। জোতদারদের কবলে পড়ে Settlement বিভাগ কি ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এইরূপ নজীর আমি এখানে রাখছি। যে record পর্য্যন্ত নাই। অংবাই চৌধুরী গংফাই ছড়িতে তার ৩০ পরিবার দরখাস্ত দেওয়ার সাহসটুকু পর্য্যন্ত রাখেনা এই রকম তাদেরকে ঝুলাইয়া রেখে দিয়েছে. জোতদাররা। ৩০টী পরিবার সেই জায়গায় উচ্ছেদ। বল্লে বলা হয় চলে যাও এখান থেকে। এই সব কথা যারা বলছে তারা কংগ্রেস। আর বর্ত্তমানে দুওং মগ মহাজন সেখানে উচ্ছেদ হচ্ছে প্রায় ৫০টি পরিবার। ইতি পূর্বেও এই সমস্ত কথা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি। ফনী লস্কর, নটু লস্কর, সতীশ নন্দী, দুলাল চৌধুরী সহ চালিতা বস্থুল সিন্দুক পার করে হরিনা এলাকায় প্রায় ৫০টি পরিবারকে এই পর্য্যায়ে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করছেন। দখলকার হিসাবে জরীপে রেকর্ড করছেন না। তাদের যে দখল আছে জমিতে এই দখলীস্বত্ব তাদের নামে জরীপে উঠছে না। কারণ বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র করে যদি কোন রক.ম মামলা মোকদ্দমা করে তাদের উচ্ছেদ করা যায় তাহলে তো আর রেকর্ড করার প্রয়োজন হয় না। ইতি পূর্বেও মনুবন্ধুলে জোতদাররা করেছে। ২।৩টি case করে, সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করে। এখন সেই জমিতে তারা নামতে পারে না। সেই সুযোগ গ্রহণ করে জোতদাররা সে জমিগুলোর দখল নিয়েছে। পূর্ব বস্থুলে চারটি ছড়ার এই হল অবস্থা। আমরা যারা এই House এ ১২।১৪ লক্ষ লোকের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি· যদি সবাই সেদিকে দৃষ্টি রাখতাম তাহলে আমি স্বাগত জানাতাম, ধন্যবাদ দিতাম এই বিধান সভার সদস্যদের। কারণ আমিও চাই যে সবাইর সাথে একসঙ্গে সেই কাজে যোগদান করতে। কিন্তু সেইদিক দিয়ে কোন প্রস্তাব দেখছিনা, কোন রকম Protection এর ব্যবস্থা দেখছিনা। সেই জন্যেই আজ আমরা এই প্রস্তাব এনেছি। আমাদের এই প্রস্তাবটা খুব concrete· এবং Tribal দের বর্ত্তমানে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা অসহনীয়, অসহ্য। আমরা যদি এমতাবস্থায় নির্বাক দর্শক হয়ে থাকি, তাহলে জনসাধারণ আমাদের কি বলবে। তাই মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমি House কে এই কথা জানাব যাতে এই প্রস্তাবটি সর্বান্তঃকরনে, সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটি মন্ত্রীমণ্ডলিসহ সকলে গ্রহণ করেন। মাননীয় Speaker মহোদয়, অমরপুর সম্বন্ধে একটি কথা আমি এখানে রাখব—কিভাবে আর একটা উচ্ছেদের চক্রান্ত চলছে। গতবার অমরপুরে নির্বাচনের সময় করইমুড়ার ব্রজমোহন জমাতিয়া একজন কংগ্রেস সেবক, তার জমিতে পাকিস্থান থেকে exchange করে একটি লোক এসে তার জমি দখল করে। কারণ সে মুসলমানের সাথে সে exchange করেছে সেই মুসলমান ব্রজমোহন জমাতিয়ার এই জায়গাটাই তাহার নিজের জোত বলে দেখিয়ে দিয়েছে। তখন কংগ্রেস অফিসে জানানো হল এবং মিমাংসা করে দেওয়া হল যে প্রত্যেকে তিন কানি করে পাবে অথচ জোতটা হল ব্রজমোহন জমাতিয়ার। তারপর নির্ব্বাচনের সময় সেই ব্রজমোহন জমাতিয়া সাদা টুপি পরে কংগ্রেসের পক্ষে খুব প্রচার করল এবং নির্ব্বাচনে যখন কংগ্রেসের মাননীয় সদস্য জয়ী হলেন তখন ব্রজমোহনের বাকী তিন কানিও ঐ পাকিস্তান থেকে আসা লোকটিকে দখল দেওয়া হল। তার জোত ছিল মোট ৬ কানি, এখান তার জোত কোথায় তার কোন পাত্তা নেই।

সেই ব্রজমোহন জমাতিয়া যখন এখানে কংগ্রেসের কাছে আসল তখন তারা বলল যে যখন নিয়ে গেছে তখন আমরা আর কি করব, আমাদের করনীয় কিছু নেই। এই শুনে সে বিদায় নিয়েছিল। আর কোথায় যাবে সে? যেখানে যায় সেখানেই তার ঠাঁই নেই। কি করবে সে? মাননীয় Speaker মহোদয়, আমি আমার এই বক্তব্য এইখানে রাখছি এবং আশা করব এই House প্রস্তাবটি উপজাতিদের স্বার্থে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন, এই বলেই আমি আমার আসন গ্রহন করছি।

Mr. Speaker—I would call on Shri Karunamoy Nath Chowdhury.

Shri Karunamoy Nath Chowdhury—মাননীয় Speaker মহোদয়, আজকে Tribalদের যে rightful possession of land যাতে তাদের হাতে থাকে এই সম্পর্কে যে প্রস্তাব এসেছে সেই সম্পর্কে আমি বলব যে এখানে rightful possessionএর যিনি প্রস্তাবক তিনি এই rightful শব্দটির ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করেননি, আমরা এই প্রস্তাবের আর একজন সমর্থক মাননীয় শ্রী চক্রবর্ত্তীর মুখে যেটুকু শুনেছি তাতে আমাদের এই ধারণা হয়েছে যে শুধু জোত নয় যে সমস্ত জমির উপরে যে কোন Tribal যেখানে তারা কোন এক সময়ে জুম করেছে সেখানেই তাদের rightful possession হয়ে যেতে পারে। এই রকম একটা ব্যাখ্যা এখানে উপস্থিত করেছেন। যার দ্বারা তারা নিজেরাই নিজেদের প্রস্তাবকে ঠিক ঠিক সমর্থন জানাতে পারেন নি বা Houseএ যারা সপক্ষে বিপক্ষে সদস্য রয়েছেন তাদের সমর্থন আদায়ের জন্য অন্ততঃ যেটুকু বলা দরকার তা তারা উপস্থিত করতে পারেননি। তারপরে দাবি করেছেন যে একটি Committee যাতে করা হয়। সেই Committee tribalদের land এর উপরে যে right তা দেখবে। এখন Committee করার উপরে যে জোর দিয়েছে তাতে আমি লক্ষ্য করছি, যে ক্ষেত্রে ধেবর Commission যে report দিয়েছেন. এই report এর বাহিরে তারা আর কোন suggestion দেননি। যত suggestion ধেবর Commission এর report এ আছে. তার বাহিরে যদি একটি suggestion ও বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা রাখতেন; তাহলে আমি তাদের একটা ধন্যবাদ দিতে পারতাম কিন্তু এখানে নূতন কোন recommendation তারা রাখতে পারেন নি। সুতরাং আর একটি Committee করার কোন যৌক্তিকতা তারা উপস্থিত করতে পারেননি এবং সেইজন্যই এই প্রস্তাব বিবেচনার ও যোগ্য নন বলে আমি মনে করি। এখানে আমি লক্ষ্য করেছি যে বিরোধী পক্ষের সে সমস্ত যুক্তি, সেগুলি আমাদের মাননীয় সদস্য গোপেশ বাবু খণ্ডন করেছেন, সেইজন্য আমি আর সেদিকে দিয়ে যাচ্ছি না। তবে একটি ব্যাপারে বলব যে তারা বলেছেন আইন আছে. প্রতিবাদ করছে না। মোকদ্দমার খরচ tribal দের পাওয়ার সুযোগ আছে, তারা পাচ্ছেন না। এখন tribal দের প্রতি তারা যে দরদ দেখাচ্ছেন, তারা যদি tribalদের নামে একটা প্রতিষ্ঠান করে, কোথায় tribalদের কি কি মামলা মোকদ্দমা তদারকির ব্যবস্থাও করেন, সেটাত বিরোধী দলের সদস্যরা করে দিতে পারেন; তাদের ত আইনগত কোন বাধা নেই; সে ক্ষেত্রে Assemblyর পক্ষ থেকে কেন একটা Committee করা হবে তারা যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাই না, বা তারা এখানে এমন কোন যুক্তি উপস্থিত করতে পারেননি। তারপর মানবতার প্রশ্ন তুলেছেন, সেই মানবতার প্রশ্নে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিরোধীদলের যিনি প্রধান বক্তা, তিনি আমাদের মাননীয় ধেবরজির কথা বলেছেন, গান্ধীজির কথা

বলেছেন—এই দুইজনের কথা বলেই মানবতা যেটুকু পরিবেশন করতে পারেন সেইটুকুই করেছেন। কিন্তু তাদের যে বক্তব্য tribal দের অধিক রক্ষা সম্পর্কে, তদুপরি তারা আর কি মানবতা চান, তা তারা তাদের বক্তব্যে রাখতে পারেন নি। আমরা আশা করব যে আমার এই কথা শুনার পরে কেউ কেউ হয়ত নূতন করে বলতে চেষ্টা করবেন। এখানে আমাদের মাননীয় সদস্য গোপেশবাবু বিভিন্ন জায়গায় tribalদের যে ধর্মনগরে সমস্ত অধিকার সরকার কর্তৃক রক্ষিত হয়েছে তার উদাহরণ দিয়েছেন। আমি জানি যে সামরতন ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তির জমি যেভাবেই হউক আর একজন Non-tribal একটা চৌহদ্দি দিয়ে তার জমির পাশে কিছু জমি নিয়েছিলেন, তারপর দুপক্ষে যখন একটি বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হল. সেখানে আমরা দেখেছি সরকার ঠিক ঠিক কাজ করেছেন এবং ধেবর Commissionএর report কার্যকরি হয়েছে এবং সেই এলাকায় সামরতন ত্রিপুরা তার জমি পুরো-পুরি ফেরত পেয়েছে। আমরা দেখছি, কাজ করলে কাজ হয়। তারপর non-tribalদের কিছু কিছু মামলা মোকদ্দমা যাদের tribalদের সঙ্গে আছে সেই ক্ষেত্রে ধর্মনগরে আমরা দেখেছি যে মামলা মোকদ্দমার জন্য যে টাকা খরচ হয় সেটা তারা নিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া হল না কেন তা আমরা বুঝতে পারলাম না। আমি শুনে আশ্চর্য্য হয়েছি যে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সারা রাজ্যে নাকি মাত্র ৫০৲ টাকা খরচ হয়েছে। সেই খরচ যে ৫০৲ টাকা কোথায় হয়েছে ; তা একটি মাত্র case য়েই হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তিনি কিছু না বলে House কে একটা ধাপ্পা দিয়ে শুধু tribal প্রীতিই দেখালেন, এর বেশী তিনি আর কিছু দেখাতে পারেন নি।

Mr. Speaker—"ধাপ্পা" is Unparliamentary.

Shri K. Nath Choudhury—I withdraw this. আমি এর পর লক্ষ্য করেছি কয়েকটি জোত সম্পর্কে তিনি বলেছেন। যদি কোন জোতের জমি আমাদের Land Reforms Act introduce হওয়ার পূর্ব্বে land reformation হয়ে যাচ্ছে তা হলে আইনে যে ভাবে আছে, ঠিক সেই ভাবেই কাজ হবে। তাতে সরকারকে যে ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত অসঙ্গত বলেই আমি মনে করি। আদালতের রায়ে যদি কোন জমি হস্তান্তরিত হয়ে থাকে তাহলে Committee করলেই কি তার প্রতিকার হয়ে যাবে ? আমি মনে করি তা হতে পারেনা। তার প্রতিকার আইনের ধারায়ই করতে হবে। সেক্ষেত্রে এখানে Committee করার কোন স্বার্থকতা আছে বলে আমি মনে করিনা। তারপর বলেছেন যে বার বছর যাবত যে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়েছে. সে সমস্ত জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বার বছর কখন থেকে সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। আর বার বছর যাবত যে সমস্ত জমি Non Tribal দের হাতে গিয়েছে, তা Committee উদ্ধার করে দেবে কিভাবে ? যদি সেই recommendation থাকে আর যদি আইনে থাকে, তাহলে প্রার্থী থাকলে তখন সেটা বিবেচনায় আসবে। এখানে Committee করলে তার কি প্রতিকার হবে ? Committee করার পর জমি ফিরিয়ে দিতে পারবেনা। ইহা আমি স্বীকার করি না ও ভাবতে পারিনা কারণ প্রতিকার প্রার্থী না থাকলে, Committee করে কোন কাজ হবে না। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আইন সম্পর্কে তিনি যে কথা বলেছেন সেটা সুন্দর নয়। আইন আমাদের মানতেই হবে। আইন যারা মানবেন না, যারা মানবতার নাম করে যে

আইনি কিছু প্রশ্ন করতে চান তাদের কাছে হয়ত আইনের দামটা খুব কম। আমি লক্ষ্য করেছি বৈষ্ণবপুরের একটা ইতিহাস বিরোধী পক্ষের সদস্য বারবার তিনবার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেই বৈষ্ণবপুর সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা একটু তিক্ত। আমি যতটুকু জানি, সেই মামলার সঙ্গে আমাদের একজন মাননীয় সদস্য জড়িত ছিলেন. হয়ত সেই দুঃখেই তিনি বারবার সেই কথায় আসছেন। সেই case সম্পর্কেও আইনের দ্বারাই আমাদের সবকিছু নির্দ্ধারণ করতে হবে। কোন Committee র দ্বারা সেই মামলার অবসান হবে না। আমি কোন ক্ষেত্রেই একটি Committee করে সমস্যার সমাধানের যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিনা। তাই আমি মনে করি যে এই প্রস্তাবটা অসার, এটা গ্রহণ যোগ্য নয়। এই বলেই আমি তার বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা যখন Tribal কথাটা উচ্চারণ করি তখন আমরা এই কথা স্বীকার করি যে তারা backward. Back ward তারা economically, socially, Politically তারা পশ্চাদপদ, এবং তারা অনগ্রসর এবং সেই জন্যই তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। তার জন্য Protection এর প্রয়োজন। সেই জন্যই বিভিন্ন Committee করতে হয়, কিভাবে তাদের Protection দেওয়া যায় এবং আমরা যখন আইন প্রণয়ন করি, সেই আইনে উল্লেখ থাকে যে tribals বা Non tribals, tribals এর জমি কিনতে চায়, তার জন্য Permission নিতে হয়। কেন এই Protection ? আমরা এই Protection দিতে গেলাম কেন ? না এইজন্যে, যে tribals রা তাদের নিজেদের যে interest ঐ সম্পর্কে তারা যথেষ্ট সজাগ নন, Immediate temptation এ তাদের জমি হাতছাড়া করতে পারে, কাজেই তারা যাতে জমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে তারজন্য তাদের বাধা করার জন্য আইনে এই ধারা রাখা হয়েছে. যাতে অতি সহজেই তাদের জমি হস্তান্তরিত না হয়ে যায়। কাজেই সেখানে আইনে এই সমস্ত Protection রাখা হচ্ছে সেখানে আমাদের দেখতে হবে tribal রা যেখানে গিয়ে বসছে, খাস জায়গাতে বা অন্যান্য জায়গাতে সেখানে তারা থাকতে পারছে কিনা, তাদের অন্যায়ভাবে, জোর জবরদস্তি করে উচ্ছেদ করা হচ্ছে কিনা এবং যদি হয়ে থাকে সেখানে তারা কি Protection পাচ্ছে। এই সব ঘটনা আমাদের দেখা উচিৎ এবং যেখানে যেখানে protection দেওয়া প্রয়োজন, আমাদের সেই ধরণের protection দেওয়া উচিৎ। সেইজন্যই কোন tribal যখন জমি বিক্রি করতে আসে, যাতে বিক্রী করার permission দেওয়া না হয় তারজন্য এই আইন প্রণয়ন। এই land sale permissson দিলে পরে tribal রা উচ্ছেদ হয় কিনা এই সমস্ত বিচার করে তারপর permission দেওয়া উচিৎ। আমি এই কথাও বল্লাম অমরপুরের ঘটনাটা বলার জন্য। অমরপুরে পংকুতে একটা খাস জায়গায় অনেক tribal সেখানে বসবাস করলেন। তারা সেখানে জঙ্গল আবাদ করলেন, ঘর তুললেন, তারা সেখানে থাকলেন, তারা জুমিয়া বন্দোবস্তের জন্য দরখাস্ত করলেন এবং এই সমস্ত ব্যাপারে সব তদন্ত হল। Settlement এর survey যখন হয় তখন দেখাগেল এটা খাসের জায়গা, এটা কারও জোতের

জায়গা নয়। কাজেই সেই জায়গা তারা বন্দোবস্ত পেতে পারে। তারপর সেখানে একটা গোলমালের সৃষ্টি হল—কয়েক জন Non tribal সেখানে গিয়ে tribal দের উচ্ছেদ করার জন্য নানা রকম চেষ্টা করতে লাগলেন। সেখানকার tribal রা দরখাস্ত করলেন Udaipur Zonal S. D. O কাছে, Zonal S. D. O. সেখানে 20th April, 1964 গেলেন, থাকলেন, enquiry করলেন এবং এই সব করে tribals, non tribals দের মিটিং করে দেখলেন সত্যি সত্যিই সেখানে একটা conspiracy চলেছে এবং tribal দের উচ্ছেদের জন্য সেগুলো non tribal চক্রান্ত করছে এবং সেই মিটিংএ তিনি কয়েকজন non tribal কে দাঁড় করিয়ে রেখে তাদের শাস্তি সেখানে দিয়ে আসলেন এবং tribalদের বলে আসলেন তোমরা সেখানে থাক, তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমাদের জায়গা তোমরা বন্দোবস্ত পাবে। এখন পর্য্যন্ত সে জায়গা খাস জায়গা। তারপর 4. 4. 64 যে আমাদের বর্ত্তমান যে Deputy Minister, Shri Ray Prasad Chowdhury তিনি tribal দের Commissioner, A. K. Chanda কে নিয়ে পংকুতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন এবং বলে আসলেন তোমরা এখানে থাক, তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা আবাদ কর, জমির বন্দবোস্ত তোমাদের সব কিছু দেওয়া হবে। এই যে ঘটনা তা থেকে এইটুকু প্রমাণিত হল যে tribal সেখানে আছে, এই জায়গাটা খাস এবং এইখানে তারা বসবাস করতে পারে। তারা জুমিয়া পুর্ব্বাসন পেতে পারে, টাকা পেতে পারে, কোন অসুবিধা সেখানে নেই। এবং যারা trouble সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন Zonal S. D. O. সেখানে গিয়ে তাদের শাস্তি দিয়ে এসেছেন। কিন্তু তারপর ঘটনা পালটাতে লাগল। তারপর বের করা হল এটা খাস জায়গা নয়, এটা একজনের জোত জায়গা। সেই জোতদারের হাত করা হল, এবং একজন non tribal সেখানে গেলেন বললেন এটা আমি কিনব। সে একটা unregistered কাওলা করল এবং যখন দেখল যে unregistered কাওলা দ্বারা জমিটা দখল করা যায় না তখন sale permission চাওয়া হল non tribal কে বিক্রি করার জন্য এবং তা পাওয়াও গেল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এইটা— যখন tribal রা সেখানে বসলেন আপনারা গেলেন, মন্ত্রিরা গেলেন এবং S. D O. গেলেন. আপনারা কেউ বললেন না যে জায়গাটা খাস নয়। তাদের বলে আসা হল তোমরা থাক তোমাদের কোন ভয় নেই, তোমরা জুমিয়া পুনর্ব্বাসন পাবে, বন্দোবস্ত পাবে, সব কিছু পাবে। তারপর একদিন প্রকাশ পেয়ে গেল, এটা খাস জায়গা নয় এ জোত জায়গা। তারপর এখন আমরা এই জায়গাটা non tribal কে দিতে যাই তাহলে অনেকগুলো tribal সেখান থেকে উচ্ছেদ হবে— সব ঘটনা জানার পরও আমরা তাকে sale permission দিয়ে দিলাম। আজকে কি হচ্ছে, ঐ tribal যারা মন্ত্রিদের S. D. O. দের কথা শুনে বসেছিল, ধান করেছিল, তারা সেই ধান তাদের হাতে আনতে পারেনি যারা জায়গাটা কিনেছিলেন তারা পুলিসের Camp বসিয়ে জোর করে ধান কেটে নিয়ে গিয়েছে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এখানে tribal দের স্বার্থটা কোন দিক দিয়ে রক্ষা করা হল। আমরা সেখানে জানি যে এখানে sale permission দিলে পরে ২০।২৫টি পরিবার উচ্ছেদ হবে সেখানে আমরা sale permission দেই কেন? আর যদি দিতেই যাই তাদের জন্য alternative arrangement করিনা কেন? এসব জিনিষগুলোকে চেপে রেখে দিয়ে আমি একটা sale permission দিয়ে দিলাম আর আমার একটা কলমের

খোঁচায় আজকে ২০।৩০টি পরিবার উচ্ছেদ হয়ে গেছে। এটা tribal এর স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছেনা। এটা tribal এর স্বার্থের প্রশ্ন নয়। আপনারা একটা motive নিয়ে চলছেন, সেটা হচ্ছে যে, আজকে tribal রা Comunist দের পক্ষে আছে, তাদের যদি Congress এর পক্ষে আনতে চাই তাদের লাঠিপেটা করতে হবে ডাণ্ডাবাজী করতে হবে। এছাড়া এদের আমার পথে আনবার আর কোন দ্বীতিয় পথ খোলা নেই। কাজেই আপনার একটা motive নিয়ে চলছেন এবং সেইজন্যে

(Noise)

তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে পরপর এই সব ঘটনা কি করে ঘটে? সেখানে আমি গিয়ে বলে আসলাম যে এই জায়গায় তারা থাকছে। তোমরা খাস জায়গা আবাদ করো টাকা পাবে। তারা সেখানে ঘরবাড়ী করলো সবকিছু করা হল এই সবকিছু করার পরও কি করে প্রকাশ হয় যে আজকে তারা জায়গা পায়না, আজ তারা তাদের ঘর থেকে নির্বাসিত। এটা কি করে হতে পারে? মাননীয় স্পীকার আমি দেখাতে চাইছি যে, tribal interest তারা দেখেনও না এবং কি করে tribal এবং non tribal দের মধ্যে বিরোধ লাগে তার চেষ্টা করেন। সে জায়গাটা tribal কে দেওয়া হয় আবার সেই জায়গাটা Rehabilitation Department থেকে non tribal কেও দেওয়া হচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় আর মন্ত্রীরা ঘরে বসে বসে তামসা দেখেন। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, মাননীয় স্পীকার, বীরেন্দ্র ত্রিপুরা. সুড়াতলা সাবরুমের তাকে Jumia Rehabilitation দেওয়া হয়, ৬ কানি সে জায়গা তার নামে বন্দোবস্ত হল। Settlement তার নামে হল। সে গত ৫।৬ বছর যাবত খাজনা দিয়ে আসছে। তারপর সাতচাঁদ কলোনীর কয়েকজন refugee সেখানে গেলেন রুপেন্দ্র নাথ এবং কয়েকজন তারা গিয়ে বললেন যে আমাদের এই জায়গাটা Relief & Rehabilitation Dept. থেকে প্রাপ্য। তারা সেখানে গেলেন এবং যাওয়ার পর Refugee এবং tribal এর মধ্যে ঝগড়া হল, tribals রা টিকতে পারল না তারা উঠে আসল আজকেও সেই জায়গার খাজনা tribal রা দিয়ে আসছে। এইভাবে আপনারা tribal এবং non tribal দের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেন এবং লাগিয়ে দিয়ে আপনারা তামসা দেখেন, এক গরীবের পেছনে আর এক গরীবকে আপনারা লেলিয়ে দেন। আমি একটা কথা বলছি, মাননীয় স্পীকার, আমি বলছি আর একটি ঘটনা, উত্তর কালাপানিয়ার অভকুমার এবং আরও দুইজন tribal, তারা দীর্ঘ দিন যাবত প্রায় ২৪ কানি খাস জায়গা দখল করেছিল। প্রায় ২০ বৎসর কি তারও বেশী হবে। তখন Settlement হয়, Survey operator হয়, তখন সেই জায়গা তাদের নামে record করা হয়। সেই সমস্ত জায়গার পরচা তাদের কাছে আছে। তারপর সেখানে একজন refugee গিয়ে বলল যে এই জায়গাটা আমাদের দেওয়া হয়েছে Relief & Rehabilitiation Deptt থেকে এই জায়গাটা আমাদের পাওনা। Tribal রা দরখাস্ত করল S, D. O. এর কাছে, D. M. এর কাছে। D. M. 1960-61 সেখানে গেলেন, enquiry করলেন। তখন সেখানকার S. D. O. ছিলেন শ্রীবিমল দেব। D. M. তাকে বলে আসলেন যে tribal রা যাতে উচ্ছেদ না হয় তা তুমি দেখবে। কিন্তু আজকে যদি আপনারা সেখানে যান দেখবেন সেখানে tribals নেই, হয়ত দুই একটি পরিবার আছে ২ কানি তিন কানি নিয়ে। আর সব tribal সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাস করতে চাই মাননীয় স্পীকার, যেখানে

D. M. গিয়ে বলে আসলেন, তারপর S. D. O. tribal দের interest দেখলেন না, তাদের জোর করে উচ্ছেদ করে দেওয়া হল। আর যে জায়গা নাকি জুমিয়া পুনর্বাসন দপ্তর থেকে tribal দেরকে দেওয়া হচ্ছে আবার ঠিক সেই জায়গাটা Relief & Rehabilitation Deptt থেকে Refugee দের দেওয়া হয় কি করে, আর যদি ভুল হয়ে থাকে সেটা কি মন্ত্রীদের উচিত হবেনা যে সব কিছু দেখে যাতে ভুলটা সংশোধন হয়, যাতে Tribal এবং Refugee কারও কোন ক্ষতি না হয় সেই ব্যবস্থা করা। সেটা কি করা যায় না? সেটা করা যায়। কিন্তু তারা তা করতে চান না তাদের সেইটা প্রয়োজন নেই। মাননীয় স্পীকার, আমি সাব্রুমের আরও কয়েকটি ঘটনার কথা বলতে চাই এই অংচাঁদ মগ, শ্রীসুবোধ মগ, শ্রীসুবিভা মগ এরা বর্গাদার ছিল। যখন Settlement Survey Operation হয় তখন তাদের নামে Record করা হয়েছে। বর্গাদার হিসাবে তাদের নাম লেখা আছে, তারা পরচা ইত্যাদি সব পেয়েছে, তার পরেও, যদিও আইনে আছে যে এই রকম উচ্ছেদ করা চলে না, তবুও সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে, কোথাও কোন প্রতিকার তারা পাচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার এই ভাবে Tribal উচ্ছেদ হতে থাকলে এবং তার পরও যদি আমরা শুনি যে tribals এর interest আমরা দেখি তাহলে কোনটা বিশ্বাস করবো? কোনটা সত্যি এক দিকে tribal tnterest এর কথা বলব আর এক দিকে যেখানে tribals রা তাদের জায়গা দখল করে বসে আছে সেখানে তাদের পরচা আছে, সব কিছু আছে, সব কিছু থাকার পরেও আমি দেখছি tribals রা তাদের জায়গায় থাকতে পারছে না। সেখানে সে উচ্ছেদ হচ্ছে এবং non tribals রা সেখানে যাচ্ছে। আমি এই কথা বলতে চাচ্ছি যে শাসনতন্ত্র আজ একটা Political motive নিয়ে চলছে এবং Political motive নিয়ে চলছে বলে শাসনতন্ত্র আজ tribals দের অনুকূলে নয়—এবং তারা তাদের ক্ষতি করছে। কাজেই tribals দের কষ্ট যখন আসে তারা তাদের দেখতে চান না এবং না দেখে tribals দের পেছনে non tribal দের তারা লিলিয়ে দেন। মাননীয় স্পীকার, আমি জানি আমাদের মন্ত্রীরা এখানে সেখানে অনেক meeting করেন। যখন non tribal দের সঙ্গে meeting করেন তখন তারা গিয়ে বলেন যে বাঙ্গালীরা শোষণকারী, তোমাদের শোষণ করছে, তোমরা শোষনের বিরুদ্ধে দাঁড়াও। কারণ tribal দের কাছে তাদেরকে হাত করতে হবে, tribal দের পক্ষে আনতে হবে। কাজেই সেই জন্যই গিয়ে খুব বাঙ্গালীর বিরুদ্ধ বলা হচ্ছে যে বাঙ্গালীরা শোষনকারী, এরা মহাজন, তোমাদের শোষণ করছে, জায়গা জমি ঘর বাড়ী সব কিনে নিচ্ছে। আর যখন বাঙ্গালীর কাছে আসে তখন বলা হয় এই যে tribal এদের তোমরা চিনছনা, তারা সাংঘাতিক সংগঠিত এবং তোমরা যদি একতাবদ্ধ না হও তবে এই সংঘবদ্ধ যে tribal তারা তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কাজেই tribal দের কাছে গিয়ে এক সুরে কথা বলা এবং non tribal দের কাছে গিয়ে আর এক সুরে কথা বলা, এই বলে দুই পক্ষে উস্কানী দিয়ে আপনারা দাঙ্গা লাগান দুযোগ লাগান আর আপনারা বসে বসে তামসা দেখেন। মাননীয় স্পীকার, বলা হচ্ছে যে দুষ্কৃতকারীদের রেহাই দেওয়া হবে না। আমি জিজ্ঞাস করতে চাই যে দুষ্কৃতকারী কে? কে ঠিক করে দেবে যে কে দুষ্কৃতকারী, দুষ্কৃতকারী কারা, যারা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে তারা নাকি যারা জমি থেকে উচ্ছেদ করে তারা? যারা বিষ খাওয়ায় তারা দুষ্কৃতকারী, নাকি যারা বিষ খায় তারা দুষ্কৃতকারী? মাননীয় স্পীকার, যারা আজকে শাসনতন্ত্র

ধরে বসে বসে tribal দের জমি থেকে উচ্ছেদ করছেন তারা দুষ্কৃতকারী না যারা tribal দের রক্ষা করার কথা বলছে তারা দুষ্কৃতকারী ? মাননীয় স্পীকার, আজকে আমাদের সামনে সেইটা সবচেয়ে বড় হয়ে আসছে। আমরাও চাই যে দুষ্কৃতকারীর শাস্তি হউক। দুষ্কৃতকারী কে ঠিক করে দেবে ? দুষ্কৃতকারীর সংখ্যাটা কি ? এবং কি দিয়ে আমি বুঝব যে কে দুষ্কৃতকারী এবং কে দুষ্কৃতকারী নয়। মাননীয় স্পীকার, যারা বর্গাদার, যারা দীর্ঘ দিন যাবত জমি চাষ করছে যারা পরচা পাচ্ছে সর্বকিছু পাওয়ার পর যখন তারা কোথাও protection পায়না আজকে সেখানে গিয়ে তারা enquiry করে দেখবেন কেন, কার দোষে সমস্ত কাগজপত্র দলিল পত্র থাকার পরেও তারা protection পাচ্ছেনা ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শুধু এইটুকু বলতে চাচ্ছি যে tribal interest. tribal interest শুধু বললেই tribals interest দেখা হয় না, প্রকৃত পক্ষে কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের দেখতে হবে যে tribal দের interest রক্ষা হচ্ছে কিনা। কারণ tribal interest দেখার কথা বলা আর তাহা কার্য্যে পরিণত করা দুইটার মধ্যে অনেক তফাত যেমন নাকি Secular বলা আর Secular হওয়াতে অনেক তফাত। মাননীয় স্পীকার, আমি House এর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করছি—আমার প্রস্তাব কি হবে আমি জানি, প্রস্তাবের কথা এখানে বড় করে আমি বলছিনা, আমি শুধু House সামনে স্পীকারের মারফত এই আবেদন রাখতে চাই যে tribal রা আমাদের সবচেয়ে Backward. এবং আমরা যারা বাঙ্গালী, non tribal, majority community আমাদের একটা responsibility আছে, যাতে এই minority রা evicted না হয় যাতে এই Backward minority রা আজকে এগিয়ে আসতে পারে সেদিকে দেখা আমাদের কর্ত্তব্য এবং সেই দিকে যাতে tribal রা protected হয় mejority community হিসাবেও সেটা আমাদের দেখা উচিত। এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would call on Dy. Minister Sri Raj Prasad Chowdhury.

Raj Prasad Chowdhury—মাননীয় স্পীকার মহোদয় মাননীয়, সদস্য লুবামগ আমাকে লক্ষ্য করে কতকগুলি উক্তি করেছেন, তার উত্তরে আমি বলব যে আমি ট্রাইবেল এলাকায় ঘুরেছি, তারা অনুন্নত, একথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু একথা স্বীকার করিনা যে বলপূর্ব্বক ষড়যন্ত্র মূলক ভাবে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে. পক্ষান্তরে ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ট্রাইবেলদের জমি উদ্বাস্তু ও অন্যান্য নন্ ট্রাইবেলদের ভিতর বিলি বন্টন করা হচ্ছে একথা আমি স্বীকার করবনা ; মাননীয় সদস্যেরা যদি আবল তাবল বলেন, তাতে কিছু আসে যায় না ; যে কথা বলা হয়েছে যে কোন এক জমি থেকে ট্রাইবালদের উচ্ছেদ করে নন্ ট্রাইবাল বসান হয়েছে. একথা ঠিক নয় আমি নিজে একথা জানি। আমি ব্যবস্থা গ্রহন করেছি যাতে ত্রিপুরার সর্বত্র ট্রাইবাল স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Sunil Dutta.

Shri Sunil Dutta—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্মার যে প্রস্তাবটা মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্মা House এর সামনে উপস্থিত করেছেন তার আমি বিরোধিতা করি। মাননীয় সদস্য এবং তাঁর পক্ষে অন্যান্য সদস্যরা যে যুক্তি House এর সামনে রেখেছেন

তা আমি সমর্থন করতে পারি না এজন্য, যে সব ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করেছেন বিশেষ করে কমলপুরের ঘটনা যা বলেছেন তা আমার জানা আছে। মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্মা এই House এর সামনে যা বলেছেন বাস্তব ঘটনা তার বিরোধী। কমলপুর এলাকায় গঙ্গাচরণ দেববর্মা প্রায় উচ্ছেদের মুখে। উচ্ছেদ হয়েছে, তিনি বলেননি। উচ্ছেদ বলার অর্থ হয়ত যা এই গঙ্গাচরন দেববর্মার পিতার নামে বিস্তর জমি ছিল। Survey Settlement operation আরম্ভ হওয়ার পর বুদ্ধি করে চালাকী করে সেই জমিগুলি আস্তে আস্তে transfer করে দেন এবং তাদের দখলে দিয়ে দেয়। এবং বাদ বাকী অতিরিক্ত জায়গাটা পাওয়ার চেষ্টা করেন এবং সেই জায়গাটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য সরকার হইতে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। প্রভূত পরিমান জমি প্রায় ৫ দ্রোনের উপর জমি বিক্রি করেছেন এই আইন চালু হওয়ার পর। কাজেই যদি এই পরিবারকে বলা হয় যে পরিমাণের জমি অন্যের নামে আইন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে record করে সরকারের খাস জমি দখলের চেষ্টার বাধাসৃষ্টি করেছেন, তিনি এখন বলছেন যে তারা উচ্ছেদের মুখে। আর একটি ঘটনার কথা বলছেন কুলাইয়ের আদিবাসীদেরও উচ্ছেদের চেষ্টা করা হচ্ছে কথাটা ঠিক নয়। ইহা বাস্তব বিপরীত। ভাওলার বস্তী, মাননীয় সদস্যদের constituency তে আমিও কয়েকবার গিয়েছি। যে জমি আদিবাসীরা দখল করে নিয়েছে, সেই জমি বন্দোবস্ত বিলি হয় প্রথম দিকে মুসলমানের নামে। মুসলমানরা জমির দখল পায় না। আদিবাসীরা তা দখল করে দীর্ঘ দিন যাবত বসবাস করছে। অবশ্য—বিকল্প বন্দোবস্তের একটা প্রস্তাব তাদের নামে হয়েছিল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জমি স্বত্ব ছিল মুসলমানদের। মুসলমানরা স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে। অন্য একজন বাঙ্গালীর নামে সেই জায়গা বিক্রি করেছেন। বাঙ্গালী চেষ্টা করেছিলেন এই জমি দখল নেওয়ার জন্য কিন্তু সরকারের যে Survey Settlemeet বিভাগ ঠিক ন্যায় বিচার করে এই জমি প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন অফিসার এই জায়গায় কাজ করেছেন কিন্তু প্রথম থেকে অর্থাৎ প্রথম পরচা সৃষ্টি হওয়ার কালে খানাপুরী, বুঝারত এইসব stage এর পর attestation, final publication পর্য্যন্ত হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্য এই কথা এই House এর সামনে কি করে উত্থাপন করলেন আমি বুঝতে পারলাম না। বাস্তব ঘটনার যা বিরোধী কেন বা তিনি উত্থাপিত করলেন তা' আমার বোধগম্য নয়। বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন কথা বলেছেন যে আদিবাসীদের জায়গা record করা হয় না, পরচা পাওয়ার পরও তারা জমি দখল পায় না জমির উপর স্বত্ব থাকলে পরে পরচা পায়। জমি দখল না থাকলে সরকার গিয়ে তাদের জমি দখল বুঝ দিয়ে দেবেন। উনি যে বলেছেন যে Settlement বিভাগ তাদের দখলটি পর্য্যন্ত দিচ্ছেন না। Settlement operation আরম্ভ হওয়ার পর Settlement বিভাগের যে কর্ত্তব্য, আইন অনুযায়ী যে আইন আমরা গ্রহণ করেছি সেই আইন অনুযায়ী Settlement বিভাগের প্রত্যেক বিভাগের কর্ত্তব্য যে কোন অবস্থায় যে কোন লোক দখল করে থাক না কেন সে তার স্বত্বের জোরেও বর্গাচাষী হিসাবেও বা বে-আইনীভাবে দখলকার যদি থাকে তা লিখা হবে। যদি কোন আদিবাসী তা মনে করেন যে আমি জঙ্গল দেখে রেখেছি, আর কর্ম্মচারীকে বলেন যে আমরা দেখে রেখেছি এইগুলি আমাদের নামে record করো। কোন কর্ম্মচারী তা করেন না, করতে পারেন না করলে সেইটা বে-আইনী হবে এবং তাকে শাস্তি পেতে হবে। কাজেই যেসব যুক্তি তারা রেখেছেন এবং বলছেন যে অমুক অমুক জায়গায় অমুক অমুক আদিবাসী তাদের জমি থেকে বঞ্চিত হয়েছে,

একটি ক্ষেত্রেও তারা বলেননি যে এইসব আদিবাসীদের কি পরিমাণ জায়গা তাদের দখলে আছে। খোয়াই ও সোনামুড়ার যে দুইটি ঘটনার কথা বলেছেন—জমি দখল করার স্বত্ব থাকতে হবে, যে আইন চালু আছে সেই আইনের বিধি অনুযায়ী জমির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত জমি যদি তার দখলে থাকে তাহলে তারা তা পাবেন না। আইনের নির্দ্ধারিত যে ceilling সেই ceillingএর মধ্যে তার জমি থাকবে। ceilling এর বাইরে এবং যে সমস্ত কথা তারা উল্লেখ করেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার ধারণা, যদি তথ্য নেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে এই সমস্ত জমি তাদের ceilling এর বাইরে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব রেখেছেন একটা, committee করার কথা—আমি যতদূর জানি ত্রিপুরা রাজ্যে যে Tribal Welfare একটা Committee আছে এবং সেই Committee র সদস্য আমাদের M. L. A কয়েকজন আছেন। মাননীয় সদস্য লুরা আওমগ্‌ আছেন, M. P. শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা আছেন। interuption from opposition না দশরথ দেববর্ম্মা নেই। দীর্ঘদিন আপনারা এই কমিটিতে ছিলেন এবং দশরথ দেববর্ম্মা আছেন। কাজেই আপনারা এই সম্পর্কে তদন্ত করতে পারেন। আর জোতদার যারা বর্গাদারদের উচ্ছেদের কথা আপনারা যা বলেছেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধীদলের অনেক সদস্য বলেছেন যে জোতদার বর্গাদারদের উচ্ছেদ করেছে। শুধুমাত্র বাঙ্গালী জোতদার আদিবাসীদের উচ্ছেদ করেছেন এই কথা ঠিক নয়। কমলপুর মহকুমায় ও খোয়াই মহকুমায় বহু ঘটনা আমি জানি আদিবাসী জোতদার বিশেষ করে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের জোতদার যারা তাদের বর্গাদারদের উচ্ছেদ করছে, হিন্দুস্থানী মজদুর যারা, যাদের দ্বারা তারা জমি আবাদ করেছিলেন সেই লোকদের উচ্ছেদ করছেন। কাজেই জোতদারদের রূপ সর্ব্বত্রই এক। সে কি আদিবাসী, সে কি বাঙ্গালী, সে কি হিন্দুস্থানী। কাজেই তাদের যে বক্তব্য যে শুধুমাত্র বাঙ্গালীরাই এদের উচ্ছেদ করেছে, আদিবাসী যারা নয় তারাই আদিবাসীদের উচ্ছেদ কর্‌ছে এই কথাটিও সত্যি নয়। আর আদিবাসীদের সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে কোন আমলে তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিলেন, কত বৎসর আগে তা তারা কিছু বলেননি। কোন কালেও ছিল কিনা আমার সন্দেহ আছে। কারণ এই রাজ্যে বহু বাঙ্গালী ও মুসলমানের বাস ছিল না। মহারাজা আইন করে এই রাজ্যে বাঙ্গালীদের এনেছিলেন সেই কথাও আমার জানা আছে। Non-Tribal দের এদেশে আসার জন্য মহারাজা উৎসাহিত করেছিলেন, সেই তথ্যও আমার জানা আছে। এই কথা বলেছেন যে তারা সংখ্যা লঘিষ্ঠ। যদি সংখ্যা সম্পর্কে তথ্য নেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে তাদের সংখ্যা cent percent রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। এই কথা Tribalরা অস্বীকার করতে পারবেন না। যদি তাদের উপর জুলুম হতো, তাদের উপর অত্যাচার হতো, তবে ইহা কোনদিন সম্ভব হতো না। আরেকটা কথা বলেছেন যে শুধুমাত্র বাঙ্গালী উদ্বাস্তরা আশ্রয় নিয়েছে এদেশে। একথাও সত্য নয়। অনেক অবাঙ্গালী উদ্বাস্ত এদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তারমধ্যে আমার Subdivision এর মধ্যে আমি দেখি ত্রিপুরী আছে, মগ আছে, চাকমা আছে, রিয়াং আছে, গারো আছে, মণিপুরী আছে। এই সব সম্প্রদায়ের উদ্বাস্ত এই দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সরকারও সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও পুনর্ব্বাসন তাদের দিয়েছেন। আর allotment এর জায়গা আদিবাসীদের উচ্ছেদের কথা নৃপেন বাবু যে House এর সামনে রেখেছেন এই সম্পর্কে আমি এক বাক্যে বল্‌ব যে আমার Sub-Divission

এ ভাল জমি পেয়েও আদিবাসীরা তা বিক্রি করে চলে গেছে, এবং ত্রিপুরার বহু ক্ষেত্রে এইকথা সত্যি যে তারা জমি পেয়ে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করতে বিমুখ। তারা জুম চাষ করতে অভ্যস্ত, তারা Grant এর টাকাটা পেয়েই জমি বিক্রী করে অন্যের দখলে দিয়ে চলে যায়। তবে সঙ্গে সঙ্গেই যদি সরকার জানতে পারে এবং যদি তারা টাকা অন্যের নিকট হইতে না নিয়ে থাকে তবে চেষ্টা করা হয়। আমার Sub-Division এ এইরূপ চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারীরা Addl. S.D.O. বা Zonal S.D.O. বা District Magistrate চেষ্টা করেছেন তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য। যে জায়গা allot করা হয়েছে আদিবাসীরা যদি সঙ্গে সঙ্গে বা কিছুদিনের মধ্যেও সেই জায়গা ফেরৎ চায় সেই জায়গা ফেরৎ দেওয়া হয়। আমার Sub-Division এ তা দেওয়া হয়েছে, এমন ঘটনার কথা আমি জানি। কাজেই এই যে প্রস্তাব, এই প্রস্তাবের পক্ষে তারা যে সব কথা বলেছেন এটারও কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করিনা। আমি তাই এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করি।

Mr. Speaker— I would now call on the Chief Minister Shri S. L. Singh.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেই প্রস্তাব হ'ল rightful possession থেকে tribal দের উচ্ছেদ করা হ'চ্ছে। এমন কোন জায়গা নেই ত্রিপুরায় যেখানে rightful possession থেকে কোন tribal কে, tribal তো দূরের কথা, কোন লোককে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা, কোন আইনে কোন যায়গায় নেই। অতএব এই যে প্রস্তাবটা আনা হয়েছে এটা আনার উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, তাদের দেখাতে হবে যে rightful possession থেকে অনেক লোক বিচ্যুত হচ্ছে। এমন কোন আইন এই ত্রিপুরা রাজ্যে নেই যে tribal তো দূরের কথা non-tribal কোন সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করার কোন আইন ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। ত্রিপুরা রাজ্যে যে Land Reforms Act. হয়েছে তাতেও কোন জায়গায় এমন কথা নেই। সুতরাং এই প্রস্তাবটাই একটা সত্য বিরোধীর উপর স্থাপন করা হয়েছে। সেই জন্যই আমি এর বিরোধিতা করছি। তারা উল্লেখ করেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে আদিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ট ছিল। আমি census report দিয়ে দেখাব যে তারা কোন যুক্তির উপর নির্ভর করে একথা বলেছেন। 1941 এ যে census হয়, সেই census হ'ল আমাদের আগে যতগুলো census হয়েছে সমস্ত Bengal এর basis এ হয়েছে। Bengal এ census হ'ত religion basis এ কিন্তু 1941 এ সেটা community wise করে করা হয়েছে সেটাই উল্লেখ করছি। Table no. 13 of Bengal 1941— সেটা হ'ল 35633। অতএব আপনারা যা বলেছেন সেই community wise অনুযায়ীই হয়েছে। কাজেই সেটা বলা হচ্ছে সেটা সত্যের বিপরীত কথা বলা হচ্ছে। আমাদের কংগ্রেসের আমলে 1961 এ census হয়েছে. ১৯৪১ সালের সংখ্যা বলেছি। ১৯৫০ সালে tribal এর সংখ্যা হল ১,৯২,০০০। ১৯৬১ সালে ৩,৬০,০৭০ সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অথচ বক্তৃতায় বলা হয়েছে যে তারা লঘিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু আমি table দিয়ে দেখাব যে double হয়ে যাচ্ছে। 1941এ non-tribals এর সংখ্যা ছিল 4,79,000, 1951 এ হয়েছে 4,46,000, তাদের সংখ্যা কমছে। অতএব সেই যুক্তি দেখান হয়েছে যে. বাঙ্গালী আসার পরে, উদ্বাস্তু আসার পরে tribal দের সংহার করা হচ্ছে বলে সেটা প্রচার করা হচ্ছে, সেটাকেই ধ্বনিত করার জন্য সত্য

বিরোধীটাকে প্রচার করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা হিসাবে এই প্রস্তাব এখানে তোলা হয়েছে। তাছাড়া এর মধ্যে আর কোন সত্য আছে বলে আমার জানা নেই। আমি যা বলেছি তা Bengal census অনুসারে, Assam census অনুসারে, এর মধ্যে false কিছু বলা হয়ে থাকলে আপনারা তা দেখতে পারেন।

Land reforms act কে আক্রমন করা হয়েছে এই জন্য যে, "মাটিতে বাড়ি পড়লে গুনাগার চেতে" Landless কে ভূমি দিতে হবে এবং সেই আইন বড় মারাত্মক আইন। আমার বন্ধু আগে বলেছিলেন যে Secular কথাটি বলা খুব সোজা, তাকে কাজে রূপায়িত করা বড় কঠিন। tribal কে সংরক্ষন করো বলা সোজা, কিন্তু কার্য্যে রূপায়িত করা বড় শক্ত। যারা ধ্বনি তুলেছিলেন যে, landless যারা, বর্গাদার যারা তাদের জমি দিতে হবে, সেই অনুসারে আখড়াবাড়ী, শান্তির বাজার, গোপালনগর প্রভৃতি স্থানে যখন landless কে ভূমি দেওয়ার কার্য্য সুরু হল তখনই দেখলাম যে তাকে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে, কারণ জোতদারকে রক্ষা করতে হবে। অথচ বড় বড় কথা বলা হয়েছিল যে, জোতদার থেকে আমরা জমি ছিনিয়ে নেব, এই বর্গাদারদের জমি দেব। সেই অনুযায়ী যখন জমি দেওয়ার কাজ সুরু হল তখন Chief Commissioner এর কাছে মাননীয় সদস্যদের মধ্য থেকে দরখাস্ত দিয়ে বলা হয়েছিল যে কোন উপমন্ত্রী গিয়ে নাকি বলেছিলেন. উৎপীড়িত করেছেন সেই বর্গাদারকে ভূমিহীন করতে। তারপরে অনুসন্ধানের জন্য পাঠান হল। মাননীয় বিরোধীদলের সদস্য যারা বলেছিলেন তাদেরও আসার কথা ছিল—কিন্তু তাদের সাহসও হলনা সেই জায়গায় থাকার। কারণ বাস্তবের মুখোমুখী দাড়িয়ে কাজ করতে হবে। বর্গাদার যারা, ভূমিহীন যারা তাদের জমি দেওয়ার কাজ আজ সুরু হয়েছে। সেই আইন আঘাত হেনেছে জোতদারদের, যারা সংরক্ষনকারী জমিদারের। মহারাজার সংরক্ষনকারী যারা, তাদের প্রাণে লেগেছে এবং সেই জন্যেই তারা আজ চিৎকার করছেন, যাতে জুমিয়া পুনর্বাসনের কার্য্য, landless দের পুনর্বাসনের কার্য্য ব্যাহত হয়। তা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য সেখানে আছে বলে আমি মনে করিনা।

একটি কথা বলা হয়েছে যে. যারা আছেন জমিতে, তাদিগকে record করা হয়নি। আইনের যে ধারা আছে সেই অনুসারেই কাজ করা হচ্ছে। যারা জমিতে আছে তাদের নাম লিখতে হবে, সেই অনুসারে নাম লিখা হচ্ছে। সেটাকে ব্যর্থ করার জন্যই এই সমস্ত কথা বলা হচ্ছে। সেই জায়গাতেই এই কাজ হচ্ছে, সেই জায়গাতেই চিৎকার করা হচ্ছে যে, জোতদারদের অধিকার ধ্বংস করা হচ্ছে।

আর একটি বলা হয়েছে যে, আমি নাকি খোয়াইতে বলেছি যে, বাঙ্গালীরা শোষক। মাননীয় সদস্যদের মধ্যে কে নাকি বলেছেন। আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করি। কারণ "যদৃশি ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশি"। নিজেরা এখানে বড় বড় কথা বলে থাকেন এবং বাইরে গিয়ে অন্য রকম করে বলা হবে। অতএব তাদের মুখ দিয়ে এছাড়া কোন কিছু বেরুতে পারে বলে আমার ধারণা হয় না। একটা কথা আছে যে, "চুলার মুখে ছাই বের হয়"। আর ভাল কোন কিছুই বেরুতে পারে না।

তারপরে বলা হয়েছে সেই সুদূর সংখগাই প্রভৃতি অঞ্চলে রাস্তার ধারে ধারে যেসব tribal ছিল তারা চলে গিয়েছে। কিন্তু আমি census দিয়ে দেখালাম যে double এর উপর tribal এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ত্রিপুরায় তার কারণ হল এই যে, জুমিয়া পুনর্বাসন, landless দের পুনর্বাসন,

বর্গাদারদের জমি দেওয়ার কাজ ঠিক ঠিক ভাবে হচ্ছে। তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি এবং অন্যান্য সমস্ত দিক দিয়ে উন্নতি মূলক কাজগুলো ঠিক ঠিক ভাবে হচ্ছে বলেই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেইজন্য গর্বিত যে আমরা তা করছি। কিন্তু এই কার্য্যকে হীন প্রতিপন্ন করার জন্যই আমার মনে হয় এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়েছে।

অমরপুরের এক জমাতিয়ার কথা বলা হয়েছে, তার জমিতে rightful possession ছিল। সে congress এ ছিল congress এর টুপি মাথায় দিয়ে। Congress এর এমন কোন অধিকার নেই rightful possession এর মালিকানা ঘোষণা করার, কোন দলের সেটা নেই। সেটা ঘোষনা করতে হবে court এ। কাজেই এই অভিযোগ অভিসন্ধিমূলক। যারা নিজেরা হয়ত survey settlement করে জমি দিয়ে দেন, কোফা দিয়ে দেন এবং বলেন যে আমরা survey করেছি, আমাদিগকে Tax দাও তোমাদের এই জমি দিয়ে দিলাম তারাই এই কথা বলতে পারেন। কাজেই কোন দলের সেই অধিকার নেই কাউকে জোত থেকে বিচ্যুত করার বা যার জোত নেই তাকে জোত দিয়ে দেওয়ার। এটা Courtএ যাবে। মামলা-মোকদ্দমা হবে। Tribals দের এই ব্যাপারে সুবিধা দেওয়া হয়েছে যে তাদের কোন পয়সা খরচ করতে হয় না। যারা সর্বদা এইরকম কাজ করেন তাদের এই চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা হতে পারে না।

Noise

মহাভারত ভাল লাগে। আমরা মনে করি মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

Noise

একটা কথা আছে তো যে বিশেষণের ধুয়ায় ধুয়া করে : অতএব সেটা হ'তে পারে ………। ধুয়ায় ধুয়া তোলা।

Noise

এখানে গান্ধীজির নামে, ধেবরের নামে মানবতার কথা বলা হয়েছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা আজকে এদের প্রশংশা করা হচ্ছে এটা সত্যিই আনন্দের। যারা হয়ত একদিন এই আজাদিই মানতেন না—এই আজাদি ঝুটা হ্যায়। বুর্জোয়া গভর্ণমেন্ট একথা বলতেন। আজ গান্ধীজীকে ও ধেবরকে মানববাদী মানুষবলে স্বীকারোক্তি করেছেন সেইজন্য আমরা আনন্দিত। তার কারণ আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে কংগ্রেস মানব জাতির কল্যাণমূলক কাজ করছেন। সেই জন্য আমাদের যে আইন তাতে rightful possession ছিল না। তারা যাতে possession পেতে পারে সেই জন্য survey settlement এর কাজ আরম্ভ হয়েছে। যাতে Jumia রা ভূমি পেতে পারে সেই দিক লক্ষ্য রেখে এই আইন করা হয়েছে। Tribal দের উন্নতির জন্য Tribal Advisary Board আছে, তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা তারা করবেন এবং সেই অনুসারে সরকার তার কার্য্যধারা পরিচালিত করবেন। অতএব Tribal বিরোধী যদি কোন কাজ করা হয় তাহলে Tribal Advisor Board সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকেন এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা করে যায়। আর একটি কথা বলা হয়েছে যে এক জনের জমি আর এক জনকে দিতে হবে, সেটা যে কি করে দেওয়া যায় তা আমি বুঝতে পারি না। কারণ একজনের জমি আর একজনকে দিয়ে দেওয়া হবে এ রকম কোন আইন ত্রিপুরা রাজ্যে নাই, তবে তারা যদি সে রকম কোন কিছু করতে চান সেই ভাবে খসড়া উপস্থিত করতে

পারেন। অতএব মানবতা বিরোধী আইন যত আছে সে সম্বন্ধে তারা চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু আমরা মানবতা বিরোধী বা আইন বিরোধী কোন কাজ যে জায়গায় আমরা বলেছি যে সমস্ত স্বার্থকে সমভাবে দেখব, সেই জায়গায় একটি লোককে তার rightful possession থেকে সরিয়ে দিয়ে আর একটি লোককে জায়গা কি করে দেয়। তা আমি চিন্তা করতে পারছি না, কল্পনাও করতে পারছি না। ত্রিপুরা রাজ্যের তপশীল এলেকা ঘোষণা সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা হয়েছে। আমি আগেই বলেছি Dhebor Commission প্রত্যেকটি Tribal এলেকা ঘুরে দেখেছেন এবং Tribalরা সহিষ্ণু বলে তারা জানে, সেই জায়গায় সহিষ্ণু সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ কিভাবে করা যায় তারই উপায় হিসাবে আমাদের কাছে সুপারিশ করেছেন। Tribal দের জন্য ত্রিপুরায় বিশেষ করে এই কাজ সুরু হয় ১৯৫৩ সনে এবং ১৯৫০ সালে আমরা ভূমি দানের কাজ প্রথম সুরু করি নগাফায়। তারপরই Tribal settlement এর কাজ সুরু হয়। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা প্রায় ১৩,০০০ মত পরিবারকে জায়গায় বসিয়েছি। সব শুদ্ধ লোক ছিল ১৭,০০০ পরিবার, তার মধ্যে আমরা ১৩,০০০ পরিবারকে বসিয়েছি, এখন দেখা যাচ্ছে আরো ১২,০০০ মত family আছে, অতএব তার সংখ্যা বেড়েছে। সংখ্যা কমেনি। অতএব সেই পরিবারগুলিকেও বসাবার কাজ ত্রিপুরা সরকার গ্রহণ করেছে এবং সেই অনুসারে তাদিগকে জমি দেওয়া হচ্ছে। colony করে দেওয়া হচ্ছে যে জায়গায় colony করা যায় না, ছোট জায়গায় সেখানে settlement দেওয়া হচ্ছে। অতএব ভূমি দান করা, তাদের জমিতে বসানো, কৃষি কাজে নিয়োজিত করা এই কাজগুলি ত্রিপুরাতে সুরু হয়েছে তাদের সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদের নাচ গান থেকে সুরু করে, যেটা জনসাধারণের কাছে অপাংক্তেয় ছিল সেটা যাতে গ্রহণযোগ্য হয় সে কাজ সুরু করেছি। তাদের শিক্ষার জন্য ত্রিপুরী ভাষায় যে সব শিক্ষক শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। Tripuri ভাষার যে dialeet আছে তা কিভাবে সংস্কার করা যায় প্রচার করা যায় তার চেষ্টা হচ্ছে। অতএব ধেবর কমিশন যা বলেছেন সেই অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের কার্য্য চলেছে।

অতএব এই যে প্রস্তাব আনা হয়েছে rightful possession থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে সেই জায়গায় কোন মানুষ rightful possession থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে উচ্ছেদ হয় নাই Tribal উচ্ছেদ হবেই না। কোন মানুষ তার rightful possession থেকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা ত্রিপুরা রাজ্যের কোন আইনে নেই। কোন কর্ম্মচারীর নেই কোন সরকারের নেই। অতএব এই যে প্রস্তাব যেটা সত্য বিরোধীর উপর প্রতিষ্ঠিত সেটাকে গ্রহণ করা যায় না সেই জন্যই আমি তার বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Dinesh Deb Barma I would request you not to introduce any thing now, not to make any repeatation. You simply confirm your speech in giving reply to any point raised from the other side.

Shri Dinesh Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাব এখানে রেখেছিলাম, এই প্রস্তাব দ্বারা বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে যে অনগ্রসর উপজাতি তাদের রক্ষার উদ্দেশ্যেই রেখেছিলাম। অবশ্য আজকে Ruling partyর যে সদস্য যারা এই প্রস্তাবের অসাড়তা সম্বন্ধে কয়েকটি যুক্তি এইখানে উপস্থিত করেছেন। আমি একটি কথা শুধু এখানে বলতে চাই যে কোন rightful possession

থেকে কোন tribal কে করা হচ্ছে কিনা তার তথ্য উনারা জানতে চেয়েছেন। আমি আমার প্রথম বক্তৃতায় বলেছি যে হাওয়াই বাড়ী ২৬৩, ১০৩, ৩৭৫, ১১৮, ৪১৭ ২২৬ এই জোতগুলির এইটাকি যারা প্রস্তাবক তারাই তৌজি স্থাপন করে নম্বর বসিয়েছে না। সরকারী কোন কর্ম্মচারী সেই নম্বর বসিয়েছেন ? কাজেই অসাড়তা সম্বন্ধে তারা যে বক্তব্য এখানে পেশ করেছেন সে সম্বন্ধে একটু বলতে চাই যে এর চেয়ে আর কি দৃষ্টান্ত আপনারা চান ? এখানে ceiling limit সম্বন্ধে যে বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে আমি সে সম্বন্ধে বলিনি। কারণ ceiling limit 25 standard area অর্থাৎ ৬২॥ কাণি, কোন Jumiaর পক্ষে ও ছোট জোতদারের পক্ষে ceiling limit বরাদ্দ হয়নি, কোন কোন জায়গায় তাদের family holdings হিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে এবং জমি পুনর্ব্বাসনের যে জমি সেটা family holding এর category র মধ্যেও পরে না, কাজেই আজকে যারা সরকারের চোখে কর্মচারীর চোখে যে সমস্ত Khas land বলে প্রমাণিত সেই সমস্ত Khas land এ যারা পুনর্বসতি লাভ করেছেন, ৩০০ টাকা সরকারের কাছ থেকে তারা draw করেছেন। এটা কি তাদের পক্ষে rightful established কিনা। সেটাই হবে আমার বিচার্য্য বিষয়। আমি এটাকে যৌক্তিক মনে করব না, আমি একথা বলব না যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই আমার জোত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যারা ruling party র সদস্য তাদের একথা জানা উচিত যে মহারাজার আমলে আজকে যারা এই ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি তারা প্রথমে কি করত, তারা প্রথমে করত সেই যে সমস্ত জমি তারা দখল করবেন সেই জমিতে তারা ঘর বাড়ী তৈয়ার করে জমি আবাদ করত। এবং একটা বন্দোবস্ত করা হয়। সেই জমি তারা ১০ বছর ১২ বছর, কোন কোন ক্ষেত্রে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত তারা এই জমি তারা দখল করে থাকে ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমি সংস্কার আইন চালু হয়েছে—নূতন ভাবে। আজকে যারা এক দ্রোন বন্দোবস্ত নিয়ে দশ দ্রোন দখল করে আছে আমি তাদের জন্য এ প্রস্তাব আনব না। আমি প্রস্তাব এনেছি যারা তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে তারা যেন উচ্ছেদের হাত থেকে রেহাই পায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ruling partyর থেকে আমি এই আশ্বাস পেলামনা যে আজকে যারা উচ্ছেদ হয়েছে তাদের সম্বন্ধে তদন্ত হবে। একথা আজকে কেউ বলেননি কারণ আজকে কোর্ট কাছারী উনাদের রক্ষা করতে পারছেন না কাজেই এ জন্য আমি বলি যে কমিটি এর জন্যই প্রয়োজন। এ কথা আমি বলবনা যে কমিটি Supreme authority নিয়ে যাবে। যা real fact. সত্য ঘটনাকে কমিটি যাতে present করতে পারে সেইজন্য আমি কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছি। আজকে Departmentএর কোন অভাব নেই। এখানে Settlement Department হয়েছে, Tribal Department হয়েছে, এখানে মন্ত্রী গঠন হয়েছে, এখানে adminstration হয়েছে। আমি কাউকে কম নজর দেইনা, কিন্তু তারা রক্ষা করতে পারছেনা। তার কারণ আজকে বংশানুক্রমে যারা চাষাবাদ করে আসছে। এখানে ভূমি সংস্কার আইনের ফলে তারা সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি এখানে এই সম্পর্কে একটু না বলে পারলাম না। কারণ এটা একটা relevant question আইরা বটতলাতে এখন attestation হচ্ছে। জানেননা বুঝি আপনারা ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা ruling partyর সদস্য তারা বোধ হয় জানেননা যে এখানে একজন Land Holder তিনি ৩৪ জন মানুষকে জমি বিক্রী করে দিয়েছে। আজকে এই Purchaser এক সঙ্গে খাজনা দিতে পারছেনা বলে একজনের নামে attestation হলনা, নামজারী হলনা এই ধরণের ঘটনা

এখানে ঘটে থাকে। কাজেই আজকে গ্রামদেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেটার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, বিচার করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে কমলপুরের সদস্য শ্রীসুনীল বাবু আমি যে ঘটনা আজকে এখানে বলেছি তার সম্বন্ধে আওয়াজ দেননি। তিনি এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন কিনা আমি জানিনা আমি এ কথা আবার বলি যে একজন Tea gardenএর মালিক তার কোন চৌহদ্দি ছিলনা। যেখানে গঙ্গাচরণ দেববর্মার পিতা কৃষ্ণ দেববর্মা জমি বন্দোবস্ত নিয়ে ৪০।৪৫ বছর সেখানে থাকে. আজকে ৪০।৪৫ বছর পর সে জায়গার দাম অনেক বাড়ল তখন যে বাগানের বাবু—অবশ্য আমি বলি সেই জায়গা থেকে এখনও বাগান ১ মাইলের মত দূর আছে। সেই বাগানের বাবুর লোভ হয়েছে। তিনি বলছেন এটা আমার বাগানের এরিয়ার অতএব তোমাকে জমি দেওয়া হবেনা। অবশ্য আমি একথা বলিনা যে গুরুকৃষ্ণের ৬ দ্রোন জমি আছে, তাকে আরও দেওয়া হউক। সেটা আমি encourage করিনা। কিন্তু যে ঘটনা ঘটেছে সেটা সত্যি কিনা। এবং বাউলিয়া রাস্তার যে ঘটনা এখানে উপস্থিত করা হয়েছে আমি বলব যে একটা সীমানা ছিল সেই সীমানা অতিক্রম করে আপনারা চলুন, তদন্তকরে দেখুন একথা সত্যি কিনা আজকে তাদের কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাড়াতে তাড়াতে আজকে তাদের টীলার উপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অতএব আমি এ কথা বলতে চাই যে এই যে উপজাতি তারা বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে তাল মিলাতে পারছেনা। যার ফলে বিভিন্নভাবে তারা দারিদ্র্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই দারিদ্রতার সুযোগে আজকে মুষ্টিমেয় লোক এইভাবে তাদের rightful জোত থেকে উচ্ছেদ করার যে একটা tendency তা যেন আর persue না করা হয় এবং যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তার যাতে প্রতিকার হয় তার জন্য আমি এখানে সুপারিশ করেছি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, first hourএ এখানে ruling partyর পক্ষ থেকে একটা sentiment প্রশ্ন তোলা হয়েছে, আমি তার উত্তর না দিয়ে পারছিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, sentimentএর প্রশ্ন নয়। এ কথা তারা অস্বীকার করতে পারবেননা যে এক সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। একথা তাদের স্বীকার করতে হবে। এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে তারা সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়েছে কিনা এবং এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পুর্ণ দায়ীত্ব নিয়ে সরকার তাদের শিক্ষায়, সংস্কৃতির উন্নতির কথা চিন্তা করিবেন কিনা? মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর conference এ তিনি report করেন যে এখানে আর তিলমাত্র জায়গা নাই, পুনর্ব্বাসন দেওয়া যাবে না। সেই যুক্তি যদি আমি স্বীকার করে নেই তাহলে আজকে যে ত্রিপুরা রাজ্যে ১২।১৩ লক্ষ মানুষ হল তার কি ব্যবস্থা। আজকে integrationএর প্রশ্ন আছে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যাহাতে বিরোধ না ঘটে যাহাতে সবাই শান্তিতে বাস করে সেই ব্যবস্থা যাহাতে থাকে তার জন্য যে সমস্ত সুপারিশ উপস্থিত করেছি তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কাজেই এই দিক দিয়ে আমি এ প্রস্তাব এখানে রেখেছি। কাজেই আমার এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত আমি তাদের কাছে অনুরোধ রাখব যে আপনারা যখন এ সম্পর্কে ভোট দেবেন তখন নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করে দেখুন। দেশকে গঠন করার পক্ষে আমার এই যে প্রস্তাব তা বিবেচনার জন্য আমি অনুরোধ করে আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker— The consideration of the resolution is over. I would request the Hon'ble Members. I am now putting the resolution to vote. The

question before the house is where as wide spread eviction of Tribal people from their rightful possession of land is reported. This Assembly request the Govt, to set up a committee as early as possible to go through each of this eviction cases, find out the causes of this eviction and to suggest measures for the protection of Tribal rights in land.

As many as are of that opinion will please say Ayes,

Voices—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Voices—Noes.

Noes have it.

If anybody challenges my decision I may adopt any other means. I have other means to divide. So the Noes have it after the Speaker declares the resolution is not passed. The house stands adjourned till 11 A.M. on Monday. the 21st Dec. 1964.

—O—

APPENDIX—'A'

(Papers laid on the table)

Stared Question No. 62. By SHRI AGHORE DEB BARMA

QUESTION	ANSWER
1. Whether Tripura Government has any proposal to constitute a Public Service Commisssion for Tripura ?	There is at present no proposal to constitute a Public Service Commission for Tripura.
2. If not, what are the reasons ?	The U.P.S.C. is required to be consulted under the existing rules.

Stared Question No. 222 By SHRI BIR CHANDRA DEB BARMA

QUESTION	ANSWER
1. Whether pay and salaries of Shri N. C. Saha a cadre of T. C. S. was with-held from July, 1962 ?	There is no T. C. S. Cadre. Salaries of Shri N. C. Saha a Sub-Deputy Collector of the Govt. of Tripura have been with-held by the Accountant General Assam & Nagaland with effect from 1-7-62.
2. If so, the reasons thereof ?	Un-authorised absence from duty after enjoying earned leave granted to him and consequent failure to send charge report to the A. G. Assam and Nagaland.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISILATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963

21st December, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Monday, the 21st December, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, Development Minister, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty-three Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker—In to-days' List of Business first item is Questions. There are number of questions. I would now call on Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty—119

Shri Sachindra Lal Singha

QUESTIONS :	ANSWERS :
1. The total number of Indian Muslims who migrated to Pakistan during last 3 years.	1. No Indian Muslim migrated from Tripura.
2. A division-wise break up of that figure.	2. Does not arise.
3. The possible causes of their migration ?	3. Does not arise.

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তিনি অবগত আছেন কিনা যে কয়েক হাজার ইণ্ডিয়ান মুসলমান সম্পত্তি বিনিময় করে পাকিস্তান চলে গেছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ — মাইগ্রেশন করে যায় নাই, সো ইট ডাজ নট এরাইজ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি মাননীয় স্পীকার স্যার, ইণ্ডিয়ান মুসলিম পাকিস্তানে এট-অল গিয়েছে কিনা ?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ—First and foremost according to this question is migration, অতএব অন্য প্রশ্ন যদি করা হয় then I want notice.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কোন ইণ্ডিয়ান মুসলিম পাকিস্তান যাওয়ার পর ফিরে এসেছে কিনা এখানে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— I want notice.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে এখানে মুসলমান মাইনরিটিজ (ধর্মনগর) তারা পুলিশ জুলুমের জন্য কিছুটা আতঙ্কগ্রস্থ ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— Most probably this is not correct.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সম্পত্তি বিনিময় করে যাওয়াটা আইনতঃ সিদ্ধ কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— আমি আগেই তো বললাম— I want notice for this.

Mr. Speaker— No other supplementary ? Then I would call on Shri Hlura Aung Mag.

Shri Hlura Aung Mag— Question—249

Shri S. L Singh—

STARRED QUESTION
No. 249 BY SHRI HLURA AUNG MOG.

QUESTIONS :	REPLY
1. Total amount of food-grains lost in transit and shortage each year during 1959—64 :	A statement is the laid on the Table of the House.
2. What is percentage of loss to the quantity of food-grains handled each year :	

QUESTIONS :

3. Steps taken to lesson the quantity of loss ?

REPLY :

(a) Departmental staff are posted at different Railway stations to supervise clearance of foodgrains from wagons, weighment etc.

(b) Value of quantity found short beyond permissable limits is deducted from the bills of Transport Contractors. If any shortage occurs due to the fault of the Transport contractor the value of the entire shortage is deducted from the bill of the transport contractor even if it is within permissable limits.

(c) If any shortage occurs in godowns due to the negligence of the Store keepers, disciplinary action is taken against them.

(d) All concerned have been instructed to take every step to reduce shortages to the minimum possible.

(e) Pucca godown have been constructed as it was found that storage, losses in katcha godowns were higher.

Stocks are inspected and sampled by a Technical Assistant periodically.

Insecticides are used and fumigation uudertaken to avoid loss by rodents and pests.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে ১৯৬২-১৯৬৩ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের যে পাব্লিক একাউন্টস Committee তার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে কন্ট্রাক্টারেরা মেইনলি রেসপন্সিবল এত বেশী লস্ হওয়ার জন্য ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— It is not known to me.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী – মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোন্ কোন্ কন্ট্রাক্টারকে সাজা দেওয়া হয়েছে তার নামগুলি এই এসেমব্লিতে উপস্থাপিত করবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—I want short notice to give names on this particular item.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় ভবিষ্যতেও এই এসেমব্লির কাছে নামগুলি উপস্থাপিত করতে রাজী আছেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— আগেই বললাম I want short notice.

Mr. Speaker— Then I would call on Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Deb Barma-- 301

Shri S. L. Singh— 301

Starred Question No. 301 **By Shri Dinesh Deb Barma, M. L. A.**

QUESTIONS	REPLY
1. Whether a large number of villagers had to evacuate their huts at Karangicherra, Khowai during repeated firing on Indian border by Pakistani forces.	1. Yes ; 90 families living in the locality exposed to Pak firing shifted to safer places.
2. Whether any relief has been given to these families who suffered serious economic loss due to such evacuation ?	2. Yes ; a test relief project of road repair has been taken up for the benefit of landless agricultural labourers deprived of employment in hervesting owing to Pakistani firing.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে গত ৬ই আগষ্ট থেকে আজ পর্য্যন্ত কতবার গুলি চালিয়েছে পাকিস্তানীরা ঐ এলাকার মধ্যে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— থ্রী টাইমস্।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ৬ই আগষ্ট থেকে ২২ শে আগষ্ট, ১৭ই নভেম্বর, ৫ই ডিসেম্বর, এবং ১৬ই ডিসেম্বর থেকে—আমি জানিনা এখন বন্ধ হয়েছে কিনা—এই পর্য্যন্ত যে গুলি চালান হয়েছে তাতে সেই সমস্ত এলাকার জনসাধারণের কত ক্ষতি হয়েছে? সেই ক্ষতির পরিমাণ কি?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— যে যে জায়গাতে ফায়ারিং হয়েছিল সেই জায়গাতে হার্ভেষ্ট যেটা সেইটা এখনও উঠানো হয় নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে সেই এলাকার লোকেরা খোয়াই এস. ডি. ও-র কাছে তাদের সাহায্যের জন্য কতবার প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— আগেই বলা হয়েছে সেখানে যে ষ্টেট রিলিফ ওয়ার্ক তা চালানো হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে এই সমস্ত লোক তাদের ঘর-বাড়ী, ছেড়ে এসেছে, কেটল ছেড়ে এসেছে, বিভিন্ন জিনিষপত্র ছেড়ে এসেছে এবং তাদের অর্থনৈতিক সাহায্যের দরকার।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ –কিন্তু কেটল ছেড়ে চলে এসেছে সেই রকম কোন খবর আমরা পাইনি। তারা তাদের কেটল আনেনি এবং তাদের জিনিষপত্র কোন কিছু আনেনি এই রকম কোন খবর আমরা পাইনি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ঐ এলাকার জনসাধারণ তাদের ফসল কাটতে না পারার ফলে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন কি?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন বিধান নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— তাদের সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা করবেন কি?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ –সেইটা আগেই বলা হয়েছে ষ্টেট রিলিফ আমরা দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার— নো আদার সাপ্লিমেণ্টারিজ? দেন আই উড্ কল অন শ্রীরামচরণ দেববর্মা।

শ্রীরামচরণ দেববর্মা।— কোশ্চান নং ২৯২

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— কোশ্চান নং ২৯২

প্রশ্ন	উত্তর
1. Whether the Govt. has fixed up minimum prices for the procurement of paddy and rice in Tripura; 2. if so, what are they; 3. Whether the Govt. has fixed	আমরা প্রাইস ফিক্সড্ করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছি এবং Govt. of India'র কাছে সেইটা পাঠানো হয়েছে and if approved as soon as the approval will be available we shall

QUESTIONS :	REPLY:
up any target for procurement at that fixed minimum price.	start procurement of the food-grains. Rs. 30 paddy Rs. 20 rice
4. if so, what is that target ?	As soon as the procurement price will be settled up, and fixed up then we will be able to fix all this.

শ্রীনৃপেন চক্রুবর্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে খোয়াই কল্যাণপুরে ধানের দর কত ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— এখনো ধানের মূল্য ঠিক হয় নাই, ধান এখনো কর্তিতই হয় নাই অতএব ধানের মূল্য বাজারে যেটা আছে তা স্থায়ী মূল্য বলা যায় না। ধানের দাম বলা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমন ধান এখনো উঠে নাই। অতএব টপ্ করে বলা যায় না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে সেখানে ১০ টাকায় ধান বিক্রয় করা হচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আগেই তো বললাম এখনও ধানের বাজার নাই। এই কথাতো বলি নি। আমন ধান যেটা আছে হারভেস্ট এর পরেই সেইটা উঠে, অতএব সেইটার উপরে নির্ভর করে ধানের দাম। আমরা এই কথা বলতে পারি দুই এক জায়গাতে উঠতে পারে।

শ্রীনৃপেন্দ্রচক্রবর্তী - মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে ত্রিপুরার বহু জায়গাতে ধানেরদর ১৩ টাকার চেয়েও অনেক কমে গেছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— তের টাকা থেকে যে সমস্ত জায়গাতে কমবে সেইখানে, সেই জায়গাতে কো-অপারেটিভকে বলা হয়েছে টু প্রকিউর।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে কোন একটা কো-অপারেটিভ ধান কিনতে দেখছে এবং সরকার থেকে তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— তারা এগ্রিএবল্ এবং তারা লাইসেন্স চেয়েছে এবং সেই লাইসেন্স দেওয়া ও হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—লাইসেন্স চাওয়া হয়েছে এবং লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে Co-operative এর মধ্যে agreeable party আছে এবং তাদেরকে licence দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে যারা এখানে ট্রেড করে চলেছে তাদেরকে কোন লাইসেন্স করতে বলা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— হ্যাঁ, লাইসেন্স করতে বলা হয়েছে, লাইসেন্স করতে হবে। উইদাউট্ লাইসেন্স চলবে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে এই ধান যাতে ব্লেকমার্কেটিয়ারদের হাতে যায় সেই জন্যই তারা এখনও ধান কিনছেন না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— তা তো আমি বলতে পারব না।

শ্রীলুড়া আং মগ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে শান্তিরবাজারে যে কো-অপারেটিভ আছে সেখানে ধানের মণ ১০ টাকা করে খরিদ করা হচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— আগেই বলা হয়েছে এজ সুন এজ দি প্রাইজ উইল বি সেটেলড্ আপ ইট উইল বি পার্চেইজড। মাননীয় বন্ধুরা নিশ্চয় জানেন যে টাকাটা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট দেন এটি জানা ব্যাপার।

শ্রীলুড়া আঙ মগ— ইহা তদন্ত করবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— It is not within our notice. If a prima-fasci case is proved then we will enquire about it.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে কো-অপারেটিভকে ১৩ টাকা দরের নীচে কিনতে নিষেধ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—As Soon as it will be approved. আগেই বলা হয়েছ যে India Govt Price consider করছেন এবং সেইটার উপরই নির্ভর করছে and if that is approved by the Central Govt. সেইটা আসলেই পরেই আমরা কিনে নেব।

শ্রীনৃপেন্দ্রচক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কো-অপারেটিভকে কি দরে চাল কিনতে বলা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিহ—বলা হয়েছে বাজার যদি কমে যায় কো-অপারেটিভ থেকে তারা কিনবে এবং সেই অনুসারে তারা কিনতে তৎপর রয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—দেন আই উড কল অন শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— ১২০

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—

Starred Question No. 120 by Shri Nripendra Chakraborty.

QUESTION :	REPLY.
1. Weather any tribunal has been set up for the scrutiny of cases of suspected pak nationals who have to be deported.	(1) Yes.
2. If so, the names of the judges who compose these Tribunals	(2) Shri S. C. Mjumdar, Addl. District Judge, Tripura.
3. The number of cases referred to these Tribunals upto to the present time.	(3) Nil.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ফরেইনারস এক্টে কোন মুসলমানের উপর নোটিশ আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—I want notice about this because there is a Tribunal and it is not connectod particularly with this question, so it is not possible for us to give you the names just now. So I demand notice

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, this is absolutely related to the question. কারণ ফরেইনারস এক্টে যাদের নোটিশ দেওয়া হয় তাদের ট্রাইবুনালে পাঠান হয়। হি ইজ নট প্রিপেয়ার্ড ফর এনি সাপ্লিমেন্টারিজ। দি মিনিষ্টার ইজ নট প্রিপেয়ার্ড—হি কামস আনপ্রিপেয়ার্ড— দে ইভেন ডু নট কেয়ার টু এন্সার দি ওরেল কোসেন্স দেট ইজ ফাউণ্ড ইন দি এসেমব্লি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই প্রতিশ্রুতি দেবেন কি যে যাদের উপর ফরেইনারস এক্ট'এর নোটিশ হয়, ট্রাইবুনেলের মাধ্যমে তাদের কাহাকেও পাকিস্তানে পাঠান হবে না।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—এটা তো ট্রাইবুনেলে রয়েছে এবং ট্রাইবুনেলের মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদেরকে পাঠানোর, ট্রাইবুনেলে গঠিতই হয়েছে সেইজন্য, প্রতিশ্রুতির প্রশ্ন তো আসে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে অমরপুরে কণ্ট্রাক্টাররা এখনও বহু পাকিস্তানী মুসলমান আনছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—সেইটা তো আমরা অবগত নই, মাননীয় সদস্য যদি অবগত থাকেন তবে পুলিশে রিপোর্ট করলেই ভাল হয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অবগত আছেন কি যে কিছু পাকিস্তানী মুসলমান সম্প্রতি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন—অমরপুর থেকে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— নট্ নোউন্ টু মি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে কন্ট্রাক্টাররা জামিনে মুক্ত করে আবার কাজ করাচ্ছেন তাদের দিয়ে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— ইট্ ইজ্ নট্ নোউন্ টু মি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— তদন্তের প্রশ্ন থাকে না। যদি মাননীয় সদস্য মহোদয় অবগত থাকেন এবং অথারিটিকে জানান, জানানো একটা পবিত্র দায়িত্ব প্রত্যেক সিটিজেন এর।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে সে কন্ট্রাক্টার কংগ্রেস তহবিলে মোটা টাকা দিচ্ছেন বলে তিনি তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— আগেই বলা হয়েছে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য যদি অবগত থাকেন পুলিশে জানানো দরকার, অথারিটি যেটা আছে অথারিটিতে জানানো হলে অথারিটি নিশ্চয় উইল্ লুক ইনটু দিজ্।

মিঃ স্পীকার— দেন আই উড কল অন্ শ্রীলুড়া আং মগ।

Question No. 253 by Shri Hlura Aung Mog.

QUESTION	REPLY
1. Whether profit margin at whole-sale and retail level has been fixed up by the Govt. under provisions of the Defence of India Rules, for essential commodities.	Yes, for sugar only.
2. If so, the commodities covered.···	
3. The rate of profit fixed up ?······	Rs. 2·68 P per quintal at each stage.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি অবগত আছেন যে কলিকাতাতে ফুডগ্রেইনসের অর্থাৎ চাউল এবং গমের যে প্রফিট মারজিন সেটা ফিক্স আপ আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— আগেই বলা হয়েছে যে এখানে, ত্রিপুরাতে পেডি এবং রাইচ্ এর নিম্নতম দর ধার্য্য যেটা সেইটা এখনও এপ্রোভ হয়ে আসে নাই। এপ্রোভ হয়ে আসলেই পরে সেইটা সীদ্ধান্ত করা হবে।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Dinesh Deb Barma.

Shri Dinesh Deb Barma—175

Shri S. L. Singh—

STARRED QUESTION NO 175— ASKED BY SHRI DINESH DEB BARMA

QUESTION	ANSWER
1. The number of police force employed at Agartala in connection with the hartal called by Drabya Mullya Briddhi Protirod Committee on the 25th September, 1964.	306 police personnel (including Home Guards) were employed at Agartala.
2. What was the purpose of such posting ?	The purpose of such posting was to maintain law & order.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন যে ঐ দিন পুলিশ কত লোককে গ্রেপ্তার করে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— I am prepared for it, but accurate figure I cannot give just now.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে ঐদিন শহরে শান্তিভঙ্গ হয়েছে বলে কোন অভিযোগ থানাতে করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ — শান্তিভঙ্গের জন্যই এরেষ্ট হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে পুলিশ কোন শান্তিভংগের অভিযোগ থানায় রেকর্ড করিয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— শান্তিভঙ্গ হয়েছিল বলেই করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম ঃ— আমার প্রশ্নটা ছিল যে ঐদিন শান্তিভঙ্গের জন্য পাবলিক থানায় অভিযোগ করেছে কিনা ?

(ইনটেরাপ্‌শান)

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— পুলিশ সেখানে পোষ্টেড্‌ ছিল, অতএব তাহারা সেখানে দেখেছে যে শান্তিভঙ্গ হয়েছে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা— Whether any proceedings under Section 107 (c) R.P.C. was drawn up either by Police or by public on that day ?

Shrt S. L. Singh :— সেইজন্য নিতে হবেনা, সেইজন্য নয়। ইফ্‌ ইট্‌ ইজ্‌ সো আই উইল্‌ হেভ্‌ টু ছে দিজ্‌।

Shri Birchandra Deb Barma :— Under Section 107 (c) R.P.C. mind that.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে সেদিন কিছু লোককে অন্যায়ভাবে, বে-আইনীভাবে এরেস্ট করা হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—বে-আইনীভাবে কোন লোককে এরেষ্ট করা হয় নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে সে লোকগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এই জন্যে যে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিলনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—নো, সেইজন্য ছেড়ে দেওয়া হয় নাই।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা : Whether the case has been withdrawn against the person who has been arrested on that day ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ —Yes, cases were withdrawn.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—May I know Sir, why the case has been withnrawn.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—For the maintenance of peace and tranquility.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা—Is it true that the case has been withdrawn as there was no Prima-Facie case against them ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— No, not that.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা—Under what circumstances the case was withdrawn will the Hon' Minister reply ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— Yes, Government thought peace and order would have been established, peace & tranquility.

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি সত্য যে যাদের ঐদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের হেরাস করার জন্যই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—This is to establish peace & tranquility.

Mr. Speaker — I would now call on Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty— 126.

Shri S. L. Singh — Stared question No. 126.

NO. 126

QUESTIONS :	ANSWERS :
1. Total number of people arrested during the last 2 years under Criminal Procedure Code and West Bengal Security Act as applied to Tripura.	3948 persons arrested during the last 2 years under Cr.P.C. and West Bengal Security Act as per details below :–

	1962	1963	Total
Cr. P. C.	1604	2163	3767
West Bengal Security Act.	47	134	181
Total	1651	2297	3948

QUESTIONS :	ANSWERS :
2. A division wise break up of that number.	Statement enclosed.
3. Number of tribal people among them.	481 persons (under Cr. P. C. =405 and under West Bengal Security Act. =76)
4. Number of such people convicted during the period.	304 persons in all were convicted during the years 1962 and 1963 both under Cr. P. C. and West Bengal Security Act as per details below :—

	Cr. P. C.			West Bengal Security Act			Grand Total
	1962	1963	Total	1962	1963	Total	
Tribesmen	26	19	45	—	—	—	45
Others	120	135	255	2	2	4	259
Total :	146	154	300	2	2	4	304

A STATEMENT SHOWING THE SUB-DIVISION WISE BREAK UP OF THE NUMBER OF PEOPLE ARESTED DURING THE LAST 2 YFARS UNDER CR. P. C. & WEST BENGAL SECURITY ACT,

1	2	3	4	5	6
Sl. No.	Name of Sub-Division	Year.	Cr.P.C.	West Bengal Security Act	Total
1.	Sadar	1962	540	10	1424
		1963	810	64	
2.	Amarpur	1962	188	—	371
		1963	183	—	
3.	Khowai	1962	6	5	18
		1963	7	—	
4.	Belonia	1962	219	12	434
		1963	203	—	
5.	Dharmanagar	1962	476	13	1303
		1963	802	12	
6.	Kamalpur	1962	1	2	21
		1963	7	11	
7.	Sonamura	1962	68	—	139
		1963	39	32	
8.	Sabroom	1962	66	2	105
		1963	30	7	
9.	Udaipur	1962	35	—	61
		1963	26	—	
10.	Kailashahar	1962	5	3	72
		1963	56	8	
	Total :—	1962	1604	47	1651
		1963	2163	134	2297
	Grand Total :—	—	3767	181	3948

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে যাদের বিরুদ্ধে কেস করা হয়েছে তাদের খুব কম সংখ্যককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— এটা তো কোর্ট এর উপর সবকিছু নির্ভর করবে, কোর্ট যেখানে শাস্তি দেওয়ার যোগ্য সেখানে শাস্তি দেবেন আর যেখানে শাস্তির যোগ্য নয় শাস্তি দেবেননা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে শতকরা ১০ জনকে শাস্তি দেওয়া এটা পুলিশের পক্ষে অত্যন্ত ফেলিউরের কথা, ব্যর্থতার কথা।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— যদি ব্যর্থতার কথা হয় জাজ্ নিশ্চয়ই সেই রিমার্ক করবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চার্জসীট তারা দাখিল করতে পারেননি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— তা হলে সেই জাজ্ নিশ্চয় তাঁর রিমার্কে দেবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি যে এই কেস্ করতে গেলে গভর্ণমেণ্টের বহু টাকা খরচ হয় এবং এটা তারা বৃথা খরচ করছেন কারণ প্রাইমা ফেসি কেস্ তারা এষ্টাব্লিস করতে পারেননি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— করতে হয় কারণ চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, তদ্রুপ করলে তদন্ত করতে হয় এবং সাক্ষি প্রমাণ পেলে তবে এরেস্ট করে পুলিশ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে রাজনৈতিক আক্রোশ বলেই এইসব মামলা আনা হয়েছে এইসব লোকের বিরুদ্ধে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— আগেই বলা হয়েছে যারা চুরি ডাকাতি করে পুলিশ সেখানে সাক্ষি প্রমাণিত হলে তবে তারা এরেষ্ট করে।

Mr Speaker— I would now call on Shri Hlura Aung Mug.

Shri Hlura Aung Mug—Question No. 250

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—Starred Question No. 250

QUESTION	ANSWER
1. Whether Malkhana accounts of Tripura for the period from 1949 to 1960 were audited ;	
2. If so, whether the audit inspecting reports pointed out a number of irregularities detected during audit ;	Information is under collection.
3. If so, the nature of these irregularities ?	
4. Whether any step was taken against the officers responsible for these irregularities ?	

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে পাবলিক একাউন্টস্ কমিটি ১৯৬২ —৬৩'র রিপোর্টে এই মালখানার সম্পর্কে অডিট রিপোর্টে' বহু গুরুতর অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— আগেই আমি উত্তর দিয়েছে মাননীয় সদস্যকে যে মালখানা জেনারেলি অডিট হয়না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই মালখানা সম্পর্কে ত্রিপুরায় বলা হয়েছে যে ১১ বৎসর এখানে কোন ভেরিফিকেশান হয়নি যার ফলে সরটেজ অফ ক্যাস হয়েছে ২৩,৮৩০ টাকা, জুয়েলারীর ধরা হয়েছে ৯,০০০ টাকা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ — যদি সেই সমস্ত যায়গাতে তহবিল পাওয়া না যায় তবে তার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে তিনখানা গাড়ী বিক্রয় হয়েছে ২১৬ টাকা, ২৭৫ টাকা, ২৭৫ টাকা করে এবং একখানা ট্রাক বিক্রী হয়েছে ৩০০ টাকা, দুইখানা ট্রাক ৫২০ টাকা করে প্রত্যেক খানা এবং সেখানে সেলাইর কল বিক্রী হয়েছে ১৩ টাকা করে, রিষ্টওয়াচ ২·৫০, দুইখানা রেডিও সেট ১৫ টাকা করে এবং সে জিনিসপত্রগুলি যারা সরকারের পজিশানের লোক তারা অল্প দামে কিনে নিয়েছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ — আগেই বলা হয়েছে যদি এই সমস্ত হয়ে থাকে তবে সরকার থেকে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। I want notice about it, because all these particulars cannot be described in the House all on a sudden.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই জন্য যে সমস্ত অফিসার দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কি ডিপার্টমেণ্টাল একশান নেওয়া হয়েছে সেগুলি তদন্ত করে জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— আগেই বলা হয়েছে যদি দোষী বলে সাব্যস্ত হয় তবে যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— তদন্ত করে জানাবেন কিনা সে প্রশ্ন বলা হয়েছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া হয় অতএব শাস্তি দেওয়া হলেই সেইটা অবহিত হবেন প্রত্যেকে।

Mr. Speaker— Questions are all over. Starred questions. There are some unstarred questions—one by Shri Birchandra Deb Barma, another by Shri Atiqul Islam and another by Shri Dinesh Deb Barma. The Ministers may lay on the Table of the House the

replies to the unstarred questions.

The answers to the unstarred Questions No. 208, 274 & 280 were laid on the Table.)

UNSTARRED QUESTION NO. 208
ASKED BY SRI BIRCHANDRA DEB BARMA M. L. A.

QUESTION	REPLY
Will the Minister in chage of Printing & Stationery Department be pleased to state.	
1. Total number of forms, booklets and other printed matters that had to be reprinted by the Government Press run by the Superintendent, Printing & Stationery Department, Government of Tripura during 1960-61. 1961-62, 1962-63 and 1963-64 because printing was not as per specifications.	1960–61 | 1961-62 | 1962-63 | Nil. 1963-64 .... Text of one booklet,
2. Total approximate cost incurred by the Government due to such printing.	About Rs. 6/-
3. Whether responsibility had been fixed in each of these cases of re-printing ?	Yes.
4. If so, steps taken in each case ?	The employee has been warned.

UNSTARRED QUESTION NO. 274
BY SRI ATIQUL ISLAM, M.L.A.

QUESTION	REPLY
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Statistical Department be pleased to state .–	

QUESTION	REPLY		TOTAL
1. Total population professing Hindu, Muslim, Buddist, Christain, Sikh and religions according to 1961 census.	a) Hindu—	8,67,998	11,41,804 (a)
	b) Muslim—	2,30,002	
	c) Buddist—	33,716	
	d) Christain—	10,039	
	e) Sikh—	49	
2. Total population having Bengali, Tribal, Hindu, Manipuri, and other languages as their mother tongue according to 1961 census ?	a) Bengali—	7,22,442	11,42,005 (a)
	b) Tribal—	3,39,863	
	c) Hindi—	18,451	
	d) Manipuri—	27,940	
	e) Other languages—	33,309	

Notes :— a) The defference of 201 is made up of 195 Jains, 2 belonging to other religions and 4 in respect of whom information about religion is not available.

UNSTARRED QUESTION NO. 280
BY SHRI DINESH DEB BARMA, MLA

Subject :— Unstarred Question No. 280 number of muslims who left Tripura after exchange of their properties with the minorities of East Pakistan and vice versa.

QUESTION	ANSWER
1. The number of muslims who have left Tripura through exchange of their properties with the minorities of East Pakistan and its division-wise break-up.	The exchange has been taking place on mutual basis and not through Governmental arrangement. The information is not, therefore, available with Government.
2. The numbers of Hindus who have entered into Tripura through exchange of their properties with the minorities of Tripura and its division-wise break-up.	—do—

Sri Nripendra Chakraborty— Mr. Speaker, Sir, we gave some short notice questions. We do not know what has happend to their fate. A large number of short notice questions were given.

Mr. Speaker-- You see, generally short notice questions are sent to the Ministers concerned if they are prepared to answer those questions at short notice. If they do not agree, these are admitted as starred questions.

Sri N. Chakraborty— Are we not entitled to know the fate of these questions ?

Mr. Speaker— Yes, on the file the order has been. Invariably when short notice questions is submitted by any Hon'ble Member, it is sent to the Minister concerned whether he is prepared to answer it at short notice. Already one short notice question put by the Hon'ble Member has been answered accordingly. And in other case the Minister concerned has let me know, let my Secretariat know that they are not prepared to answer it at short notice and invariably those questions had been admitted by the Speaker as starred questions.

Now I pass on the next item. The question hour has not been over still now. But as there is no more question I pass on to the next item.

Calling Attention

Mr. Speaker— Next item is Calling Attention Notice.

I shall now request the Hon'ble Minister concerned to make a statement on the Calling Attention Notice of Shri Atiqual Islam, M. L. A. on the following subject.

"A steep fall in the price of new Aman paddy and Rice in certain parts of Tripura and failure of the Govt. to make price-support purchases at fixed minimum economic price."

Sri Sachindra Lal Singh :— "A steep fall in the price of new Aman paddy and rice in certain parts of Tripura and failure of the Govt. to make price support purchases at fixed minimum economic price."

সর্ব্বপ্রকার ধান ও চালের মূল্য বৃদ্ধি, মূল্যকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য গভর্ণমেণ্ট থেকে সে প্রাইস্ সিকিউরড্ স্কীম অনুসারে সিকিউর করার জন্য আগেই এই হাউসে বলা হয়েছে, ১০ টাকা করে প্রতি মণ ধান আর ২১ টাকা করে আমন চালের মূল্য ধার্য করে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট এপ্রোভেলের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং তার সাথে সাথে কো-অপারেটিভকে বলা হয়েছে এবং তারা লাইসেন্স নিচ্ছেন টু পারচেজ্ পেডি এণ্ড রাইস্। কৃষকদের বাঁচাবার জন্য কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের মূল্যকে একটা নিম্নতম পর্য্যায়ে, যেটা ইকনমিক হবে, সেই অনুসারে, রাখা হয়েছে। অতএব যখনি এটা এপ্রোভড্ হয়ে আসবে তখনি আমরা সেই কার্য আরম্ভ করে ধান চাল এর মূল্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারব। আশা করি উইদিন এ শর্ট টাইম—অল্প দিনের মধ্যেই আমরা তার এপ্রোভ্যাল পেয়ে যাব এবং সেই অনুসারে ধান চাল এর মূল্যকে আমরা সুনিয়ন্ত্রিত করে কৃষককে শক্তিশালী করতে পারব। অতএব এই জায়গাতে যে বলা হয়েছে যে গভর্ণমেণ্ট ইজ্ ফেল্যুর—গভর্ণমেণ্ট কোন দিক দিয়ে এটাকে ফেল্যুর মনে করছে না। তার কারণ গভর্ণমেণ্ট যে যে বিধি ব্যবস্থা করে, সেই অনুসারেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি এবং আমরা কার্য্য করে যাচ্ছি। তারপর এখনও বাজারে নিউ আমন পেডি প্রত্যেক জায়গায় ওঠেনি। সব জায়গায় ধান কাটা হয়নি, হারভেষ্টিং এখনও হয়নি। অতএব বাজারের ঠিক মূল্য, যেটাকে আমরা বলি বাজার মূল্য, সেটা এখনও আমরা স্থির করতে পারিনি। যদৃচ্ছভাবে হয়ত মাননীয় সদস্যের যদি জানা থাকে সেটা কয়েকটা এলাকাতে হয়ত কৃষকদের মধ্যে হতে পারে। কৃষকেরা ধান যেটা তারা রাখে তাদের মুনি মানাদের রাখার জন্য, নিজেদের খাওয়ার জন্য রাখে, তারপর শেষে বাজারে পাঠায়। অতএব এই সময় এখনও আসে নাই। বাজারে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের হাতে থাকে না। যাতে কৃষকদের সুবিধা হতে পারে সেজন্য কো-অপারেটিভকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কো-অপারেটিভ এর মধ্যেই তাদের কাজ আরম্ভ করেছে বলে মনে হচ্ছে। অতএব আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ আমি দেখিনা। এইভাবে যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা চালের এবং ধানের মূল্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারব।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম— ফর ক্ল্যারিফিকেশন আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, যে মার্কেটেবল সারপ্লাস-এর কত পারসেণ্ট কেনা

হবে তার কি টারগেট স্থির করা হয়েছে ? এই যে ১৩ টাকা ২১ টাকা দর স্থির করা হয়েছে তা কি ভিত্তিতেই বা স্থির করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— এটা স্থির করা হয়েছে এগ্রিকালচার এক্সপার্ট যারা আছে, এগ্রিকালচারেল ফুড এবং সিভিল সাপ্লাই এ যারা আছে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে কি মূল্য হতে পারে সেটা দেখে তারপর সেটা ঠিক করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম— আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল মার্কেটে..............

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— আগেই বলা হয়েছে যে এখন পর্য্যন্ত সেটা আমরা করিনি। তার কারণ প্রাইসটা সিকিউরড্ না হওয়া পর্য্যন্ত, এপ্রোভড্ না হওয়া পর্য্যন্ত সেটা আমরা করতে পারব না। তবে এবার বাম্পার ক্রপ হয়েছে। আমরা আশা করি যে সাফিসিয়েন্ট কোয়ান্টিটি আমরা প্রকিউরড্ করতে পারব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— বাজারে কবে নামবেন বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— এজ সুন এজ পসিবল্ নট ডিপেণ্ডস আপন দি এপ্রোভ্যাল।

Mr Speaker— No more on this.

There is another Calling Attention Notice submitted by Shri Nripendra Chakraborty. I would call on the Hon'ble Minister concerned to make a statement on this notice.

The subject of the Notice—

Brutal assualt on Shri Majendra Deb Barma, an under-trial prisonor of Kailasahar sub-jail, by Shri Dharani Sarma, a warder of that Jail, and failure of the Jail authorities to get the said under-trial prisoner medically examined by S.D.M.O. Kailasahar, though directed by the A. S. D. O., Kailashahar to do so.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মজেন্দ্র ত্রিপুরা বলে একজন লোককে ৩০ তারিখে কৈলাসহর সাব-জেলে নেওয়া হয়েছিল। এই যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই ঘটনাটা প্রথম একজন প্লীডার এস. ডি. ও. কোর্টে পিটিশন একটা কারনে যে এই ধরণের ঘটনা একটা ঘটেছে। সে ঘটনার কথা উনি জানতে পারেন। তার যে পিটিশন সেই পিটিশনের মধ্যে তিনি বলেছেন একথা যে, একজন হাজতী সাব-জেল থেকে ১ তারিখে বেরিয়ে এসেছে এবং সেই তাঁকে বলেছে যে এই ধরণের একটা ঘটনা ঘটেছে। ২ তারিখে তিনি যে পিটিশন করেছেন সেই পিটিশনের

মধ্যে ছিল যে লোকটার মেডিক্যাল একজামিনেশন করা হোক। অথচ এই রকম একটা সিরিয়াস ঘটনাই যদি হয়ে থাকে তাহলে যিনি প্লীডার তাঁর বোধ হয় কর্ত্তব্য ছিল যে তাঁর ক্লায়েন্ট, মক্কেল যে, সেই মক্কেলের সঙ্গে দেখা করা বা দেখা করার পারমিশন সিক করা এবং সেসব উনি কিছু করেননি। না করে উনি পিটীশন করেন ২ তারিখে মেডি-ক্যাল এক্জামিশনের জন্য। সেটা কোর্টে উঠেছে ৭ তারিখ। ৭ তারিখ কোর্টে উঠার পরে উনি পিটীশন ফাইল করেন। কেসও করা হয়নি, কেবল একটা পিটীশন করে চলে এসেছেন। আর এর মধ্যে উনি এ সম্পর্কে কোন তদ্‌বির করা কিংবা খোঁজ খবর নেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। অর্থাৎ উনিও সন্দেহ করেছিলেন এই ধরণের কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা। যাই হোক ৭ তারিখ সেটা। এ, এস, ডি, ও, এর পর দিলেন মেডিক্যাল এক্জামিনেশনের জন্য এবং যে মেডিক্যাল এক্জামিনেশন হয়েছে, তাতে এ ধরণের যেটা এসাল্‌ট বলা হয়েছে সে ধরণের কোন ঘটনা ঘটেনি। ইনফেক্‌সাস্ কেস তার মানে বাইরে থেকে কোন রকম ইনফেক্‌শন একটা কিছু হয়েছে সেজন্য তার এই ট্রাবলটা হয়েছে। কিন্তু এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে যদি সিরিয়াস কোন কিছু হয়ে থাকত, উকিল যদি কনভিন্‌সড হয়ে থাকতেন যে এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে তাহলে উনি দেখা করতে পার-তেন। দেখা করার কোন বাধা ছিলনা। উনি আণ্ডার ট্রায়ালের সঙ্গে দেখা করে এটার খোঁজ খবর নিতে পারতেন। ৭ তারিখে আমাদের এস, ডি, ও, যখন রুটিন এক্জামি-নেশানের জন্য আণ্ডার ট্রায়ালের কিংবা সেখানকার কনভিক্‌সনের মেডিকেল এক্জামি-নেশানের জন্য যখন উনি যান, তখনও তাঁর কাছে এই ধরণের কমপ্লেন করা হয়নি। তিনি সেখানে ট্রিটমেণ্ট করেছেন কনজাক্‌টিভিটিসের জন্য। তার কাছে কোন কমপ্লেন করা হয়নি। সেখানে অন্যান্য কন্‌ভিক্টসরা যারা রয়েছে সাবজেলে তাদের কাছেও কোন রকম কমপ্লেন করেনি। তারপর এস ডি, ও'র অর্ডার পাওয়ার পরেও যখন এস, ডি, এম, ও গেলেন তাকে দেখতে, তখনও তার কাছে সে কোন কম্‌প্লেন করেনি যে তার গায়ে ব্যাথা হয়েছে কিংবা অন্য কোন রকম ব্যথা হয়েছে। কিম্বা এসাল্‌ট হয়েছে কিনা, তার কোন চিহ্ন আছে কিনা, এরকম কোন কিছু তিনি বলেননি। এইখানে যে ধরণের এসাল্‌টের কথা বলা হয়েছে তা যদি ঘটেই থাকত তাহলে সেটার চিহ্নও নিশ্চয়ই তার সারা দেহের কোথাও থাকত। সেই সব চিহ্নের কথা কোন কিছু এস, ডি, এম, ও, বলেননি এবং আমাদের আণ্ডার ট্রায়াল সম্পর্কে একটা কথা বলা হয়েছে—একটা হিয়ারসের উপরে একজন হাজতী এসে বলেছে, তার উপরে উকিল মহাশয় একটা পিটিশন মাত্র করেছেন সেজন্য কোন কেস করা তাও তিনি করেননি শুধু মেডিকেল এক্জামিনেশনের কথা বলেছেন······

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— ক্ল্যারিফিকেশন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এই জেলের

যারা ভিজিটারস আছে, নন-অফিসিয়াল ভিজিটারস্ তাদের দিয়ে সমস্ত বিষয়টা তদন্ত করতে রাজী আছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত— এটার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা কারণ প্রাইমা ফেসি কোন দিক থেকে কোন কেস এটার মধ্যে নাই এবং আণ্ডার ট্রায়াল নিজে যখন কোন কমপ্লেন করেনি কারো কাছে একটা কথাও যদি বলতো তাহলে এটা সম্পর্কে আরো খোঁজ করার প্রয়োজন থাকত।

Mr. Speaker— I would pass on to the next item. The next item is announcement of the Speaker regarding discussion on matters of urgent public importance for short duration.

This is to make an announcement in the House that I have given my consent to raise discussion on the following matters of urgent public importance to-day, the 21st December, 1964.

1) "The intolerable hardship that the people of Tripura increasingly meet with, due to continued rise in the price of essential commodities." Notice for raising discussion has been given by Shri Atiqul Islam.

2) "Situation created in Tripura by the continued influx of displaced .persons from East Pakistan, and by the problems of their relief and early rehabilitation." Notice for raising discussion has been given by Shri Nripendra Chakraborty.

I have given my consent for raising discussion on the following matters of Urgent Public Importance on the 22nd December, 1964.

"Widespread discontent created among the Ryots of Tripura due to unprecendented enhancement of Revenue rates and rates of premiums by the Government." Notice for raising discussion has been given by Shri Birchandra Deb Barma.

Then we pass on to the next item. The next item is 'Intimation regarding President's Assent to the Bill."

The Contingency Fund of the Union Territory of Tripura (Determination of Amount) Bill, 1964 (Bill No. 4 of 1964,

received the Assent of the President on the 12th November, 1964.

This is for information of the Members.

Then we pass on to the next item-Discussion on matter of Urgent Public Importance for short duration.

Hon'ble Member giving notice will say what he has to say and the Hon'ble Minister concerned will give reply to this and no further discussion will be allowed.

Shri Nripendra Chakraborty — One or two members may kindly be permitted to take part.

Mr. Speaker — We have only one hour's time.

Shri N. Chakraborty— Yes, we will complete within that period.

Mr. Speaker— Yes, so, of this one hour half the time may be given to you and half to the Government side.

Shri N. Chakraborty— Opposition generally gets more.

Mr. Speaker— Let it be 5 minutes more.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যদি আজকে আগরতলার বাজার বা সারা ত্রিপুরার বাজারের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখি যে, তেল, ডাল, নুন, মরিচ, হরিদ্রা যেগুলি আমাদের প্রতিদিনের জন্য দরকার হয় তার দর দিন দিন বাড়ছে এবং বাড়বে কেননা এই বাড়াটা ব্যবসায়ীদের মর্জীর উপর নির্ভর করছে। তারা যদি এটা ন্যায্য বলে তাহলে এটা ন্যায্য এবং তারা যদি বলে ন্যায্য নয় তাহলে সেটা ন্যায্য নয় এই হচ্ছে অবস্থা। আমি দীর্ঘদিনের দরের হিসাব দিতে চাইনা। সপ্তাহ দেড় আগের দর যা ছিল তার একটা হিসাব আমি হাউসের সামনে তুলে ধরছি :—

নাম	আগে যা ছিল	এখন যা হয়েছে
মুসুরি ডাল	১·২৬ পয়সা	১·৫৮ পয়সা
মুগ	১·২৫ ,,	১·৪৪ ,,
হরিদ্রা	১·৭৫ ,,	২·০০ বা ২·২৫
ঘি	৬১ | ৬২ প্রতি টিন।	৭০ | ৭২ প্রতি টিন।

সরিষার তেল। সে কথা না বলাই ভাল কেননা প্রথমে ছিল—৩ টাকা, ৩·৫০ টাকা ৪ টাকা, ৪·৫০ টাকা, ৫·৫০ টাকা এখন ৫·৭৫ টাকায় বিক্রী হচ্ছে। এবং তাও এখন

পাওয়া যাচ্ছেনা। তার পরেও আমি এই সরিষার তেলের দর সম্পর্কে একটা চমৎকার দর এখানে দিচ্ছি যেটা আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে ১।১২।৬৪ তারিখে একজন লোক এক টিন তেল কিনল রামকানাই ষ্টোর থেকে ১৬৪'৫০ পয়সা দিয়ে, ৬।১২।৬৪ তারিখে কিনলেন রাইহরণ ক্ষেত্রমোহনের ঘর থেকে ১৭০ টাকা দিয়ে এক টিন। তারপর ৭।১২।৬৪ তারিখে অশ্বিনী কুমার পালের দোকান থেকে এক টিন কিনা হয় ১৯২ টাকা দিয়ে। এক দিনের মধ্যে এক টিন তেলের দাম ২২ টাকা বেড়ে গেল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানিতে চাই যে আমাদের এই যে বাজার দর ক্রমশঃ একটার পর একটা বাড়ছে এবং সেই বাজার দরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের সরকার কি করেছেন? তাদের কিছু করণীয় আছে না তারা কেবল বসে বসে দেখবেন যে সারা ত্রিপুরার মানুষ দিনের পর দিন অতিরিক্ত দর দিয়ে সেগুলি কিনবে? (আমরাও কিনছি—ক্রম রুলিং বেঞ্চ).

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আপনাদের ত অসুবিধা কিছু নাই আপনারা ৫০০ টাকা বেতন পাচ্ছেন, ১০০০ টাকা বেতন করছেন কিন্তু সাধারণ মানুষের টাকা বাড়ছেনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গাতে অসাধু ব্যবসায়ীদের কিছু না কিছু গ্রেপ্তার করা হয়, জেলে পুরা হয়, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কিছু না কিছু সরকার করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে আজ পর্য্যন্ত আমি দেখলাম না যে একটা ব্যবসায়ীর গায়ে একটা ফুলের টুক্কা পরেছে, এখানকার ব্যবসায়ীরা যেন গঙ্গার জলে ধোয়া তুলসীপাতা, তারা পবিত্র ব্যক্তি। চুরি, অন্যায় বলতে তারা কিছু জিনিষ জানেনা, চুরি করা পাপ, এর চেয়ে বেশী কিছু জানেনা। কেবল যা কিছু অন্যায়, যা কিছু খারাপ দেশের মানুষ করছে কারণ তারা জিনিষের দর কমানোর কথা বলছে আর যারা ব্যবসায়ী, যারা চোরা কারবার করছে তারা সব সাধু। তাদের বিরুদ্ধে কোন কিছুই করা হচ্ছেনা। তারা এমন কিছু কাজ করছেনা যে তাদের বিরুদ্ধে ডি. আই, রুল বা অন্য যে সমস্ত আইন সরকার পাশ করেছেন তার কোনগুলিই তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাচ্ছেনা। আমরা জানি যে, যে তেল আমরা খাই তাতে বিষ মিশানো থাকে এবং এই রকম ঘটনাও আছে যে তেলে ভেজাল ধরা দেওয়া সত্বেও তার কোন শাস্তি তাকে দেওয়া হয়না। আমি একটা ঘটনার কথা এই হাউসে উপস্থিত করতে চাই। কিছুদিন আগে খুব সম্ভবতঃ ডিসেম্বরের প্রথম দিক দিয়ে হবে— লক্ষ্মীনারায়ণ ভাণ্ডার, আগরতলা তারা ৬০ টিন তেলে ভেজাল দিয়ে ১০০ টিন করলেন। মার্চ্চেন্ট এসোসিয়েশানের যে কর্মচারী সাম লস্কর তিনি তাকে ধরলেন। ধরার পর একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল আগরতলায়। সমস্ত ব্যবসায়ী সেখানে এসেছেন এসে বল্লেন তোমরা আর অগ্রসর হয়োনা, এখানেই

এটা বন্ধ কর। তারা তখন ঠিক করলেন যে এই তেল আগরতলার বাজারে ছাড়া হবেনা। আগরতলার বাহিরে ছাড়া হবে এবং সেই তেল তখন আগরতলার বাহিরে বিলি করা হল। আপনাদের যারা চীফ্ ইনস্পেক্টার, ফুড ইনস্পেক্টার আছেন তারা এই সমস্ত জানেন না কেন? আপনারা অশ্বিনী পালের দোকানে, বড় বড় ব্যবসায়ীদের দোকানে বসে চা-মিষ্টি খানাপিনা করে থাকেন আর এই সমস্ত ঘটনার কথা আপনারা বলতে পারেন না? আপনারা ঘটনা জানেন না তা নয়, আপনারা জানেন। কিন্তু জানা থাকা সত্বেও তার বিরুদ্ধে কোন এক্শান আপনারা নিচ্ছেন না।

আমরা জানি যে কেন হয় না। আমার অবাক্ লাগছে যে সরকারটা চালাচ্ছে কে, সরকার কি চোরা কারবারীরাই চালায় না চোরাকারবারীকে সরকার চালায়, সরকার চালায় কে? আমরা দেখছি এটা যে আগরতলার এবং বড় বড় সহরের ব্যবসায়ীরা কংগ্রেস তহবিলে চাঁদা দেয়, তারা কংগ্রেসের দ্বিতল প্রাসাদ তুলে দেয়, ৬০।৭০ হাজার টাকা দিয়ে দ্বিতল প্রাসাদ তুলে দেন, তাই তাদেরকে আইনে বেড় পায় না, তাদের বেলায় আইন প্রয়োগ হয় না। কাজেই তারা নিশ্চিন্তে নির্বিবাদে যাহা খুসি মুনাফা করছে এবং আমাদের সরকার বসে বসে তাই দেখছেন। পত্রিকায় দেখেছি যে আগরতলার ট্রাক্ ওনাররা ২ হাজার টাকার বেশী চাঁদা দিয়েছে, কাজেই যারা সরকারকে তেল দেন তাদেরকে সরকার তেল দিবেন এটা তো স্বাভাবিক। তাই আজকে এই হয়েছে। কংগ্রেস তহবিলে যারা মুনাফাখোর, কালোবাজারী, চোরাকারবারী তারা সেই তহবিলে টাকা ঢালছেন এবং কংগ্রেস তাদেরকে তোয়াজ করছেন এবং যা বলছে তারা তাই দর মেনে নিচ্ছেন। ব্যবসায়ীরা মাল কিনে আনবে বাহিরের বাজার থেকে এবং তারা যে ভাউসার দেবে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট তাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবে এবং আর কোন কথা তারা বলে না এবং আগরতলার ব্যবসায়ীদের সাথে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের যে একটা গোপন সম্পর্ক আছে তা পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন যায়গায় দেখেছি। এটা কি করে হতে পারে যে ব্যবসায়ীরা যা বলবে তাই হতে হবে, সেইটাই দর হবে এবং এই দরের ভিত্তিতেই আমরা দর ঠিক করে দেব, এটা কি করে হতে পারে, এটা ভেরিফাই করা হয় না কেন এবং সিভিল সাপ্লাইএর কর্তৃপক্ষ আর ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে একটা গোপন সহযোগিতা আছে নাগরিক পত্রিকায় যে মন্তব্য করেছেন ২৫।১০।৬৪ তারিখে সে লিখেছেন আগরতলার মানুষ সন্দেহ করে ব্যবসায়ীরা এবং সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে এক গোপন সম্পর্ক রয়েছে। আমি আজকে জিজ্ঞাসা করছি যে আমাদের সরকার করেন কি, আজকে আইন কার জন্য আছে, তা তাদের প্রতি ব্যবহার হয় না কেন— যারা মুনাফা করে, যারা তেলে বিষ মিশায় তাদের বেলায় সেই সমস্ত আইন

প্রয়োগ করা হয় না কেন? গণতন্ত্রটা কার জন্য, আইনটা কার জন্য, ডি, আই, রুলটা কার জন্য, কার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবার জন্য এটা করা হয়েছে। আজকে আমরা দেখছি যে আমাদের সমজাতন্ত্রে ভেজাল, আমাদের গণতন্ত্রে ভেজাল, আমাদের আইনেতে ভেজাল এবং সবেই ভেজাল আছে বলেই আজকে আমাদের ভেজাল কংগ্রেস সরকারের মধ্যে পরে হাবুডুবু খাচ্ছি। আপনাদের সমাজতন্ত্রে ধীন আরো ধনী হচ্ছে আর গরীব আরো গরীব হচ্ছে। আপনাদের আইনে মুনাফাখোররা গ্রেপ্তার হয় না, মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করে তারাই গ্রেপ্তার হয় আমরা দেখছি মুনাখোর গ্রেপ্তার।

মিঃ স্পিকার—Hon'ble Member should address the Chair only.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আই এম্ সরি। গ্রেপ্তার হয় না আপনারা করেন না, কংগ্রেস সরকার করেনা, যারা তেলে বিষ মিশায় তারা গ্রেপ্তার হয় না, যারা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ও প্রতিবাদ করে, মিচিল্ করতে যায় তারা গ্রেপ্তার হয়। আপনাদের গণতন্ত্রে যারা তেলে ভেজাল দিতে যায়, যারা অবাদে মুনাফা করতে যায় তাদের বেলায় গণতন্ত্রী আছে, সেখানে কোন আইনের কথা নাই, আর তার বিরুদ্ধে কথা বলতে যায়, যারা ভেজাল বন্ধ করতে যায়, যারা মুনাফাখোর, চোরা কারবারীদের ধরতে যায় তাদের কোন গণতন্ত্র নাই। তাদের বেলায় ডি, আই, রুলচ, পুলিশ এবং কোন আইন সেখানে প্রয়োগ করা হয় না। আজকে আপনাদের সামনে এইকথা বলতে চাই আপনারা যে যুগে চলছেন, চোরা কার-বারীরা, মুনাফাখোর আর ভেজালকারীদের আপনারা যে ভাবে সহযোগিতা করছেন জনসাধারণ আপনাদের এই অন্যায় এবং অবিচার বরাবর মেনে নেবে সেই কথা মনে করবার কোন কারণ নাই। ক্ষুধাকে বন্ধ করা যায় না। পুলিশ দিয়ে লাঠি দিয়ে মানুষের পেটও ভরে না। আপনারা কলিকাতার দম্‌দম্ দাবাই এখনো পাননি।

মিঃ স্পীকার—আই এগেইন্ রিমাইণ্ড দি অনারেবল মেম্বার।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— কলিকাতার দম্‌দম্ দাবাই ত্রিপুরায় ব্যবহার করা হয় নি অবশ্য এইটা ব্যবহার করার জন্য যদি চাওয়া হয় তবে সেই দাবাই এখানে ব্যবহার করা হবে এবং আজকে আমাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নাই, সমস্ত পথ বন্ধ করা হয়েছে, সমস্ত পথ রুদ্ধ, অবরুদ্ধ আর কিছু পথ রাখা হয় নাই। তার ফলে আমরা দেখছি সেই পথকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আপনারা কোন চেষ্টার ক্রুটি করছেন না। যার ফলে মানুষের একটা অসহনীয় এবং একটা দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। মাননীয় স্পীকার আমি এইকথা এখানে বলতে চাই যে মুনাফাখোররা, চোরাকারবারীরা, যাদের বিবেক বলতে কিছু নাই, যারা মানুষের

জীবন নিয়ে, মানুষের ইজ্জত্ নিয়ে খাওয়া পরা নিয়ে ব্যবসা করছে তারা যদি সমাজ দ্রোহী না রাষ্ট্র দ্রোহী না হয় তবে রাষ্ট্র দ্রোহী কারা, যারা তেলে ভেজাল দেয়, যারা তেলে বিষ মিশায় তারা যদি রাষ্ট্র দ্রোহী না হয়ে থাকে, তাদের বেলায় যদি ডি, আই, রুল প্রয়োগ করা না হয়ে থাকে, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা না হয়ে থাকে তবে গ্রেপ্তার কাদেরকে করা হয়। কাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করবে, সেই আইন নিয়ে আপনারা বসে আছেন কার স্বার্থ দেখবার জন্য এবং কার স্বার্থ আপনারা বরাবর লক্ষ্য করছেন। মাননীয় স্পীকার আমি দেখছি যে এটা আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় এর দর যে হারে বাড়ছে এবং সেই দর বৃদ্ধির ফলে আমরা যে অসহনীয় অব্যবস্থার মধ্যে পড়ছি তার কোন প্রতিকার আমাদের সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছি না। আমরা উল্টোটাই দেখছি যে এই সরকার যারা মুনাফাবাজী, চোরাকারবারী যারা তেলে ভেজাল দেয় সরকার তাদেরকে চালনা করছেন এবং তাদের ইচ্ছা মত সরকার চলছে এবং তারা এ'সব মুনাফাখোররা এবং চোরাকারবারীরা, তারাই দর ঠিক করে দেয় এবং আমাদের সিভিল সাপ্লাই ডিপার-মেণ্ট, আমাদের সরকার সেই দরটাকে দর বলে মেনে নেয়। তার বিরুদ্ধে তারা কোন কিছু করতে চাননা। এই যে দর ব্যবসায়ীরা ঠিক করে দেয় তারা গেজেটে তা প্রকাশ করে এইকথা বলা হয়না যে এটাই ন্যায্যদর এবং এর বাহিরে যদি কেহ বিক্রি করে সে আইনত দণ্ডনীয় হবে। এই কথা বলা হয় একমাত্র চিনির ব্যাপারে, চিনি ছাড়া আর কোন ব্যাপারে এই কথা বলা হয় না যে এটাই দর করা হয়েছে ব্যবসায়ী মহল থেকে তার বাহিরে যদি কেহ জিনিষ বিক্রি করে তা হলে সেইটা বে-আইনী এবং সেইটা আইনে দণ্ডনীয় এই রকম কোন কথা গেজেটে প্রকাশ করা হয় না, ফলে ব্যবসায়ীরা আজ সকালে যে দর ঠিক করে দেন আজ বৈকালে সেই দর পালটায়ে দেন। আজকে এক টিন তেল তারা যে দরে বিক্রি করেন কাল তারা এক টিন তেল আরো বেশী দামে বিক্রি করেন। আমরা কি মনে করব যে আমাদের সরকার বসে বসে এইটা দেখছেন আর সাধারণ মানুষ তা সহ্য করবে এবং তার কোন প্রতিকার তারা সরকারের কাছ থেকে পাবে না। আমাদের এটা মানতে হবে যে আমরা একটা সরকারের আওতায় আছি কি আওতায় নাই। আর দেশে কি কোন সরকার আছে না কোন সরকার নেই, আমাদের সরকারই কি এই সরকার চালাচ্ছে, আমরা কি মুনাফাখোর, চোরাকারবারীদের রাজত্বে আছি যে তারা যা বলবে তাই হবে, তারা যা বলবে সেই কথাই সরকার মেনে নিবে এবং তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করবে না, আমাদের সেই ব্যবস্থা চির-কালের জন্য মেনে নিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই আমরা বা আমাদের দেশের মানুষ চিরকাল মানতে পারে না এবং মানা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা জানি যে আজকে কিছুকাল আগে সারা ত্রিপুরায় খাদ্য সংকট কি ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়া ছিল,

কত মানুষ এখানে সেখানে অনাহারে মরছে এবং সেই অবস্থাতেও আমি দেখছি যে রেশনের চাউল পর্য্যন্ত অনেক দিন অনেক সময় আগরতলার রেশনের দোকানে পাই নাই। আগরতলার অনেক কনট্রোলের দোকানে চাউল ছিলনা এবং সেইগুলি বন্ধ ছিল। ২৩শে অক্টোবর এবং ২৪শে অক্টোবর আগরতলা শহরের ৪নং রেশন সপে চাউল পাওয়া যায় নাই, কোন দোকানেই চাউল পাওয়া যায় নাই, ৮নং রেশন সপেও চাউল পাওয়া যায়নি। অনেক দিন এই রকম অনেকগুলি রেশনের দোকানে আমরা অক্টোবরের শেষ দিকেতে চাউল সেখানে আমরা পাইনি। অথচ এই অবস্থায়ও আমাদের মেনে নিতে হয়েছে। তার ফলে সেই সময়টাতে আগরতলা বাজারে চাউলের দর অস্বাভাবিক বেড়েছিল। আমাদের কর্তৃপক্ষ এখানে বলে থাকেন যে চাউলের দর বাড়ছে কারণ আমাদের এখানে চাউলের উৎপাদন কম। উৎপাদন যদি কম হয় তবে চাউলের দর বাড়বে না কেন? যদি সারা ভারতবর্ষের আমরা হিসাব নিকাশ করি, সারা ভারতবর্ষের হিসাব নিকাশ এইকথা বলে না যে গত আমাদের ভারতবর্ষে যে চাউল উৎপাদন হয়েছিল এই বৎসর চাউল তার চেয়ে কম উৎ-পাদন হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের হিসাব এই কথা বলে না। ১৯৬২—৬৩ সালে খাদ্য-শস্যের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ টন আর ১৯৬৩—৬৪ সালে খাদ্যশস্যের পরিমাণ ৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টন। অতএব ৬৩-৬৪ সালে প্রায় ৫০ লক্ষ টন চাউল সারা ভারতবর্ষে বেশী উৎপাদন হয়েছে। যদি বলা হয় গমের কথা আমরা তাহলে কি দেখব ১৯৬৩—৬৪ সালে গমের ফলন কিছু কম হয়েছে। ১৯৬৩ সালে সমস্ত বৎসরে সরকার ২৫/৩০ লক্ষ টন গম আমদানি করে বাজারে ছেড়েছিল আর ৬৪ সালের প্রথম ৬ মাসে সরকার ৩২ লক্ষ টন আমদানি করে গম বাজারে ছাড়েন তাহলে আমরা এইটুকু দেখি গত বৎসর থেকে এই বৎসর শস্যের উৎপাদন বেশী হয়েছে এবং গত বৎসর থেকে এই বৎসর আমরা বাজারে গম বেশী ছেড়েছি এবং তারপর হচ্ছে খাদ্য সংকট। তবে সংকটটা কেন হল। সংকট কি এইজন্য যে উৎপাদন কম। এই কথা তো কেহ বলেন না, মান-নীয় স্পীকার, স্যার, এই কথা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুব্রাহ্মণিয়ম বলেন, কামরাজ বলেন, নন্দ বলেন তারা এই কথা বলছেন আজকে যে সংকট সেটা সংকট মানুষের সৃষ্টি, মুনাফাখোর, চোরাকারবারীরা মাল গুদামে মজুত রেখে সংকট সৃষ্টি করে-ছিল। কম উৎপাদনের জন্য এই সংকট সৃষ্টি নয়। এই সংকট সৃষ্টি করেছে যারা বেশী করে মুনাফা করে, যারা চোরাকারবারী, যারা মানুষের জীবন নিয়ে ব্যবসা করতে চায়, যারা মাল গুদামে রেখে এই সংকট সৃষ্টি করেছেন। কাজেই এই সংকট মানুষের সৃষ্টি এবং মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে সকল মানুষকে আহ্বান জানিয়ে কামরাজ বক্তৃতা কচ্ছেন যে মুনাফা করে যারা মানুষকে মারছে তাদের বিরুদ্ধে সকলকে আহ্বান জানিয়ে

কামরাজ স্বয়ং এবং আরো অনেকে জানিয়েছেন। কাজেই প্রশ্নটা এই নয় যে খাদ্য সংকট খাদ্যের অভাবের সংকট ? সংকট হয়েছে মানুষের সৃষ্টি। ব্যবসায়ীরাই মাল গুদামে পুরে রেখে একটা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছেন। আজ যদি আমরা এই দেখতাম যে বাজারে মাল পাওয়া যায় না, টাকা দিলেও পাওয়া যায় না তাহলে প্রশ্ন ছিল। আমরা তো বাজারে মাল পাই, টাকাই আমাদের কাছে থাকে না। আমাদের কাছে যখন টাকা থাকে তখন তো কোন মালের অভাব হয় না, আমরা তেল পাই, চিনি পাই, ডাল পাই, সব কিছুই পাই, পাইনা এমন কিছুই নাই। কাজেই অভাব যেটা আছে, সেটা এখানে ব্যবসায়ীরা তাদের মুনাফার জন্য, অতি মুনাফা করার জন্য মাল উধাও করছে এবং তা দিয়েই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং দর তারা বাড়াচ্ছে এবং আমাদের বাধ্য হয়ে সেই দরে মাল কিনতে হচ্ছে। কাজেই মাল বাজারে নাই সেইটা প্রশ্ন নয়, মাল বাজারে আছে, মাল যে দরে পেতে চাই আমরা সেই দরে পাই না। ব্যবসায়ীরা যে দরে হুকুম করে আমাদের বাধ্য হয়ে সেই দরে মাল কিনতে হচ্ছে। কাজেই প্রশ্নটা আমাদের কাছে পরিষ্কার অভাব থেকে সংকট আসছে না সংকট সৃষ্টি-করে যারা মুনাফাখোর, চোরাকারবারী, তারা মুনাফা লুটবে মানুষের জীবন নিয়ে, মানুষের খাদ্য নিয়ে তারা সংকট সৃষ্টি করছে আর আমাদের সরকার বসে বসে সংকট দেখছেন, তামাসা করছেন। কারণ সমস্ত বড় বড় চোরাকারবারীরা সরকারের পকেটে তেল ঢালেন, চাঁদা দেন। কাজেই সরকার তাদের স্বার্থ দেখবেন, না দেখলে চলেনা। আজকে আমি এই কথা বলতে চাইছি যদি আজকে এই মুনাফাবাজদের উৎ-খাত করা না হয়, আজকে মুনাফাবাজরা যে হারে মুনাফা লুঠছে যদি তা বন্ধ করে দেওয়া না হয় যদি দর নিয়ন্ত্রত করা না হয় তাহলে মুনাফাবাজ আর চোরাকারবারীরা মিলে যেভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছেন সাধারণ মানুষ শুধু বসে বসে তা দেখবে না, নিশ্চয় তারা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবে এবং এইকথা আমি বলতে পারি! যদি সরকার সেই দর নিয়ন্ত্রণ না করেন তাহলে চোরাকারবারী এবং মুনাফাবাজদের সঙ্গে আমাদের সরকারকেও সহমরণে যেতে হবে। তাই এক সঙ্গে তাদের মরতে হবে সেই মরা ছাড়া তাদের আর দ্বিতীয় কোন পথ খোলা থাকবে না। সেই কথা আমি এখানে বলতে চাচ্ছি। আপনাদের সহমরণ করতে হবে, চোরাকারবারীদের এবং মুনাফাবাজদের সঙ্গে সহমরণ করতে হবে। এ ছাড়া আপনাদের আর কোন পথ নাই। কাজেই আপনাদের সাবধান হতে হবে এবং আমি সাবধান করে দিতে চাই সাধারণ মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দরে যে পিষ্ঠ হচ্ছে নিশ্চয় তারা বসে বসে তা দেখবে না। আমি তাই মাননীয় স্পীকার-এর মারফত সরকারকে, মন্ত্রীমণ্ডলীকে এই বিষয়ে সাবধান করে দিতে চাই, আপনারা যদি বাঁচতে চান, যদি নিজেদের অস্তিত্ব

টিঁকাতে চান তাহলে আপনারা যে নীতিটা আজকে চালাচ্ছেন সেই নীতিটা পরিবর্তন করুন এবং জিনিষপত্রের দর নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনারা দেখেননি এই গত অগাষ্ট মাসে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে আন্দোলন হয়েছে স্বাধীনতার ইতিহাসে এইরকম আন্দোলন দেখা যায়নি। অগাষ্ট মাসে সারা ভারতবর্ষ বন্ধ আন্দোলন হয়েছে—গুজরাট বন্ধ, মহারাষ্ট্র বন্ধ, উত্তর প্রদেশ বন্ধ, বোম্বাই বন্ধ এত বন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখিনি, এত বন্ধ, এত আন্দোলন ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ করেনি। তাই হয়েছে, ত্রিপুরাতেও বন্ধ হয়েছে। সেই বন্ধ আপনাদের চোখে পড়বে না আমাদের চোখে সেই বন্ধ পড়েছে। আমরা দেখেছি আগরতলা সহরে হরতাল ভাঙ্গবার জন্য কর্তৃপক্ষ কি না করেছেন। সব কিছু আপনারা করেছেন। তারপরও হরতাল হয়েছে। হরতাল যারা বড় বড় মুনাফাখোর ব্যবসায়ী তারা না করতে পারে, যারা ক্রেতা তারা হরতাল করেছে। যারা বাজারে মাল কিনে খায় তারা বাজারে যায়নি। যারা গরীব, রিক্সাওয়ালা তারা হরতাল করেছে এবং যারা ছোটখাট দোকানদার তারা হরতাল করেছে। সেই হরতাল আপনাদের চোখে না পড়তে পারে কিন্তু আমাদের চোখে পড়েছে। আর সেই হরতাল বন্ধ করবার জন্যই আপনাদের এত পুলিশ, এত লাঠি, এত বন্দুক। আজকে আমি এই কথাই বলতে চাচ্ছি মাননীয় স্পীকার যে চোরাকারবারীরা, মুনাফাখোররা যখন তেলে কিছু মিশায় তখন মনে হয় সরকার নাই, আইন নাই। তখন সরকার নির্বাক, নিশ্চুপ। আর যখন সাধারণ মানুষ তাদের খাওয়ার দাবীতে মাঠে দাঁড়ায় যখন তারা প্রতিবাদ করবে তখন সরকার আছে, তার আইন আছে, তার লাঠি আছে তখন তার সব আছে। আমার খাদ্যের দাবীকে তছনছ করার জন্য, আমাকে মারবার জন্য সেখানে আইনের কোন অভাব নাই। তখন সব আইন প্রয়োগ করা হয়, তখন সরকার সক্রিয় থাকে, নিস্ক্রিয় থাকেন না। আর যখন তারা বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগ করা হয়। আর যখন চোরাকারবারী মুনাফা করে তখন তারা বিপন্ন হয় না। তখন আইন প্রযোগ করতে হয় না। যখন তেলে বিষ মেশানো হয়ে থাকে তখন সেই আইন থাকে না এবং যারা বিষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এবং যারা বিষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে চায় তখন ডি, আই, রুল প্রয়োগ করা হয়। তখন আইন প্রয়োগ হয়, এই হচ্ছে আপনাদের আইন এবং এই হচ্ছে আপনাদের গণতন্ত্র এই হচ্ছে আপনাদের সমাজতন্ত্রের মূল কথা। যারা মুনাফা করবে তাদের জন্য সমাজতন্ত্র, তাদের জন্য গণতন্ত্র। আর যারা বাঁচতে চাইবে তাদের জন্য গণতন্ত্র নয়। আমার বাঁচবার অধিকার নাই, আমার মরবার অধিকার আছে। সেই গণতন্ত্র আপনারা চালাচ্ছেন এবং আমরা দেশের মানুষ তাই বসে বসে দেখব একথা মনে করবার কারণ নাই। আজকে এখানে আমি সাবধান বাণী রাখতে চাচ্ছি যদি

আপনারা এই নীতি না পাল্টান যে নীতিটা আপনারা এখানে চালাচ্ছেন, যেভাবে মানুষ আজকে পিষ্ট হচ্ছে যদি সেই নীতি আপনারা পরিবর্ত্তন না করেন তাহলে দেশের মানুষ নিশ্চয় বসে বসে তা দেখবে না এবং তাদের রুদ্র রোষে আপনারা জ্বলে ছারখার হয়ে যাবেন।

Mr. Speaker :— I would remind the Hon'ble Member for the third time.

Sri N. Chakraborti :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত এসেম্বলীর একটা অধিবেশনে এই বিষয়টা নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়। তখন প্রশ্ন উঠে ছিল যখন আমরা বলেছিলাম যে সিধল সুটকী এবং জ্বালানী কাঠ-এরও দাম বেড়েছে তখন ওরা বলেছিলেন যে এইগুলি এসেন্সিয়াল কমোডিটীস নয় এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে এটা যদি এসেন্সিয়াল কমোডিটস বলে ধরা হয় তাহলে মদ এবং গাঁজাও এসেন্সিয়াল কমোডিটস বলে ধরা হবে। আমি এখানে ওদের ত্রিপুরা গেজেটে সাপ্লিমেণ্টারী নাম্বার টু, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ তাতে এন্যুয়াল বুলেটিন এভারেজ রিটেল প্রাইস অব এসেনসিয়াল কমোডিটীস্ ইন ত্রিপুরা, তাতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ৫০টা জিনিষকে এসেনসিয়ল কমোডিটীস বলে ঘোষণা করেছেন এখানকার সরকার। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ত গাঁজা এবং মদের ইনফ্লুয়েন্সে এই সব কথা বলে থাকেন কাজেই তাঁর পক্ষে তাঁর কাগজে কি লেখা হয় সেগুলি দেখার সময় থাকে না। সারা ভারতবর্ষ এখন আন্দোলন করছে ৫০টা নয় ৫১টা আইটেমে এসেনসিয়াল কমডিটিস-এ ইনক্লুড করার জন্য এবং এখানে যে কষ্ট অব লিভিং ইনডেক্স এটার মধ্যে যে ধাপ্পাবাজী আছে সেটা ভারত সরকারও স্বীকার করেন এবং লেবার মিনিষ্ট্রি থেকে বলা হয়েছে............

Mr. Speaker— I would draw the attention of the Hon'ble Member, 'Dappabaji' is unparliamentary.

Shri Nripendra Chakraborty—Mr. Speaker Sir, I would obey the Chair. আমি এই কথাই বলতে চাচ্ছি যে মিনিস্টি অব লেবার, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট, তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে এটার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি আছে এবং সেই ত্রুটি কারেকশন করবার জন্য মহারাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টকে এবং অন্যান্য ষ্টেট গভর্ণমেণ্টকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা গাঁজা এবং মদের ইনফ্লুন্সে কথা বলেন তারা এই হাউসের সামনে এই কথা বলতে পারেন, যেমন মাননীয় মনসুর আলী সাহেব বলেছিলেন সত্যিকারের দাম বাড়েনি। সত্যিকারের দাম বাড়েনি। শ্রীসুনীল দত্ত মেম্বার বলেছিলেন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুয়েকটি ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি

হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি হয়নি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে ত্রিপুরার শতকরা ৭০ জনকে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে ফেয়ার প্রাইস সপ থেকে। তাঁদের সংগে তর্ক করা বৃথা, কারণ তাঁরা সম্ভবতঃ প্রকৃতিস্থ থাকেননা যখন কথাবার্তা বলেন। কারণ এটা সব মানুষ ত্রিপুরার জানে যে ত্রিপুরায় শতকরা ৭০ জনকে রেশনের চাল খাওয়ানো হয়না এবং এটা ঠিক কথা।

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা, বিশেষ করে শ্রী এম, এল, ভৌমিক এবং শ্রী সেন তাঁরা অর্থনীতির খুব মোটা মোটা, খুব বিজ্ঞ এবং যাকে বলে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন। ডিমাণ্ড এবং সাপ্লাই তাঁরা বুঝিয়েছেন, ইকনমিকসের কথা। জিনিষ-পত্রের চাহিদা যদি বাড়ে তাহলে তার দাম বাড়ে এবং তার সাপ্লাই যদি কমে এবং চাহিদা যদি ঠিক থাকে তাহলেও দাম বাড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁরা বলেছেন এবং আমাদের ডেভেলাপমেণ্ট মিনিস্টার বলেছেন যে কো-এক্জিস্ট এটার সংগে করতে হবে। কারণ এটা হচ্ছে প্ল্যানের কথা ডেভেলাপমেণ্ট ইকনমির কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি তাঁরা অনেক কথা বলেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী— কিন্তু গত ১৭/১২/৬৪ তারিখে সেণ্ট্রাল ফিনান্স মিনিষ্টার একথা বলেননি। তিনি ইনফরমেল কনসানট্রেটিভ কমিটির পার্লামেণ্ট তার কাছে বলছেন যে এটা ব্লেক মানির কাজ এবং এই ব্লেক মানির কাজ এই সমস্ত অপকর্ম যদি আমরা বন্ধ করতে চাই তাহলে হোলসেল ট্রেডকে কনট্রোল করতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ যেটা বন্ধ করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দের একথা জানার কথা নয়, তাদের অন্যান্য এলাকার যারা বড় বড় কংগ্রেস নেতা আছেন, তারা একথা বলে থাকেন যে এই যে আমরা প্লেন করছি, এই প্লেনে আমাদের যা জাতীয় আয় বাড়ছে তার প্রায় সবটাই যারা মুনাফাখোর তাদের পকেটে গেছে। প্রফিটিয়ারস, যারা হোরডারস তাদের পকেটে গেছে। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়রা সবাই জানেন যে এই প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিত নেহেরু একটা পার্লামেণ্টারি কমিটি গঠন করেন এবং সে কমিটি যাকে মহলানবিশ কমিটি বলা হয় সেই কমিটির প্রতি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শ্রীভবজা আজাদ যুগান্তর ১১/১২/৬৪ তিনি বলছেন যে এণ্টায়ার ইনক্রিজ ইন নেশানেল ইনকাম তেজ গন টু দি পকেটস অফ্ প্রফিটিয়ারস। দি এণ্টায়ারটা তাদের পকেটে গেছে, কাজেই তাদের নেতা একথা বলছেন যে সমগ্র জাতীয় আয় যেটা সেটা এ' প্রফিটিয়ারসদের পকেটে গেছে। যুগান্তর ১১/১২/৬৩ তারিখের কাগজটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যদি পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করি। ওয়েষ্ট বেঙ্গল কংগ্রেস কমিটি তারা বলেছেন যে এই ব্লেক মানিটাকে কনফিস্কেট করতে হবে। ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের আগে তারাও এই প্রস্তাব করেছেন। তারা কোন কমিউনিষ্ট পার্টির লোক

নন। তারা বলছেন যে ব্ল্যাক মানিটাকে কনফিস্কেট করতে হবে। সে সব কথা এখানকার মন্ত্রীদের বা কংগ্রেস সদস্যদের মুখে আসেনা। ব্ল্যাক মানি কি করে হোরডিংএর কাজে ব্যবহৃত হয়। যারা অর্থনীতির সাধারণ লোক তারাও জানেন যে যখন দেশের মধ্যে ডেফিসিট ফিনান্স-ইং হয়, যখন ইনফ্লেশান হয়, যখন আমি জানি যে তিন মাস একটা জিনিষ রাখলে সেটার দাম বাড়বে তখন তিন মাস এটা রাখা হয় এবং যাদের হাতে টাকা আছে এটা তাদের কাজ এবং ব্ল্যাক মানিটা হোরডিংসের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেই জন্য এই যে কৃত্রিম অভাব সেটা সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয় হচ্ছে যে ব্যাঙ্কগুলি তারা এই হোরডিংসের কাজে টাকা—মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা টাকা দেয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, দেখা গেছে যে এই ব্যাঙ্কগুলির এডভান্স যেগুলি হয় তাতে ৫৭.১ পারসেন্ট ইণ্ডাসট্রিতে যায়, ২০.৬ পারসেন্ট কমার্স এবং ট্রেড'এ যায় আর কৃষকদের হাতে যায় ০.২, ০.৩ পারসেন্ট এগ্রিকালচারিষ্টদের হাতে যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা দেখিয়ে আজকে যারা ভারতবর্ষের চিন্তাবিদ লোক এবং যাদের বলা যায় ফোরমোসট ইকোনমিস্ট যেমন গার্ডগিল যার নাম আপনারা শুনেছেন যার গার্ডগিল কমিশন রিপোর্ট ভারতবর্ষের ইতিহাস যতদিন বেঁচে থাকবে সে রিপোর্ট মূল্যবান হিসাবে গণ্য হবে সেই গার্ডগিল তিনি পর্যন্ত বলেছেন যে যতক্ষণ ব্যাংক নেশানেলাইজেশান না করছ ততক্ষণ পর্যন্ত এটা বন্ধ করতে পারবেনা কাজেই ব্যাংক নেশানেলাইজেশান,—এবং সেখানে দেখা গেছে যে কিরকম কনসেনট্রেশান অফ কেপিটাল রয়েছে। যে ব্যাংকে মাত্র ২০টি লিডং ব্যাংক তারা ১৮১টি ডাইরেক্টার মারফত ১,৬৪০টা ডাইরেক্টার এবং এইগুলি হচ্ছে যারা এই সমস্ত বিজনেস করে, কারবার করে, ইণ্ডাষ্ট্রি করে তাদের সমস্ত এই ২০টি ব্যাংক তার কব্জির মধ্যে রেখেছেন এবং সেজন্য এই যে মোটোটাকে ভেংগে দাও এবং কনসেন্ট্রেশান অফ কেপিটাল যে হচ্ছে সেটাকে—মহলানবিশ কমিটি যেটা বলেছেন টাকা কোথায় যায় সেটা তারা দেখিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে চাই যে তারা উল্লেখ করেছেন যে এই কনট্রাক্টাররা এই পিরিয়ডের মধ্যে ১০ বছরের রিভিউ তারা যেটা করেছেন তাতে দেখিয়েছেন যে এই ১০ বছরের মধ্যে যদি কোন ক্লাশ সবচেয়ে লাভবান হয়ে থাকে তাহলে এই কনট্রাক্টার। এটা আমার কথা নয়, মহলানবিশ কমিটির রিপোর্ট আছে, দয়া করে ওরা যদি পড়েন তাহলে তারা দেখতে পাবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সময় খুব কম, আমি সেজন্য বলছি যে এখানে আমাদের তিনটি কাজের কথা এমনকি কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টও বলে থাকেন যদিও তারা করেন না, সেটা হচ্ছে যে ব্লেক মানি—কনফিস্‌কেট করতে হবে বা সেটাকে কনট্রোল বা সেটাকে বের করে দেওয়ার অনেক রকম প্রস্তাব সেখানে করা হয়েছে, সেটা আমাদের কাছে সারেণ্ডার কর, আমরা দেখব সেটার কি করতে পারি ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকে বলেছেন যে নোট—নোটগুলি ডিমেটিরিয়ালাইজ কর, ইত্যাদি সে সম্পর্কে আমি এখানে বলছিনা। দ্বিতীয় হচ্ছে যে কনট্রোল করতে হবে। আমি বুঝতে পারিনা যে চাউলের দোকান মারফত যদি আমরা চাউল দিতে পারি তাহলে বছরে এক জুড়া কাপড় দিতে পারিনা কেন সেখান দিয়ে, সেখান থেকে ১ সের তেল, দিতে পারি না, ২ সের চিনি দিতে পারি না অথবা লবণ বা দেয়াশলাই বা এই ধরণের যে সমস্ত জিনিষ এইগুলি কেন রেশান সপ্ মারফত আমরা দিতে পারবনা এবং এটা যদি আপনারা লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে পরে দেখবেন যে কেন্দ্রীয় সরকারও একথা ভাবছেন যে দেশের মধ্যে থাউজেণ্ড অফ কনসিউমারস ষ্টোরস কর যার মাধ্যমে আমরা এসেনশিয়েল কমডিটিজগুলি কনট্রোল রেটে সাপ্লাই করতে পারি। এটা হচ্ছে একটা উপায় যেটার মধ্য দিয়ে—যেটা অর্থ মন্ত্রী টি, টি, কে'র বক্তৃতা যদি আপনারা পড়ে থাকেন তাহলে দেখতে পাবেন, তারা বলছেন যে রিটেইলারসরা এই সমস্ত কনট্রোলড গুড্স বিক্রী করবে, হোল সেলারস্‌দের হাত থেকে আমরা এটা নিয়ে নিতে চাই। আমাদের এখানে আমরা কি দেখছি যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নির্বিকার রয়েছেন চাউল সম্পর্কে, যদিও আমরা দেখছি যে এটা হোরর্ডারসদের হাতে চলে যাচ্ছে। আজকে তার খেয়াল হল যে এটা দিল্লীতে পাঠাতে হবে। তিন মাস কি তিনি ঘুমুচ্ছিলেন? গত তিন মাস কেন তারা করলেন না? পশ্চিম বঙ্গ যা করতে পারল, অন্যান্য রাজ্য যা করতে পারে সময় মত, তা তারা করতে পারেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, অয়েল সীডস সম্পর্কে দেখবেন যে অয়েল সীডস এখান থেকে চলে যাবে। কারণ ঐ সমস্ত কোম্পানী অয়েল সীডসের ব্যবসা করেন· তারা ৫ হাজার টাকা করে এই কংগ্রেস ভবনের জন্য দিয়েছেন, কাজেই অয়েল সীডস তারা কনট্রোল করবেননা যারা ঐ বড় বড় ফার্ম, যারা বাহিরে পাঠিয়ে দেয় আমাদের তিল, সরিষা ওদের হাতে তুলে দিয়ে ওরা বসে থাকবে। আলু কি হয়েছে—গত বছর ভুতুরিয়া কোম্পানী কোল্ড ষ্টোরেজ করে সমস্ত আলু একচেটিয়া করে নিজেরা রাখল এবং এক বছরে ১৪ টাকার আলু ৩৫।৩৬ টাকা করে বিক্রী করে ১ লক্ষ টাকার উপর মুনাফা করেছে। কার টাকা—ত্রিপুরার টাকা এবং এই আলু যেটা নাকি ৪।৫।৬ আনা কিনেছে, সেই আলু তারা ১ টাকা ১'৫০ পয়সা বিক্রী করেছে এবং পাইকারী ৩৭।৩৮ টাকা বিক্রী করেছে। তাদের ঐ খানে যদি আলু রাখতে যান এক মণে ৭ টাকা তারা চার্জ্জ করবে অর্থাৎ আমি কোল্ড ষ্টোরেজ করেছি আমি সমস্ত আলুর একচেটিয়া ব্যবসা করব এবং লাখ লাখ টাকা মুনাফা লুটব এবং ৫ হাজার টাকা ভুতুরিয়া ওদের দিয়েছে এবং এইজন্য তারা কোল্ড ষ্টোরেজ করবেনা যদিও এটা করার প্লেন ছিল যে কোল্ড ষ্টোরেজ করতে হবে গভর্ণমেণ্ট থেকে। কিন্তু এ ভদ্রলোকরা সে ত্রিপুরার স্বার্থকে বিক্রী করেছে ভুতুরিয়া কোম্পানীর কাছে ৫

হাজার টাকা দিয়ে। এক লক্ষ টাকা ওরা ভুতুরিয়াকে দিয়েছে কারণ ভুতুরিয়া কংগ্রেসের পকেটে ৫ হাজার টাকা দিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি যে সুগার এবং অয়েল কি করে ওরা দাম ঠিক করে। ওরা রাবার ষ্টেম্প করে দেয়, ওরা চেক-আপ করে যে কি পরতা ? এবং কি দর পড়তে পারে কিচ্ছু করে না। ওরা রবার ষ্টেম্প মেরে দেয়। ঐ বড় বড় ব্যবসায়ীরা যেমন এই সূর্য পাল, অমরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ফনি পাল ওরা যারা ২ হাজার, এক হাজার টাকা করে কংগ্রেস ভবনের জন্য দেয় ওরা হচ্ছে ওদের মুরুব্বি। এবং এই মুরুব্বিরা যা দিয়ে দেয় ওরা রাবার ষ্টেম্প মেরে ওরা তা দিয়ে দেয় জনসাধারণের উপরে চাপিয়ে। আমি শুনেছি এক হাজার টিন তেল যেগুলি আসাম গভর্ণমেণ্ট রিজেক্ট করে দিয়েছে সেইগুলি সম্প্রতি এখানে এসেছে। এই কয়দিন আগেই করিমগঞ্জ থেকে লোক এসেছে, তারা এসে বলছে যে খবর সত্যি কিনা সেইটা না আপনারা দেখবেন যে এক হাজার টিন তেল আসাম গভর্ণমেণ্ট বাতিল করে দিল সেইটা কি শুনছি ত্রিপুরায় চালান করা হয়েছে। ত্রিপুরার বাতিল তেল তেমনি আসামে চালান হবে কারণ তাদের তো একেই ঘর একেই সংসার, কংগ্রেস রাজত্ব সেই ত্রিপুরায়ই হক আসামেই হক, সমস্ত জায়গায় একই ব্যাপার সেখানে চলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে ওরা যে সমস্ত কাজ করছেন ঔষধের ক্ষেত্রেতে। আমি জানি ঔষধের একটা দাম নামি ঠিক আছে, বেবী ফুড্ এর তো কোন পাত্তাই পাওয়া যাবে না। ঔষধের দাম যে কে ফিক্সড করে ? আমি ঔষধ কিনতে গেলাম আমি দাম দেখতে চাইলাম দামের লিষ্ট খুজে পাওয়া গেল না আমার কাছ থেকে যে দাম নেওয়া হল সেইটা ঠিক কন্ট্রোল প্রাইচ্ কিনা আমি মিলিয়ে দেখতে পারলাম না কারণ ওরা দামের লিস্ট সমস্ত জনসাধারণের সামনে, চোখের সামনে রাখা যে বাধ্যতা-মূলক সেইটা চেক করার মতন এই সরকারের কোন লোক নাই যে সেইটা দেখবে যে এই দামগুলি ঠিক ঠিক মত নিচ্ছে কিনা ? মাননীয় স্পীকার, স্যার, জানেন যে ঔষধ মানুষ কখন কিনতে চায়, যখন মৃত্যুর মুখে যায় তখন। সেই ঔষধ তখন তাকে নিতেই হয় ১০ টাকারটা যদি ১৫ টাকা কেহ চায় তাহলেও সেই দাম দিয়েও নিতে হয় এবং এইভাবে ওরা ওদের পকেটে পয়সা দিচ্ছে। ওরা মাননীয় স্পীকার, স্যার, মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবতঃ জানেন না এখনো যে ঐ সান্তারাম কমিটি বলেছেন যারা টাকা বড় বড় লোক থেকে নেয় এই সমস্ত লোক থেকে টাকা সংগ্রহ করে থাকে তাদের সমস্ত আইন করে দিতে হবে এবং তাদের এটা হচ্ছে করাফ্ট প্রেক্টীস। এর মত বড় যারা সমস্ত জনসাধারণের কাছে দুই চার পয়সার জন্য আই মিন চাঁদার জন্য যায় না যারা ফাঁকিবাজী করে অল্প লোকের কাছে গিয়ে মোটা টাকা আনতে চায় তারা আসলে দুর্ণিতিপরায়ণ এটা ওদের লোকেরাই ওদের সম্বন্ধে বলছে

এবং এটা আমরা জানি যে এই জন্য তদন্ত হচ্ছে মাননীয় স্পীকার, স্যার, ঐ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও পুলিশ তদন্ত হচ্ছে সমস্ত জায়গায় এবং ক্রমশঃ তার সংখ্যা বাড়ছে। আমি জানি যে এখানকার মন্ত্রীদের সম্বন্ধেও পুলিশ তদন্ত হবে এবং এখানকার জনসাধারণ এটা করাবে—কন্ট্রাক্টারদের সঙ্গে ওরা নিজেরাও কম টাকা করেনি এবং সেইজন্য আজকে ওরা চোখ বুজে এই সমস্ত দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং এইগুলিতে কোন প্রতিবাদ করে না। এই যে আমি দেখলাম সেই দিন ঐ পুলিশ সাহেব পশ্চিম বঙ্গে বলেছেন যে মুহুর্ত্তে আমরা ধরেছি সেই মুহুর্ত্তে দেখছি যে জিনিষের দাম কমছে। দুই আনার দেয়াশলাই ৪ আনা হল সঙ্গে সঙ্গে কি ২/১টা দোকানদারকে তারা ধরতে পারতো না, সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেয়াশলাই এর দাম কমতো। কিন্তু সেইটা ওরা করে না। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক হাজার লোককে ওরা ডি, আই, রুলে রাখছে আমাদের এখানে রাখে না কারণ এখানে বার্ডস্ অব দি সেইম ফিদার ফ্লগড টুগেদার। কাজেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রয়োজন আছে এবং সেই প্রতিবাদ বিভিন্ন জায়গায় ধ্বনিত হবে এবং পুলিশের চোখ রাঙানি দেখায়ে সেই প্রতিবাদ বন্ধ করা যায় না। এটা কমিউনিষ্ট প্রতিবাদ নয় কারণ পশ্চিম বঙ্গে আজকে এক লক্ষের উপর সরকারী কর্ম্মচারী সেই প্রতিবাদের যে ধ্বনি রাস্তায় রাস্তায় তুলে দিয়েছে সেইটা সারা ভারতবর্ষে শুধু কলিকাতা মিছিলের নগরি নয়, সারা ভারতবর্ষ আজকে মিছিলের ভারতবর্ষে পরিণত হচ্ছে এবং সেখানে উপরের তলায় লোক ওরা যেন সামলাতে পারে।

Mr. Speaker—I would now call on the Hon'ble Minister to give his reply.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (মুখ্যমন্ত্রী)— মাননীয় স্পীকার মহোদয় এই ডিস্কাশন করতে গিয়ে মাননীয় সদস্যবৃন্দ যাহা বলেছেন তা বলতে গেলে পরে এখন সেইটা তাদের মানানসই হবে না তা আমি জানি না তবু সত্যকে প্রকাশ করাই দরকার এবং বাঞ্ছনীয়। এখানে এসেন্শিয়াল কমোডিটিস সম্বন্ধে কন্ট্রোল প্রাইচ্ সম্বন্ধে চিনি সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি, তার জন্য যেটা আছে যেমন কন্ট্রোল প্রাইচ্ নয়। এখন সেই জায়গাতে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে সুগার এর কন্ট্রোল প্রাইচ কলকাতাতে এবং আগরতলাতে কি ব্যাবধান-১'৩১ পার কেজি আর এখানে ১'৪৫ ন. প.। তারপর হল অয়েল। আমাদের এখানে ৫৫৭'৬৮ ন. প. এবং আর আটচাস্ থেকে যে তেল আনা হয় সেটা ৪৮২ টাকা তারপর মুগের ডাল সেটা হল কলকাতায় ১'১৫ ন, প, এখানে ১'৪০ ন, প, মসুর ডাল ১'৩০ আর ১'৫৮ ন. প.। আটা হচ্ছে ৭৫'৩৭ পার কুইন্টল। অতএব তারা যে কথা বলেছেন সেটা বিবেচনা করা দরকার, ভাবা দরকার এবং

তারপরে চাউলের কথা বলা হয়েছে ৭৫ পারসেন্ট পিপলকে চাউল দেওয়া হয় সেই কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ওনারা যুক্তি তর্কের মাধ্যমে যাবেন না, ষ্টেটিষ্টিক্সের মাধ্যমে যাবেন না ওনারা বলবেন যে চাউল দেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষের কোথায়ও ১৮৲মণ দরে ফেয়ার প্রাইস্ সপে চাউল বিক্রি হয় না সেইটা আগেই বলেছি। ভারতবর্ষের কুত্রাপিও ১৮ টাকা দরে সেই ফেয়ার প্রাইস সপের চাউল বিক্রি হয়না, ত্রিপুরায় সেটা হয়, সেটা বলা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে পরেও এখানে বলা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে সিদল স্টুকী সম্বন্ধে। আমি বক্তৃতায় বলেছিলাম সিদল স্টুকী সম্বন্ধে, তার বিকৃত ব্যাখ্যা এই হাউসে করা হয়েছে। সেটা আমি বলেছিলাম যে সিদল স্টুকীর মোট সবটাই আসে পাকিস্তান থেকে এবং সেটা বন্ধ। অতএব তার প্রাইস যে কি করে আমরা কনট্রোল করব। অতএব এই জায়গাতে এটাকে অপব্যাখ্যা করবেন। তবে তাঁরা যদি একথা মনে করে থাকেন যে পাকিস্তানের সাথে চীন সম্বন্ধ স্থাপন করেছে এবং তাঁরা চীনের বন্ধু, দোস্ত তাঁরা তা করতে পারেন কিন্তু আমরা জানি তারা আমাদের দুষমন। অতএব তারা আমাদের কথায় পরিচালিত হবে না, হতে পারে না, হচ্ছে না। অতএব তাঁরা যদি সে ভরসায় থাকেন তাহলে তাঁরা তা করতে পারেন কিন্তু আমরা তা করতে পারি না। তারপর কথা হয়েছে যে ইনফ্লেশনের—বলা হয়েছে যে দাম চড়ার কথা এবং অর্থনীতির পাণ্ডিত্য এই জায়গাতে বলা হয়েছে ডিফিসিট। ডিফিসিট যেখানে হয়, ডিফিসিট ফিনান্স হলে পরে, ওনাদের যুক্তিতে বলা হয়েছে—যেখানে ডিফিসিট ফিনান্স সেখানেই ইনফ্লেশান হবে, দাম বাড়বে। তবে মাননীয় সদস্যরা এই কথা বলেছেন—বক্তৃতা যখন দেওয়া হল তখন বলে গেলেন কিন্তু তার যে এফেক্ট কি হবে সেটা সম্বন্ধে হয়ত ওনারা চিন্তা করে দেখেন না। মহলানবীশের কথা বলা হয়েছে—মহলানবীশ নিজেই বলেছেন, আমি বলব, অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যবৃন্দকে, স্পীকার মহাশয়, সেটা অনুধাবন করার জন্য—প্ল্যান হলে পরে প্ল্যানে দাম বাড়বে, দাম বাড়তে বাধ্য কারণ ইণ্ডিয়ার যে যে প্ল্যানিং সে ডেফিসিট প্ল্যানিং, ফিনান্স হল ডিফিসিট। আমরা বিদেশ থেকে টাকা পয়সা আনছি এবং সেটা মাননীয় সদস্যরাও অবগত আছেন যেমন পাওয়ার সম্বন্ধে যখন প্ল্যানগুলি হচ্ছে সেখানে অনবরত কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে এবং সেখানে ইমিডিয়েটলি তার রেজাল্ট পাওয়া যায় না হয়ত পেতে হলে পরে ৫০।৬০ বৎসর পরে সেটার রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি। অতএব ওনারা নিজেরাই বলছেন যে ডিফিসিট ফিনানসিং যেখানে সেখানে দাম বাড়তে বাধ্য, ইনফ্লেশন হতে বাধ্য। অতএব আমাদের প্ল্যানিং হল ডিফিসিট প্ল্যানিং এবং সেই জায়গায় মাননীয় সদস্যরাও সম্পূর্ণ অবগত আছেন এবং সেই অনুসারে আমি সদস্যদিগকে স্পীকারের মারফত অনুধাবন করার জন্য, কথাটা চিন্তা করার জন্য এবং সেটা পড়ার জন্য

সেই সুবিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ্‌দিগকে আবার অনুরোধ করব।

তারপর বলা হয়েছে যে ভুবনেশ্বরে আমরা বলেছি, কেবল বলিনি, সেই অনুসারে পার্লামেন্টে আইনও করা হয়েছে যে যারা ব্ল্যাক মার্কেটিং করবে তাদের হাকিমের কাছে বিনা সাক্ষ্য প্রমাণে আমরা বিচার করতে পারব। সেটা মাননীয় সদস্যরা হয়ত জানেন তা পার্লামেন্টে পাশ করেছে এবং রাজ্যসভায়ও তা পাশ করেছে। অতএব আইনের মারফতেই আমাদের সমস্ত কাজ করতে হবে। তবে মাননীয় সদস্যরা বক্তৃতা দিতে গিয়ে সহমরণের কথা বলেছেন, তবে সহমরণের কথা বে-আইনী। তবে তাদের আইনে এটা বেআইনী নয় কারণ তাঁরা আবার পুরাতন সহমরণের প্রথা যেটা আইনে নিষিদ্ধ করেছে তাঁরা আবার সেটা জানতে চান, চালু করতে চান। তার কারণ হল এই তারা প্রগতিবাদী, সমাজবাদী, পুরাতন জিনিষটাকে আবার চালু করতে চান। কিন্তু আমরা পুরানো যে জিনিষ অন্যায় অবিচার সহমরণের প্রথা তাকে আমরা চালু হতে দেব না সেটা আমরা কৃতসঙ্কল্প। তারপর বক্তৃতায়—হয়ত শাসানিও হতে পারে। এখানে বলা দরকার ওয়ালে লেখা আছে। ওয়ালে কার যে লেখা আছে সেটা অনুধাবন করার জন্য আমরা বলব। তারপর সমাজবাদী ভেজাল, গণতন্ত্র ভেজাল কারণ যাদের কাছে গণতন্ত্রের মূল্য নাই তারাই গণতন্ত্রকে উপহাস করতে পারে। কারণ তাদের ব্যবসায়ই হল গণতন্ত্রকে জনসাধারণের মধ্যে বিশ্রীভাবে অঙ্কিত করা এবং তা অচল করিয়ে দিয়ে ডিক্টেটরশিপের দিকে ধাবিত করা। তবে সেটা আমি স্পীকারের মারফতে জানিয়ে রাখছি এই ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ অচল। তাঁরা করেছিলেন তার ফল তাঁরা হাতে হাতে পেয়েছেন। কারণ আজাদী ঝুটা হ্যায বলেছিলেন, ভারতবর্ষ আজাদী সাচ হ্যায বলেছে। গণতন্ত্র সাচ হ্যায ভারতবর্ষ বলেছে। তিন তিনটি ইলেকশন ভারতবর্ষের জনসাধারণেই করেছে। অতএব ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে গণতন্ত্র তাদের জীবনবেদ বলে তারা মনে করে নিয়েছে। ওদের কাছে তার কোন মূল্য না হতে পারে কারণ তাঁরা জনসাধারণকে বিশ্বাস করেন না। ভারতবর্ষের যে সরকার তাঁরা জনসাধারণকে বিশ্বাস করেন, গণতন্ত্রবাদী যারা তাঁরা জনসাধারণকে বিশ্বাস করেন আর যাঁরা ডিক্টেটরশিপের দিকে পরিচালিত হন তারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করতে পারে না। করলে পরে তাদের যে একবাদী, একজন লোক সমস্ত লোককে পিতার মত পরিচালিত করবে সেই সুবিধা দেওয়া হবে না। অতএব সেইদিক দিয়ে তাঁরা তা গণতন্ত্র ধ্বংসের জন্য, গণতন্ত্র ভেজাল বলে ওনারা চিৎকার দিতে পারেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ৪৫ কোটি মানুষ সেই মূল্য জানে, সেই মূল্যকে সংরক্ষণ করার জন্য তারা দৃঢ় সংকল্প এবং সেই দিক দিয়ে তারা চিন্তা করছে।

বলা হয়েছে যে আন্দোলন হচ্ছে। আন্দোলন—কংগ্রেস সরকারের যে আইন,

ভারতবর্ষের যে গঠনতন্ত্র তাতে মানুষ সমস্ত প্রকার আন্দোলনই করবেন, করতে পারেন এবং সেই অনুসারেই দেশ চলবে। কিন্তু যদি বে-আইনীভাবে কোন কাজ কেউ করে অন্ততঃ যা নিষিদ্ধ তবে তার সাজা সেখানে হয়। অতএব বে—আইনীভাবে ত্রিপুরাতে তাঁরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করেছেন। কারণ এই আন্দোলন করছিলেন এই জন্য যে তাঁরা বুঝেছিলেন যে এটা যদি করি তার উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্য হল এই যে চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করছে। অতএব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যদি হাঁসিল করতে হয়, তাকে যদি জয়যুক্ত করতে হয়, চীনকে যদি আহ্বান জানাতে হয় তাহলে পরে দেশের মধ্যে একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যার মারফতে চীন দেশ ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে এবং সেই সাইকোলজি ক্রিয়েট করার জন্যই তাঁরা তা করেছিলেন। সেজন্যই ভারতবর্ষের জনতা তার উত্তর দিয়েছে। যাঁরা তা করেছিলেন তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। ত্রিপুরার জনসাধারণ বুঝেছিল তা ব্যর্থ হবে এবং সেজন্যই ভারত বন্ধ আন্দোলনে সেই বাজার বন্ধ হয় নাই, সেই বটতলা বাজার বন্ধ হয়েছিল এবং তা করেছিলেন বটতলার মধ্যেও ৫ জনের মধ্যেই তা সন্নিবেশিত ছিল। কারণ দেশের জনসাধারণ তারা জানে তারা বুঝে যে তাঁরা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই আন্দোলন করছেন। আজকে চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে। অতএব তাদেরও চিন্তা করার দিন এসেছে যে যত প্রকারেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে, চৈনিক আক্রমণকে জয়যুক্ত করার জন্য, আহ্বান করার জন্য যারা আন্দোলন করছে দেশের জনসাধারণ তা রুখবে, তাকে ধ্বংস করবেই এবং সেই অনুসারেই তাঁরা ধ্বংসের জন্য অগ্রসর হয়েছেন। অতএব আমি বলব তাদিগকে চিন্তা করতে যে তাদের প্রস্তাবটা তারা যেন এক ওয়ালে দেখেন, রাইটিং অফ দি ওয়ালে দেখেন, এবং তার মধ্যে ভেজাল হয়েছে, কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে ভেজাল হয়েছে, তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে ভেজাল হয়েছে—রাইট, মস্কো কম্যুনিষ্ট, চাইনিজ কম্যুনিষ্ট, মধ্যপন্থী কম্যুনিষ্ট তার মধ্যে ভেজাল, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ভেজাল হয়েছে, তারা তিন দলে বিভক্ত হয়েছে রাইট মস্কো পন্থী, চাইনিজ পন্থী, কমিউনিষ্ট মেজর পন্থী এবং তিন কমিউনিষ্ট মিলেছে অতএব ইন্টারনেশানেল ওয়ার্কে বিভক্ত হয়েছে। অতএব কি রকমের যে ভেজাল, নিজেদের মধ্যে ভেজাল, আমি আগেও বলেছি যে যদৃশি ভাবনা যস্য যাদৃশি সিদ্ধি তাদৃশি ভবতি। অতএব তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে ধ্বংসের মুখে তারা গেছে বলেই তাদের মনের মধ্যে একটা আতংক উপস্থিত হয়েছে সেই আতংককে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তারা বাঁচতে চান কিন্তু বাঁচার পথ নাই। অতএব সেদিক দিয়ে তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, তাদের ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে।

তারপর বলা হয়েছে তিন মাস পুর্ব্বে করলেন না কেন? ওয়েষ্ট বেঙ্গলে রয়েছে। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করতে বলব এটা হল কনট্রোলিং স্টেট কারণ

তাদের নিজস্ব ফিনান্স আছে। চাউলের যে দর তারা সেটা ধার্য্য করে দেন। স্টেট ফিনান্স, সেটা তারা করছে। এবং আমাদের যে ফিনান্স সেটা ফ্রম সেণ্টার। মাননীয় সদস্য প্রত্যেকেই এটা অবগত আছেন অতএব সেই অনুসারে বিলম্ব হতে বাধ্য। অতএব আগেও—অনেক আগেই এটা বলা হয়েছে এবং তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন অতএব সেদিক দিয়ে চিন্তা করতে আমি বলব। ওয়েষ্ট বেঙ্গল এবং ত্রিপুরা এক জিনিষ নয়। তার নিজের ফিনান্স আছে তারা সেটা খরচ করেন আর আমাদের ফিনান্স যেটা সেটা সেন্ট্রাল ফিনানসের আণ্ডারে আছে। অতএব সেটা বিলম্ব হচ্ছে। এবং বিলম্ব হতে বাধ্য। তারপর বলা হয়েছে ট্রাক ওনারস এসোসিয়েশান কংগ্রেস তহবিলে দান করেছেন। ২ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা তারা দান করেছেন বলে ওনারা বলেছেন। এখন এটা সর্ব্ববাদিসম্মত যে পলিটিক্যাল পার্টিরা দান গ্রহণ করেন, জানিনা তারা কি উদ্দেশ্যে বলছেন। তবে তারা ঠিক এমনভাবে কথা বলেছেন যে তাহলে বিনা দানে পার্টির ওয়ার্ক চালাতে হলে, চুরি করতে হবে, না হয় ডাকাতি করতে হবে, না হয় খুন জখম করে টাকা আদায় করতে হবে। সেটা বে-আইনি। কিন্তু রাজনৈতিক কাজ'এর জন্য চাঁদা সংগ্রহ করার সম্পূর্ণ অধিকার ভারতবর্ষে আছে। অতএব সেই অধিকার বলেই তা করা হচ্ছে এবং আমার মনে হয় যে আজকে কোন জায়গা থেকে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য তহবিল টহাবল পাননি সেইজন্যই গাত্রদাহ সুরু হয়েছে, চীৎকার সুরু হয়েছে এবং আর হয়ত যে পথ আছে সে পথেও টাকা আদায় হচ্ছে না অতএব সমস্ত পথ বন্ধ হয়েছে বলেই আজকে চীৎকার আরম্ভ হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে রাজনৈতিক পার্টিগুলি চাঁদা সংগ্রহ করে, কমিউনিষ্ট পার্টি তা করেনা তাদের হয়ত অন্য জায়গা থেকে টাকা আসে। অতএব তার উপর নির্ভর করছিল তারা যে চীন থেকে হয়ত টাকা আসবে না হয় মস্কো থেকে আসবে, রূপি মারফত যে বেঙ্কগুলি চলছে সেই টাকা দিয়ে চলে অতএব তাদের পক্ষে হয়ত দেশের লোকের থেকে টাকা নেওয়া গুনাহ, বিদেশ থেকে নেওয়া সুবিধাদায়ক অতএব সেই অনুসারে তারা তা করেন। সেটার আজ হয়ত কোন একটা অসুবিধা হচ্ছে তার জন্যই আজকে এখানে নানা রকম কথা বলা হচ্ছে। অতএব রাজনৈতিক দলগুলি চাঁদা সংগ্রহ করতে পারবেন এমন কোন আইন কোন জায়গাতে বা পার্লামেণ্টে কোন দল তা করে নি। ওনারা আজকে বড় বড় চীৎকার করছেন, ব্যবসায়ীরা টাকা দিচ্ছেন কিন্তু আমরা জানি যে কেরলাতে যে সি, পি, মিনিষ্ট্রি ছিল সেই সেখানে বিরলার বিল সম্বন্ধে সমস্ত দেশ অবহিত আছেন। অতএব সেটা সম্বন্ধে বলার কোন কারণ থাকতে পারে না। দেশবাসী সে বিষয়ে প্রত্যেকেই অবগত আছেন। কি ভাবে কোথায় চলে।

তারপর একটা কথা বলা হয়েছে যে লক্ষ্মীনারায়ণ ভাণ্ডার ৬০ টিন সরিষার তেল

ভেজাল দিয়ে ১০০ টিন করেছেন, সেটাকে আবার জনসাধারণ মিলে ধরে দিয়েছেন মাননীয় সদস্যও সেখানে ছিলেন কিনা আমি জানিনা। যদি দেখে থাকেন তা হলে গভর্ণমেণ্টকে জানাতে পারতেন। ভেজাল বললেই হবে না সেটাকে কেমিক্যাল এনালাইসিস করাতে হবে। সেটা হলে পরে আমরা বলতে পারব যে ভেজাল হয়েছে কিনা। মাননীয় সদস্য হয়ত কেমিক্যাল এক্সপার্ট মানুষ, কথাবার্তায় তাই মনে হচ্ছে উনারা কেমিক্যাল এক্সপার্ট। কিন্তু আমাদের আগে দেখতে হবে যে সেটা কেমিক্যাল এক্জামিন হয়েছে কিনা। তারপর বলা চলে যে ভেজাল হয়েছে। অতএব বলার সাথে সাথে তাকে গলায় ফাঁসি দেওয়ার অধিকার কারও নেই। সেটা আইনের মারফত হবে। অতএব সেই অনুসারে সরকার কাজ করবে। আপনারা জানেন কিন্তু আপনারা সরকারের কাছে জানাননি, সরকারের কাছে কোন কিছু করেননি। কিন্তু হাউসে একথা বলা হচ্ছে কাজেই সেই অনুসারে কেমিক্যাল এক্জামিন হয় এবং তারপর তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। এবং সেটা কোর্টের উপর নির্ভর করে। কেমিক্যাল এনালিসিস করার পর আমরা সেটা কোর্টের কাছে প্রডিউস করব এবং কোর্ট সেটা বিচার করবে এবং সেটা এক তরফা বিচার নয়, এটা চীন দেশও নয়, রাশিয়াও নয়। আমাদের দেশের আইন সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা ধরব, প্রমাণ করব এবং এটা আমাদের দেখতে হবে যে লোকটি দোষী কিনা? অতএব তারা যদি চীনের দিক থেকে অথবা রাশিয়ার দিক থেকে চিন্তা করে থাকেন তাহলে ভারতবর্ষে এই আইন প্রচলিত নাই যে বিনা বিচারে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যায়। আমাদের প্রাইমাফেসি কেস পুলিশ দেবে, রিট পিটিশান সমস্ত কিছু আছে এবং সে জায়গাতে এসে যদি প্রমাণিত হয় তা হলে তাকে আটক রাখা হয় প্রসিডিংস এর জন্য, টেকনিকেলিটিজির জন্য। কোন কোন ক্ষেত্রে মুক্তিও পেতে পারেন। কেবল ধরলেই হয়না, তার সমস্ত ব্যবস্থা আছে।

ভুতুরিয়া একটা কোল্ড ষ্টরেজ করেছে সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কত আবোল তাবোল কথা বলা হয়েছে সেটা লক্ষ্য করার বিষয় যাবে হয়েছে ক্যালকাটা থেকে আমাদের আলু আসে। মাননীয় সদস্য হয়ত সেটা ভুতুড়িয়া ব্রাদারসের সেই আলু বলেই বলবেন কিন্তু আমাদের দেশের আলু থেকে আরম্ভ করে পেঁয়াজ, মসুর ডাল, তেল প্রত্যেকটি জিনিষ বাহির থেকে আসে। এবং সেই সম্বন্ধে উনারা অবহিত আছেন। তবে সেটা বলা হচ্ছে জনচিত্তকে উদভ্রান্ত করার জন্য আমি স্পীকার মারফত আপনাদিগকে আবেদন করছি যে সত্য যে ব্যাপার সেটা অনুধাবন কারুন। কারণ জনচিত্ত এইভাবে বিভ্রান্ত হয়না। তার ফল তাঁরা হাতে হাতে পেয়েছেন। মাননীয় সদস্যরা তার ফল পেয়েছেন, আন্দোলন করে, ভারত বন্ধ করে দুইবার—একটা ২৮শে হয়েছিল ভারত বন্ধ, আরেকটা ২৫শে

হয়েছিল ভারত বন্ধ। ভারত বন্ধ হয়েছিল দুইভাবে কিনা, একটা মস্কো-ওয়াইজ, আরেকটা চাইনীজ-ওয়াইজ। অতএব সেটা ভারতবর্ষের লোকেরা জানে এবং জেনে তার উত্তর ভালভাবে দিয়েছে। অতএব তাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়েছে। উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নয় কারণ জনসাধারণকে বিপথে পরিচালিত করার দিন আজ আর নেই।

তারপর বলা হয়েছে সরিষার সম্বন্ধে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় জেনেছেন যে সরিষাকে কন্ট্রোল করা বা নিয়ন্ত্রণ করা ভারত সরকারের উদ্দেশ্য নয়। তার কারণ ত্রিপুরা যে জায়গা সেই জায়গা সেলফ সার্পোটেড নয়, দুমাসেরও তেল এখানে উৎপন্ন হয় না। অতএব আমাদের দেশে কেন বাংলা দেশেও নাই। বাংলা ও ত্রিপুরা আরম্ভ করে কোন জায়গাতে কন্ট্রোল নাই। সে সমস্ত সরিষা আমাদের আনতে হয় সেই পাঞ্জাব, বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। মাননীয় সদস্যরা তা জানেন। তবে এই জিনিষগুলি তাঁরা জেনে শুনে বন্ধ করার কথা কেন বলছেন ? তার কারণ আছে। আমাদের দেশে এমনিই উৎপাদন হচ্ছে না। বিদেশ থেকে আমরা আনছি সেটা। অতএব সেই জায়গাতে যদি আমরা এটাকে দিই, কোন লোক আনতে পারবে না, কোন লোক তেল, ডাল, লবণ ইত্যাদি না পাক, তাতে জনসাধারণের মনে একটা অভাববোধ জাগবে কোন জিনিষ পাবে না। সেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্যই এই সমস্ত আবোল তাবোল কথা বলা হচ্ছে। তা নইলে এই কথার কোন মানে হয় না।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2 P. M.

Mr Spaaker— Discussion on matter of urgent public importance for short duration is over. I would now pass on with next item. There is another matter of urgent public importance for short duration. I allow one hour for discussion in the subject.

This discussion is on :—

"Situation created in Tripura by the continued influx of displaced person from East Pakistan, and by the problem of their releif and early rehabilitation"

Notice has been given by Sree Nripendra Chakraborty M.L.A. I have allotted one hour for discussion on the subject. There will be no formal motion before the House for reply. The member who has given notice may make a short statement and the Minister

shall reply. Any other member who desires to take part in the discussion may do so. I would now call on Sree Nripendra Chakraborty.

Sri Nripendra Chakraborty— মাননীয় Speaker Sir আজ কয়েক বৎসর ধরে পাকিস্থানে নানা প্রকার নির্য্যাতনে সেখানকার হাজার হাজার ছিন্নমূল হিন্দু ভারতবর্ষের বিভিন্ন District এ প্রবেশ করেছেন এবং ত্রিপুরাতে বিরাট সংখ্যক বাঙালী উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করছেন। এটা কোন নুতন কথা নয়। ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন যাবৎ পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুরা আসছে এবং আমরা যা আশা করেছিলাম নেহেরু-লিয়াকত আলীর চুক্তির-পরে এটা কমে আসবে সে আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ আমরা দেখছি যে উদ্বাস্তু আগমন অব্যাহত আছে। তার আগেও, মাননীয় স্পীকার স্যার, ৩।৪ হাজার পাহাড়ীয়া পাকিস্তান থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়। অমরপুর, কৈলাসহর প্রভৃতি বিভাগে এবং তারা এখানে এসে চীফ কমিশনারের কাছে অভিযোগ করেছিল, তখন চীফ কমিশনারের শাসন এই ত্রিপুরাতে চালু ছিল যে আমাদিগকে জোর করে ধর্মান্তরীত করার চেস্টা হয়েছে এবং জোরপূর্ব্বক আমাদের উপর বিভিন্ন রকম অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন তাদিগকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়নি, এমন কি পুলিশ লাগিয়ে জোর করে তাদিগকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যারজন্য ত্রিপুরাতে হরতাল বিক্ষোভ ইত্যাদি প্রতিপালিত হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই প্রতিবাদের যে ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি, তখন অনেকে গণতান্ত্রিক ব্যক্তি বিভ্রান্ত ছিলেন। ত্রিপুরাতে যারা এ সমস্ত উদ্বাস্তুদিগকে আশ্রয় দেওয়ার পক্ষে ততখানি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করেন নি, কিন্তু সাম্প্রতিক পাকিস্তানের নির্যাতন, যাহা ঢাকা riot থেকে জোর আরম্ভ হয়, তারপর থেকে সারা ভারতবর্ষে এক বিরাট চাপ সৃষ্টি হয় সরকারের উপর যে সমস্ত বাধা নিষেধ তোলে দাও, এবং মাইগ্রেশন ইত্যাদি তোলে দিয়ে তাদের আশ্রয় দিতে হবে। সেই দাবীর ফলেই রাস্তা খুলে যায় এবং তারা আসতে পারেন। ত্রিপুরাতে তারা এসে আশ্রয় নিয়েছেন, এখন আমাদের সমস্যা হল এই যে ত্রিপুরা এমন একটা জায়গা যেখানে এর আগে seturation point reach করেছে, অর্থাৎ উদ্বাস্তু এত সংখ্যা এখানে এসেছে যে তাদের পুনর্ব্বাসন অসম্ভব। এখানে আবাদ যোগ্য যে জমি যেটা আমি আগে সে তথ্য দিয়েছি, তা আমি পুনরায় উল্লেখ করতে চাই না। সেটা techno economic survey তে পরিস্কার ভাবে point out করেছে যে এখানে further expansion scope অত্যন্ত সল্প। কাজেই এখানে জমি নাই বলে এখানকার সরকার ও কেন্দ্রিয় সরকার সবাই মিলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে আর উদ্বাস্তু ত্রিপুরাতে পুনর্বসতি দেওয়ার দায়িত্ব

আমরা নিতে পারিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা এর আগে এখানে এসেছিলেন তাদের সমস্যাও এখন পর্যন্ত সমাধান হয়নি। এটা এই হাউসের পক্ষে অজানা নয় যে তাদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট পুনর্ব্বসতি পেয়েছেন তারা একটা বিরাট বিক্ষোভ ও আন্দোলন করেছিলেন, যখন এখানে পুনর্ব্বসতি দপ্তর তোলে দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রিয় সরকার বলেছিলেন যে residual work আমরা চালিয়ে যাব যদিও আমরা সে দপ্তর তুলে দিচ্ছি।

পরে ১৯৬৩-৬৪ এর যে Annual Report কোন্দ্রয় সরকার উপস্থিত করেছেন Parliament এ সেই Report দেখে আমি আশ্চর্য্য হলাম যে সেখানে Assam এর Residual work এর কথা আছে কিন্তু Tripura র Residual work ওরা কি করেছে সেটার কোন উল্লেখ নাই, একমাত্র শিক্ষা দপ্তরকে ১ লক্ষ বা এর কিছু বেশী টাকা দেওয়ার একটা হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু আমি জানতাম যে Central Government Committed এখানকার উদ্বাস্তুদের Land Purchase করে, Land Acquire করে জমি দিতে, কিন্তু যে Minimum জমি উদ্বাস্তুদের পাওরার কথা ছিল তার কম তারা পেয়েছেন। এবং তাদের সংখ্যা কম নয়, কয়েক হাজার হবে যারা পুরানো কলোনীতে ১ কানি, দেড় কানি জমি পেয়েও বেঁচে থাকতে পারছেন না। যেমন আমি তেলিয়াযুড়া কালিটিলার ও সাক্রমের বিভিন্ন কলোনীগুলির কথা জানি এবং অন্যান্য বহু কলোনী আছে। আমি তার List দিতে চাই না। যেখানে এখন উদ্বাস্তু বহু আছে যারা আমাদের এখানকার Basic holding যেটা আমরা ৫ কানি বলে থাকি সেটাও পাননি। সে সমস্ত জমি তাদের আগে থেকেই দেওয়া হয়নি। মাননীয় Speaker Sir, আমি জানি তাছাড়াও সেখানে Irrigation ও অন্যান্য Facilities দেওয়ার কথা ছিল সেগুলি আজও তারা পাননি সে সমস্ত Commitment এখানকার Govt. পালন করতে পারেন নি যার ফলে তাদের এখনও পুনর্ব্বসতি হয়নি। এর পর যারা এলেন তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটা দায়ীত্ব নিলেন যে তাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পাঠাবো। দণ্ডকারণ্য, বিহারের বেতীয়া ও অন্যান্য জায়গায় কিছু তারা পাঠান।

কিন্তু তিন মাস আগে আমি এ সমস্ত কলোনীর কিছু দেখেছি, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি, তারাও আশ্চর্য্য হয়ে গেছে যে ক্যাম্পগুলিতে তাদের রাখা হয় সেটা একটা অমানুষিক অবস্থার মধ্যে, মাননীয় Speaker স্যার, ছোট একটি ঘর তার মধ্যে ৩।৪ পরিবার একত্রে রাখা হয়। যেখানে তাদের Privacy বলে কোন জিনিষ থাকে না এবং কতদিন সেই কষ্টকর জীবন যে চালিয়ে যেতে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সর্ব্বোচ্চ কত টাকা যে তাদের Dole দেওয়া হয় সেটা আজকের এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির দিনে ত্রিপুরায় বিশেষ করে সেখানে যারা

ভারতের তুলনায় অত্যন্ত ২৫% বেশী এটা সর্ব্বজন স্বীকৃত। সেখানে আজকে তারা ৫০ টাকায় কি করে চালায়। আমি যখন গিয়েছিলাম, তখন তাদের এমন কি Ration পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক করে দেওয়া হয়েছিল, তাদের আজ পর্য্যন্ত একটা জামা কাপড় দেওয়া হয়নি, তারা একটা সামান্য জামা কাপড় পর্য্যন্ত নিয়ে পাকিস্তান থেকে আসতে পারেনি। সমস্ত লুন্ঠিত সেখানে হয়েছে, তারা আমার কাছে বলেছেন যে তারা একটা জামা কাপড় পর্য্যন্ত পায়নি। একটা কম্বল পর্য্যন্ত পাই না, এরকম অবস্থায় আমাদের এখানে রাখা হয়েছে। যখনি আমরা দাবী করি তখনি বলা হয়, শীঘ্রই পাঠিয়ে দিচ্ছি, কাজেই তোমাদের এ সমস্ত দরকার নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি দেখেছি, তাদের আগরতলা থেকে ট্রাকে কিভাবে পাঠান হয়। আমাদের গরু-বাছুর এভাবে আমরা পাঠাইনা, এটা লজ্জার কথা এবং কলঙ্কের কথা, দুঃখের কথা যে মানুষকে ট্রাকে করে ১২৬ মাইল রাস্তা এবং রাত্রির অন্ধকারে তাদের পাঠান হয়। যাতে দিনে চিৎকার না করে। এখানের Director কে আমি একথা বলেছিলাম যে, আপনাদের মধ্যে সামান্য মানবতা বোধ নেই, সামান্য মনুষ্যত্ব নেই, যেখানে আমরা একটা Deluxe গাড়ীতে করে যেতে বমি করি। সেই রাস্তার মধ্যে শিশু সন্তানসহ মায়েরা cattle এর মত তারা সেখানে যাবে। কিন্তু এখানে মনুষ্যত্বের কোন রাজত্ব নেই। মনুষ্যত্বের কোন বোধ নেই, কোন দরদ নেই, শুধু ফাকা আওয়াজ তারা করেন। যখন আমরা Tribal এর কথা বলি তখন তারা বলে তোমরা উদ্বাস্তু দেখছ না, আমি জানতে চাই কি কারণে তারা মানুষগুলোকে এখান থেকে ট্রাকে করে পাঠান তাদের জন্য গাড়ীতে একটু জায়গা কি হয়না। ১২৬ মাইল শিশুরা যাতে শান্তিতে যেতে পারে, তার কি কোন ব্যবস্থা করা যায় না, সে সমস্ত ব্যবস্থা এখানে করা হয় না এবং আমি জানতে চাই যে এই সমস্ত ক্যাম্পে কতটুকু জল, Medical facilities এবং অন্যান্য ব্যবস্থা আছে, যেমন কমলপুরে কালাছড়ি কিছু কিছু রয়েছে। আমি শুনলাম যে সেখানে Medical facilities যথেষ্ট নয়, জলের ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়, এবং অন্যান্য ক্যাম্পেও তাই। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, যাদের এর আগে বেতিয়ায় পাঠান হয়েছিল তাদের কথা বলছিলাম, আমি তাদের সঙ্গে meet করেছি, দণ্ডকারণ্যে যারা গিয়েছেন তাদের সাথে দেখা করেছি। আমি জানি কি কারণে দণ্ডকে সেখানকার ৪০ হাজার উদ্বাস্তু চলে এসেছে। যারা বেতিয়াতে গিয়েছিলেন আজকে নূতন তারা যাচ্ছেন না, এর আগে যারা গিয়েছিলেন আমি তাদের সঙ্গেও meet করেছি এবং সেই আগে বেতিয়ায় যারা গিয়েছিলেন আজ তারা কোথায়। কিন্তু কি কারণে হাজার হাজার বেতিয়ার উদ্বাস্তু আজকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, সেই কারণও আমি জানি, কিন্তু সে সব কথা এখানে বলে কোন লাভ নাই, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব আমি আশা করি আমাদের এখান

থেকে যারা যাবেন, তাদের যাতে ফিরে আসতে না হয়, পুলিশের গুলি এবং লাঠী খেয়ে নির্য্যাতীত হয়ে যেমন পশ্চিম বাংলায় তারা ফিরে আসছেন, আমি সেটা আমাদের এখানকার সরকারকে দেখতে বলবো আমি জানি যে কিছু লোক এখানে রাখবার দায়িত্ব আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি প্রথম এ House এর সামনে বলেছিলেন যে ২০০০ হাজার থেকে ২৫০০ হাজার পরিবারের দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। আমরা কেন্দ্রীয় যিনি পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী তার Statement অন্য রকম দেখতে পাই, তিনি বলেছেন এখানের মুখ্যমন্ত্রী নাকি ৫০০০ হাজার family'র দায়িত্ব নিয়েছেন। আমি জানতে চাই এখানকার মন্ত্রী মহোদয়দের কাছ থেকে যে সত্যিকারের commitment কি? আমি পত্রিকায় দেখেছি যে ওদের নিয়ে নাকি একটা Labour corps একটা National labour corps করা হবে। আবার আর একটা কাগজে আমরা দেখলাম যে ওদের নিয়ে একটা Agricultural Firm হচ্ছে, আমি জানতে চাই যে সত্যিকারের পরিকল্পনা কি হয়েছে ওদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য। কারণ আমি জানি যে মাটি কাটার দল তৈরী করে কোন পুনর্ব্বাসন হতে পারেনা, পুনর্ব্বাসনের জন্য আমরা সেকথা আগেও বলেছি যে স্থায়ী অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দরকার। আজকে তাদের কয়েক জনকে নিয়ে একটা জায়গার মাটি কাটালাম তারপর তাদের ছুঁড়ে ফেলে দিলাম যে তোমাদের পুনর্বাসন হয়েছে, সে ব্যবস্থা চলতে পারেনা। অর্থনৈতিক পুনর্বাসন যাকে বলি, জীবিকার সংস্থান যাতে হয়, সে রকম ব্যবস্থা তারা কি করেছেন, সেটা তারা আমাদের এখানে বল্লে আমি খুশী হব। মাননীয় স্পীকার স্যার, এ ছাড়াও একটা বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু যারা এসেছেন জমি বিনিময় করে, exchange করে এ রকম উদ্বাস্তুর সংখ্যাও কম নয়, তারা কিভাবে এসেছেন। তারা ওখান থেকে একটা কাঁচা দলিল নিয়ে এসেছেন, সেই কাঁচা দলিলকে ভিত্তি করে তারা এখানে জমি দখল নেওয়ার চেষ্টা করেছেন, এবং সে সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের এখানকার সরকার কি নীতি অবলম্বন করবেন সেটাও আমাদের জানা দরকার। আমি লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা গেজেট যদি আমরা খুলে দেখি তা হলে যে কোন সদস্য যদি লক্ষ্য করে থাকেন দেখবেন যে কত নোটিশ বের হচ্ছে ক্রোকের এবং সংসিতের এবং অধিকাংশ আমি খবর নিয়ে দেখেছি যে এই মুসলমানেরা যাদের নামের বের হচ্ছে, সোনামুড়া ও উদয়পুর থেকে তারা জমি বিনিময় করে চলে গেছে তারা তাদের বকেয়া রাজস্ব স্বাভাবিকভাবে দিতে পারেননি কিন্তু যে সমস্ত জায়গায় উদ্বাস্তু এসে দখল করেছে সে জমিগুলো এখন নিলাম হয়ে যাবে।

এখন এই যে নীলাম হয়ে যাবে তার একটা সময় পেলে ওরা আপত্তি দিতে পারে অনেকে টাকা জমা দিতে পারে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেতে সেই সমস্ত সুযোগও সময় তারা পাচ্ছেনা যার ফলে অনেক জমি নিয়ে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে, আমাদের Govern-

ment কে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিতে হবে, যে তারা এসমস্ত বিনিময়ের জমি সম্পর্কে কি নীতি তাদের অবলম্বন করতে বলেন যাতে জমিগুলো নীলাম না হতে পারে, যাতে তাদের নামে সমস্ত record Settlement করতে পারেন অতি দ্রুত এবং তাদের নামে নামজারী এবং attestation পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়, সেই জিনিষগুলো আমাদের মন্ত্রী মহোদয়দের করতে হবে বিনা খরচে যাতে তারা এগুলো করতে পারে যেহেতু তারা উদ্বাস্তু এবং অনেকে সম্ভবতঃ একথা জানেন যে ওরা যখন এখানে আসে তখন ওরা ফসল করতে পারেনি এইজন্য যে ওরা প্রায়ই কিছু নিয়া আসতে পারেন না তার ফলে তাদের হাতে এমন কোন capital মূলধন থাকে না। যে মূলধন দিয়ে তারা হাল-বলদ কিনতে পারে, বীজধান কিনতে পারে বা অন্যান্য যে সমস্ত কৃষিযন্ত্রপাতি দরকার তা কিনতে পারে। আমার জানতে হবে কৃষির দিক থেকে তাদের সাহায্য করার ব্যাপারে আমাদের সরকারের কি পরিকল্পনা আছে। আমি জানতে পেয়েছি যে সোনামুড়াতে বোড়ো চাষের জন্য কিছু কিছু Seeds Loan দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি যে সমস্ত Seeds Loan দেওয়া হয়েছে তাদের অধিকাংশ Germinate করেনি এবং সে সমস্ত তদন্ত করে দেখাবেন যে কি কারণে এরকম ধরণের Seeds দেওয়া হয়? সেগুলো যদি Germinate না করে তবে তাদের হাতে একটা ফসল পর্য্যন্ত আসবে না। এবং সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি এটা আশা করবো যে যাতে কৃষিঋণ দেওয়া হয়। ঐ জমি যে জমি ওরা রেখেছে অথবা তাদের credit wortheness তখনি না দেখে তা বন্ধক রেখে কৃষিঋণ দেওয়া হয়, কারণ ওরা উদ্বাস্তু হিসাবে যখন আসে তখন তিনজনে একজনের জমিতে এসে বসেছে এবং সেই জমিগুলি Parcelled out হয়েছে যার ফলে হয়তো এমন জমি তাদের হাতে নেই যা দিয়ে সরকার থেকে ঋণ পেতে পারবে। কাজেই credit wortheness এটা তখানি না দেখে কৃষিঋণ দেওয়া হোক উদ্বাস্তুদের ঋণ দেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না। কাজেই তারা যাতে কৃষিঋণ পেতে পারে বলদ কিনবার জন্য, অন্যান্য কৃষির কাজ চালাবার জন্য, গৃহস্থীতে পুনর্বসতির জন্য তারা যাতে Forest Products পেতে পারে তাদের ঘর-বাড়ীর জন্য without royalty সেটা দেখতে হবে।

ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক জায়গাতে এখন পর্য্যন্ত জোতের গাছ পর্য্যন্ত কাটা নিষিদ্ধ। কাজেই এরকম জায়গাতে Forest Products without royalty উদ্বাস্তুরা যাতে পেতে পারে সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে এবং তাছাড়া ওদের ছেলে মেয়েদের বইপত্র ইত্যাদি কিনবার উপযোগী Book grant যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা উদ্বাস্তু ছেলে মেয়েরা এপর্য্যন্ত পেয়ে আসতো সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা এদের ছেলে মেয়েদের দিতে হবে লেখাপড়ার দিক থেকে। এবং মাননীয় Speaker Sir, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার

থেকে আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে এই নির্দেশ এসেছে যে ওদের Citizenship দেওয়া সম্পর্কেও যে সমস্ত Formalities অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাদের ক্ষেত্রে সেগুলো করা হবে না। কারণ সেদিক থেকেও ওদের পরিষ্কার করে জানা দরকার যে ওরা Citizenship কি করে পাবে, কি কি Formalities এর ভেতর দিয়ে যেতে হবে এবং সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি হয়, যাতে তারা ভারতের পূর্ণ নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে সেদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। যেমন আমি দেখেছি সোনামুড়াতে অধিকাংশ পঞ্চায়েৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে কারণ পঞ্চায়েৎ প্রধান, উপপ্রধান বা মেম্বাররা অনেকেই পাকিস্তান চলে গেছেন। সে সমস্ত এলাকা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা ছিল। সেখানে ওরা যদি Citizenship right না পায় তাহলে ওরা সেই পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে দাড়াতে পারে না এবং পঞ্চায়েতগুলোকে সক্রিয় করে তুলে উঠতে পারে না। যে সমস্ত গ্রামে যে সায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলো পঙ্গু হয়ে যাবে। কাজেই এই সমস্ত দিগগুলো থেকে এই যে ক্রমাগত উদ্বাস্তুরা আসছে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সরকার কি করছেন সেটা আমাদের জানা দরকার। মাননীয় Speaker Sir, আর একটি বিষয় আমি বলব সেটি হচ্ছে যে এখানে উদ্বাস্তু আগমন সম্পর্কে আন্দাজি কথা বলে কোন লাভ নেই। যে দুই হাজার আসছে, ২ লক্ষ আসছে না ৪ লক্ষ আসছে, কারণ সরকারের অফিসে record করানোর জন্য সব উদ্বাস্তুরা আসে সেটা মনে করার কোন কারণ নেই। অনেক উদ্বাস্তু আছেন যারা বিভিন্ন পথে চলে আসছেন—তারা সরকারের কাছে কোন registration এর জন্য যাননি। কারণ সরকারের কাছে কোন সাহায্য পাবেন এরকম কোন আশা নিয়ে তারা আসেননি। আমি চাই যে একটা sample survey এখানে হউক, যাতে করে নির্ভরযোগ্য একটা তথ্য আমরা পাই। মাননীয় Speaker Sir, এটা হয়ত অনেকেই জানেন যে West Bengal থেকে আমরা উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে একটা sample survey করার জন্য একটা Party অনেক মূল্যবান তথ্য উপস্থিত করেছিলেন এবং তারা দেখিয়েছিলেন যে কতকগুলো জায়গায় sample survey করে যে আমাদের refugee সম্পর্কে যে তথ্য ছিল সেটা ভুল। কারণ তারা প্রত্যেকটা গ্রামে গিয়ে sample survey করে দেখেছেন, সেখানে আমাদের অফিস থেকে বলা হয়েছে যে গ্রামে একজন উদ্বাস্তুও নেই, তারা কয়েক ডজন উদ্বাস্তু সে গ্রাম থেকে বের করেছেন। কাজেই sample survey একটা বৈজ্ঞানিক জিনিষ এবং সেটা আমাদের এখানকার Statistical Deptt. করে থাকেন। Central Statistical bureau-র সাহায্য নিয়ে। আমাদের এখানেও সেটা করা দরকার এই জন্য যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমস্ত plan 1961-র basis হচ্ছে। সেটা কি? ন ; ১১ লক্ষ কয়েক হাজার

লোক। কিন্তু আমার চোখের সামনে দেখছি যে প্রায় ১৩ লক্ষের মত লোক এখানে হবে। ২ লক্ষ লোক যদি আমরা কম ধরে যাই তাহলে পরে এই যে ৪র্থ পরিকল্পনা হবে তাতে আমাদের ত্রিপুরায় যে সত্যিকারের need, সেই need based plan আমাদের ত্রিপুরাতে হতে পারেনা। কারণ ১৯৬১ এর basis-এ ১১ লক্ষ লোকের জন্য যে প্রয়োজন সে অনুসারে তারা Plan করেছেন। উদ্বাস্তুর সংখ্যা আমরা আমাদের record থেকে দিচ্ছি সেটা তারা basis করবেন। সেটা আমি চাইনা। আমি চাইআমার সেই ১৩ লক্ষ লোকের ভিত্তিতে, আমাদের সেই 4th five year plan হতে পারে এবং সেই দিক থেকে আমাদের সংখ্যা যদি আমরা সঠিকভাবে দেখাতে পারি তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে convince করতে পারব যে ঐ মাটি কাটার দল করে পুনর্ব্বাসন হতে পারে না। এখানে Industries করতে হবে railway expansion করতে হবে এবং এই দাবীগুলোকে জোর দার করার জন্য আমাদের উদ্বাস্তুদের সত্যকারের পুনর্ব্বাসনের জন্য সেটা শুধু নূতন উদ্বাস্তু নয়, শুধু যারা জমি বিনিময় করে এসেছেন তাদের জন্য নয়, শুধু যারা এখানকার colony, camp থেকে যে শত শত লোক বের হয়েছে; তাদের জন্য নয় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যারা ত্রিপুরায় বসবাস করছেন সেই সকলকে নিয়ে আমাদের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে যদি এখানে Industry গড়তে পারি, যদি Railway expansion হয়। আমি জানি না, কেন দণ্ডকারণ্যে ১০০ কোটি টাকা খরচ করে একটা Industry র পরিকল্পনা হতে পারে, এখানে হতে পারে না। আমি দেখছি যে উড়িষ্যার একটা জায়গাতে ২০ কোটি টাকা খরচ করে Industry গড়ে আমাদের উদ্বাস্তুদিগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করছেন। আমি জানিনা কেন ত্রিপুরাতেও লক্ষাধিক উদ্বাস্তুর জন্য একটা Industry গড়ে তুলার দাবী আমরা করতে পারব না কেন railway expansion দাবী করতে পারব না? যদিও আমরা জানি কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী তিনি যখন এখানে এসেছিলেন তখন নিজেই বলেছিলেন যে আমি চেষ্টা করব যাতে ত্রিপুরাতে railway expansion হয়। আমি Mr. Taigi এর কথা বলছি। একথা যদি তাহার আন্তরিক কথা হয়ে থাকে তাহলে আমরা একটা মস্ত বড় সমর্থন পাচ্ছি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পক্ষ থেকেও কাজেই সেই ধ্বনিটা আমরা একত্রে এখানে তুলতে চাই। এবং সেই দিকটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দিগকে চিন্তা করে দেখতে বলি, এদিকটা যেন তারা কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে তুলে ধরেন। এটা আমাদের একটা জাতীয় সমস্যা, এটা একটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখার জিনিষ নয় এবং সেটা মানবতা ও সমস্ত দিক থেকে আমাদের বিচার করতে হবে যাতে নবাগত উদ্বাস্তু ভাইয়েরা সঠিক ভাবে

তাদের পুনর্বাসন পেতে পারেন, পুরানো যাদের restidual work সম্পূর্ণ করা বাকী আছে সেইগুলো যাতে আমরা সমাধান করতে পারি এবং আমরা যাতে তাদের নাগরিকত্ব দিতে পারি, তাদের সবদিক থেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। আমি আশা করব যাতে মন্ত্রী মহাশয়রা এই সমস্ত দিকে আলোক পাতকরেন।

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble Minister.

Shri Sukhamay Sen Gupta :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এখন যে জিনিষটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ত্রিপুরার যে সমস্যা এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে, সে সমস্যার সমাধান আমরা কি করে করতে পারি সে সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে, এসম্বন্ধে কোন ভুল নেই, এর মধ্যে কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন নেই, উদ্বাস্তু সমস্যা একটা জাতীয় সমস্যা এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমাদের অগ্রসর হওয়া দরকার এবং আমাদের বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্য কিছু কিছু ভাল কথাও বলেছেন এবং আশা করা যায় যদি এমন ভাব তাদের সব বিষয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরার সমস্যা সমাধানে তারা অনেক বড় সাহায্য করতে পারবেন। এখন প্রশ্ন হল, যে ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আসছে, আসবে এবং তাদের কি করে আমরা পুনর্বাসন দিতে পারি, ত্রিপুরায় সম্ভব কি না—সেই সম্পর্কেও মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্য নেতা বলেছেন। ত্রিপুরায় জায়গা নেই, একথা ত্রিপুরার সবাই আজকে স্বীকার করে যে ত্রিপুরায় আজ নূতন করে উদ্বাস্তুদের জায়গা দেওয়া, পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়, সেজন্যেই ত্রিপুরা সরকার এই উদ্বাস্তু আসার সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে যারা ১৯৬৩-৬৪ সনে আসতে আরম্ভ করেছে, তাদের বাহিরে পাঠানোর জন্য আমরা ভারত সরকারের কাছে লিখেছি। আলোচনা করেছি এবং যার ফলে ভারত সরকার ভারতবর্ষের অন্যত্র তাদের জায়গা দেওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করছেন এবং সেভাবে কিছু কিছু লোক আমাদের Camp থেকে পাঠাতে পেরেছি। Camp এ যারা এসেছেন, আসছেন কিংবা আসবেন, এছাড়া এমন বহু উদ্বাস্তু আছে যারা Camp এ যাচ্ছেন না এবং যারা সরকারের সাহায্য পাবেন না বলে বা তাদের নিজেদের ক্ষমতা আছে, যাহা হউক তারা Camp এ আসছেন না। আমরা ধরে নিতে পারি এসব Case এ, তারা যখন সরকারের সাহায্য নিতে আসছেন না, তখন তাদের নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াবার চেষ্টা করতে পারবেন এবং তারা বোধহয় সেভাবে পুনর্বাসন পেয়ে যাবেন। যেখানে সরকার থেকে বলা হয়েছে যে Camp এ গেলে সরকারী সাহায্য যা দেওয়া, তা আমরা দেব এবং যেহেতু ত্রিপুরাতে জায়গা নেই, সেজন্য আমরা বলছি তাদের বাহিরে যেতে হবে। এখন যারা বাহিরে

যেতে চান না, এখানে থাকতে চান এবং তাদের নিজেদের কোন রকম সুযোগ-সুবিধা রয়েছে যাতে তারা এখানে থাকতে পারে সেভাবে তারা থাকার চেষ্টা করছে। এখন প্রশ্ন হইল যদিও যারা আসছেন, তাদের আমরা বলে দিয়েছি যে নূতন করে উদ্বাস্তুকে জায়গা দিতে পারব না, বা তাদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারব না। বিরোধী-পক্ষের সদস্যরাও তা স্বীকার করে নিয়েছেন, তথাপি আমাদের যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রয়েছি। যারা আজকে এখানে থাকতে চাইছেন বা যেতে চাচ্ছেন না, যারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারেন তারা তা করবেন। কিন্তু এমন অনেক লোক হয়তো থেকে যাবে, যাদের জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। সেজন্য সরকার থেকে নানা রকমভাবে scheme করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদি মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা জানতে চান, তাহ'লে আমি মোটামোটি একটা figure দিতে পারি, যা হয়ত সবটা ঠিক ঠিক হবে না। আমিও ওনার সাথে একমত, সে সম্পূর্ণ correct figure এখন আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভবপর হবে না। আমি এখানে মাননীয় বিরোধীপক্ষের নেতাকে বল্‌তে পারি, যেটা তিনি suggest করেছেন sample survey করার জন্য, সেটা করে দেখা যেতে পারে। যথাসম্ভব আমাদের যা machinery আছে, সেই machinery দিয়ে, যথাসম্ভব collect করার চেষ্টা করেছি। ওনারা যদি জানতে চান তাহ'লে মোটামোটি আমি একটা figure দিতে পারি। আমাদের এখানে ১৯৬৩ তে যে সব উদ্বাস্তু এসেছে, তার সংখ্যা হ'ল ৫৭৬৯টি পরিবার তার লোকসংখ্যা হবে ১৬,০৪১ জন। এরা সবাই এসেছে un-authorised route দিয়ে। এই family দের মধ্যে ২৪৭০টি family যার লোক সংখ্যা হবে ৯৮৮৩ জন তারা exchange করে এসেছেন। আর এর মধ্যে ১০৬২ family যার লোক সংখ্যা হবে ৪১১৭ জন, তাদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হয়েছে ১৯৬৩ সালে। এর সঙ্গে ৬৪ জন unattached কে আমরা West Bengal পাঠিয়েছি। কাজেই দেখা যাচ্ছে বাকী ২১৭৩টি family রয়েছে, যার লোক সংখ্যা হবে ১১৮৭৯ জন যাদের এখনও কোন rehabilitation benefit দেওয়া সম্ভব হয়নি। তার কারণ হল, ১৯৬৩ সালে যারা আসছে, তাদেরকেও আমরা বাহিরে পাঠাতে চেষ্টা করে-ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি, সেই নীতির ফলে ১৯৬৪ সাল বাদে আর পুরাণো উদ্বাস্তুকে বাহিরে নিবেন। এরকম একটা circular আসার ফলে আমাদের এখানে ১৯৬৩ সালের যে কযেকটা পরিবারকে পাঠাতে চেয়েছিলাম, তাদিগকে পাঠানো হয়নি। আর ১৯৬৩ সালে যারা exchange করে এসেছে ৪২২৯টি family যাদের লোক সংখ্যা হবে ২৪.৪৪৫ জন এর মধ্যে ৮৫১টি family যার লোক সংখ্যা হবে ৪৮০০ জন তারা সবাই tribal উদ্বাস্তু তারা এই যে figureটা দেওয়া

হয়েছে তারা সবাই unauthorised route-এ ত্রিপুরায় এসেছে, কারণ migration certificate নেই। তার মধ্যে মাত্র ৮৩ পরিবার migration করে এসেছে। আপনারা হয়ত খবরের কাগজে পড়ে থাকবেন, যে migration করে যারা আসছেন তাদেরও যেন camp-এ জায়গা না দেওয়া হয়। তথাপি ত্রিপুরার ব্যাপারে এটাকে একটু liberalised করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার মনে করে কোন কোন case-এ যারা unauthorised route আসছে migration ছাড়া তারাও যেন camp-এ ভর্ত্তি হতে পারে। আমাদের এখানে যারা আসছেন তাদের কিছু কিছু camp-এ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এখন no. খুব বেশী আসছেনা— ২৫ কি ৩০টি পরিবার Daily আসছে।

আর causes সম্পর্কেও বলে আর লাভ নেই। মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন কি কারণে উদ্বাস্তু আসছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করে বিশেষ লাভ নেই আমাদের। কেবল আজকে যে অবস্থায় আমরা পড়েছি উদ্বাস্তু আসার ফলে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করছি, আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টা করে চলেছি যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব Industry গড়ে তুলা যায়, সেখানে unemployment-এর qestion দেখা দিয়েছে, দেখা দেবে ক্রমশঃ বাড়বে এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আজকে শুধু একটা information-এর জন্য বলছি যে আমাদের এখানে পূর্ব্বে unemployment-এর qestion ছিলনা— এ পর্য্যন্ত আমরা এ সম্পর্কে বিশেষ করে বুঝিনি। কিন্তু এবার ১৯৬৩-৬৪ সালে যে সব উদ্বাস্তুরা আসছে তাদের মধ্যে বহু ছেলে আছে যারা matriculate এবং educated। এদের জন্য হয়ত আমাদের সমস্যার সম্মুখিন হতে হবে, local ছেলেদের সাথে মিশে সেটা সব সময় বাড়তর দিকে চলে যাবে। এখন আমরা ত্রিপুরাতে যে অবস্থার মধ্যে পড়েছি, তা আপনারা সবাই জানেন যে ত্রিপুরায় আমাদের কোন Industry নেই আমাদের Agricultural যে land আছে সেটা এত limited এবং সেটা Saturating Point-এ গেছে একথা মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা বলেছেন। এখন এই যে উদ্বাস্তু এদেরকে যদি আমাদের পুনর্ব্বাসন দিতে হয় তার একমাত্র উপায় হল তারা এতদিন যে ধরণের জীবন যাপন করেছেন, যে ধরণের জীবিকা নির্বাহ করেছেন। ঠিক সেইভাবে আজকের দিনে ত্রিপুরাতে তারা বাঁচতে পারবেন না। সেই জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা সরকার বা কেহ করতে পারবেন বলে আমি মনে করি না। কাজেই নূতন পথের সন্ধান তাদের দিতে হবে, নূতন পথের চলার জন্য তাদেরকে শিখিয়ে তুলতে হবে, বুঝতে হবে এবং এই দায়িত্ব শুধু সরকারের নয় সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর। এই দায়িত্ব সকলের গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে আমাদের এখানকার যারা লোক রয়েছে তারা— Tribal ই হক, উদ্বাস্তু হক কিংবা স্থানীয় লোকই হক, সবাইকে আজকে নূতনভাবে

চিন্তা করতে হবে যে শুধু জমি নিয়ে আমরা বসে থাকতে পারব না। আমাদের নূতন জীবন যাপনের জন্য আবার নূতন করে চিন্তা করতে হবে। সেইদিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যেটা ভাবছিলেন যে National Land Labour Crpos করার সম্পর্কে, সে সম্বন্ধে মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা বলেছেন যে ওটার দ্বারা উদ্বাস্তুরা বাঁচতে পারবে না। কিন্তু আজকে প্রশ্ন হল, সত্যি সত্যি আমরা কি করতে পারি। আমাদের এখানে কোন Industry নেই, যেখানে আমাদের কাজের scope এত কম সেখানে আমরা কি করতে পারি ? তাতে একটি মাত্র জায়গা আছে সেখানে আমরা কিছু লোকের কাজের সংস্থান করতে পারি। সেটা হল রাস্তার কাজ। বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্যরা কিছুক্ষণ আগেও বলেছেন যে পাকিস্তান থেকে নাকি labour এখন আসছে, কাজ করার জন্য। আজকে এই যে প্রশ্ন, পাকিস্তান থেকে Labour আনা হচ্ছে, সেটা Contractor রাই আনুক, আর যেই আনুক তার শাস্তি হওয়া দরকার—এই সম্পর্কে কোন ভুল নেই। আজকে আমরা কেউ চাইনা যে পাকিস্তান থেকে labour এসে আমাদের রাজ্যের রাস্তা তৈয়ার করে দেবে, আমাদের tube-well বসিয়ে দেবে ringwell বসিয়ে দেবে আর আমাদের টাকা তাদের দেশে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের এখানকার লোক এ বিষয়ে শিক্ষিত নয়, তারা অনভ্যস্ত সেই জন্যে তারা ভাবতেও পারে না। আজকে এটাকি আমাদের দায়িত্ব নয় যে তারা যে কাজ জানে না, সে কাজ তাদেরে শিখিয়ে তুলতে হবে, আমাদের যে টাকা আছে সে টাকা যাতে বাইরে চলে না যায়, টাকাটা যাতে আমরা রাখতে পারি তারজন্য আমাদের লোক দিয়ে আমাদের যে কাজ এই ত্রিপুরার উন্নতির জন্য যে কাজ করতে হচ্ছে তা আমরা নিজেরা কেন করতে পারব না।

কাজেই আজকে যে টাকা বাইরে যাচ্ছে, বাইরের লোক এসে কাজ করে সে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। সেটাত ঘৃণার কাজ নয়, অবহেলার কাজ নয়। আমাদের বাঁচতে হবে এবং বহুলোক এভাবে বাঁচছে। আজকে উড়িষ্যা থেকেও লোক আনতে হয়। আমি আসামেও দেখেছি এবং অন্যান্য অনেক জায়গায় দেখেছি উড়িষ্যা থেকে labour আসছে, বিহার থেকে আসছে। আমরা যদি আমাদের লোকদের শিখিয়ে তুলতে পারি তাহলে আমাদের যে টাকা বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভিন্ন রাষ্ট্রে যাচ্ছে, সেটা বন্ধ করতে পারব। সেটা একটা বাঁচার পথ, যে পথে আমাদের লোকদিগকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব। দশ বছর আগে করা হয়নি বলে, সেটা করব না বা সেজন্য চেষ্টা করব এরকম হতে পারে না। তারজন্য লক্ষ্য করে, হা-হুতাস করে, গালাগাল করে কি লাভ হবে। দেখতে হবে আজকে থেকে আমরা করতে পারি কি না, আমরা future এ দাঁড়াতে পারি কি না, আমরা নিজেদের তৈরী করতে পারি কিনা যাতে আমাদের নিজেদের কাজ নিজেরা

করতে পারি। আজকে যেখানে অন্য কোন উপায় নেই, আজকে জমি দিতে পারছি না, জমি দিতে পারব না সেখানে আমাদের অন্য পথ খুজতে হবে আর না হয় তাদের জোর করে পাঠিয়ে দিতে হবে অন্যত্র। সেটা মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যরাও চান না, আমরা এত অমানবিক হতে পারব না। সেই জন্যই আমাদের অন্য পথ খুঁজতে হবে। যা হউক সাধারণ আলোচনা করার আগে exchange করে যারা এসেছে, তাদের জন্য যা করা হয়েছে তার একটা মোটামুটি ছবি এখানে উপস্থিত করছি। আমরা লিখেছি যে exchange করে অনেক লোক এসেছে, তাদের হাল-গরু নেই, তাদের seed নেই। সেগুলো দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম যাতে তাদের bullock দেওয়া যায়, সে bullock দেওয়ার sanction Govt. of India দিয়েছেন। আমরা এখন দেখছি যে কিভাবে bullock এর টাকাটা তাদের দেওয়া যায় যাতে তারা bullock কিনতে পারে। সেটা Common Bond এ হবে, নাকি individual bond এ হবে, নাকি mortgage দিয়ে হবে, সেটা সম্পর্কে আমরা scrutiny করছি। আশা করি কিছু দিনের মধ্যে আমরা সেটা দিয়ে দিতে পারব। আর উদ্বাস্তুদের জমির সম্পর্কে আইনগত অনেকখানি প্রশ্ন রয়েছে, সেটা সরকারী হিসাব নয়, আমি শুনেছি যে, যে জায়গাতে তারা exchange করে এসেছে নূতন দাবীদার সেইসব জায়গাতে দখল করতে চায়, এটা অনেকটা complecated প্রশ্ন, কাজেই আমরা আশা করছি ও দেখছি যাতে একটা solution list বের করতে হবে, এবং আইনগত যে দিক আছে, সেই সকল দিক চিন্তা করে আমরা এ সম্পর্কে একটা কিছু ঠিক করতে পারব। আপনারা সবাই জানেন যে ত্রিপুরাতে খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে এবং বাহির হতে আমাদিগকে বেশ পরিমাণ খাদ্য আনতে হয়। এবারও আমাদের প্রায় ১২ লক্ষ মণ চাউল আনতে হয়েছে বাহির থেকে। আর যে সকল উদ্বাস্তু exchange করে এসেছে তাদের কৃষিকাজ করার সুবিধার জন্য আমরা তাহাদিগকে বীজ ধান দিচ্ছি। সেই সীডটা প্রায় grant এর মত বলা যেতে পারে, যাতে তাদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, যারা এই সীডস্ নিয়ে জমি চাষ করেছে তাদিগকে আমরা কিছু contribution করার জন্য বলেছিলাম যাতে ভবিষ্যতে আবার দরকার পড়লে তখন হয়ত grant দেওয়া অসুবিধা হতে পারে। সেজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের কাছ হতে কিছু কিছু ধান ইত্যাদি নেওয়ার প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের কাছ হতে কোন collection হয়েছে কিনা আমি জানি না। সীডস্টা প্রায় grant হিসাবে আমরা দিয়েছি, এবং আউশ ধান দিয়েছিলাম ২৩০০ মণ। আর exchange করে যারা আসছে তাদের অনেকের জলের অসুবিধা থাকার জন্য আমরা প্রায় ৭০ টি tubewell দিয়েছি আরও tubewell দেওয়ার কথা আমরা ভাবছি। আর ঐসব এলাকাতে সার দেওয়ার জন্য ৪১ হাজার টাকা Central Govt.

Sanction করেছেন সেটা আমরা বিলি করার ব্যবস্থা করছি। Bullock এর জন্য আমরা যা চেয়েছিলাম তা তারা sanction করেছেন সেটা হচ্ছে ৭ লক্ষ ৮ শত টাকা। আমরা মোটামুটি ঠিক করেছি যে ৩০০ টাকা করে দেওয়া যেতে পারে তবে সেটা কিভাবে দেওয়া হবে তাই নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে, সেটা joint bond করে দেওয়া হবে না অন্যভাবে দেওয়া হবে তা নিয়ে এখন পরীক্ষা করছি। আর অন্য যে সব scheme করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছিলেন যে আমরা agriculture farm এর কথা বলেছিলাম Govt of India কে এ সম্বন্ধে এখানে হয়তো একটা misunderstanding আছে। আমরা প্রথমদিকে এখানে কোন agriculture farm or Govt farm করার পক্ষপাতি ছিলাম না। উদ্বাস্তুরা যখন এখানে আসতে শুরু করে তখনই আমরা Govt. of India কে বলেছি যে আমাদের এখানে কোন যায়গা নেই, আমরা এখানে কোন নূতন উদ্বাস্তুকে জায়গা দিতে পারব না, আর যদি জায়গা দিতে হয় তাহ'লে আমাদেরও অসুবিধা হবে। বারবার একথা বলা সত্বেও যারা Camp-এ তাদের বাহিরে নিয়ে যেতে বলা হল কিন্তু এখানকার, যারা আগরতলায় ছুটে এসেছে, যারা Camp-এ যায়নি অথচ এখানকার লোকসংখ্যা বাড়ছে এদের জন্য কি করা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্বন্ধে আমাদিগকে আশ্বাস বা পরামর্শ দেননি। তাঁরা শুধু বলেছেন, তোমরা যদি Camp inmate কিছু নাও, Govt. farm করে, agriculture farm ইত্যাদি করে তা'হলে তোমরা নিতে পার, আমরা এরজন্য কিছু সাহায্য তোমাদিগকে করতে পারি। তখন আমরা বাধ্য হয়ে বলে ছিলাম কিছু নেওয়ার জন্যে, তখন আমরা Condition করেছিলাম যে Camp এ কিছু সংখ্যক লোক নিতে পারি বটে তোমরা আমাদের এখানকার local লোক, তারা tribal হউক আর উদ্বাস্তু হউক তাদেরকে যদি Govt. farm-এর মধ্যে অন্ততঃ 50% না হউক 70%-30% করে নেওয়া হয়, তাহলে আমরা Govt. farm-এ রাজি হতে পারি। সেভাবে আজকে যে পরিকল্পনা হয়েছে তার basis এ আমরা অগ্রসর হচ্ছি। তবে এ পর্য্যন্ত কোন sanction তারা দেয়নি, তবে আশা করছি কিছু দেবে। আমরা যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলাম সেভাবে তারা টাকা দিতে রাজি নয়, তবে কিছুটা কাটছাঁট করে আমরা পাঠিয়েছি। এখন সেটা Sanction হয়ে আসলে আমরা Govt. farm করতে পারি। কাজেই এখানে ৫।১০।১২ হাজারে এটা কোন assurance এর কথা নয়, কথা হয়েছিল আমরা কিছু লোক নিব তবে সেটা ২ থেকে ৫ হাজারের মধ্যে। Local লোক মিশিয়ে farmটা করা হবে, এই Condition এ আমরা রাজি হয়েছি না হয়ত আমরা ঐদিকে অগ্রসর হতাম না। আর Permanent Camp যা রয়েছে সেখানে এখন অনেক লোক রয়েছে যার স্বামী নাই, মা-বাপ বা আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, তাদের মধ্যে

কিছু সংখ্যক লোক আমরা West Bengal এ পাঠিয়েছি। এ ব্যাপারে আমরা যখন Govt of India কে জানাই তখন তারা বলেছিল west Bengal এর সাথে Contaot করার জন্য এবং ওদের ওখানে থাকতে পার কাজেই সেখানে পাঠিয়ে দাও। সেভাবে ১৯৬৩ সালের কিছু incumbantsকে আমরা পাঠিয়েছিলাম তারপর ওরা আর নিতে চাহিলেন না। তখন আমরা মনে করলাম এখানে কোন Camp করা যায় কিনা সেটার জন্য আমরা একটা proposal দিয়েছি যদি sanction হয় তাহ'লে আমরা এখানে P. L. Camp একটা start করতে পারব। Camp-এ এখন রয়েছে 4132 family আর লোক সংখ্যা 23415 জন admitted হয়েছিল, তারমধ্যে কিছু desert করেছে। তার সংখ্যা ১২২৫ পরিবার এখন বোধ হয় আমাদের এখানে আছে ৯ হাজারের বেশী। আর Citizenship সম্পর্কে যেটা কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করেছেন সেটাকে কতটুকু liberalised করা হয় এবং আমরাত চিন্তা করছি এবং অবশ্য করা যায় বোধ হয় citizenship পেতে অসুবিধা হবে না। Panchayet election ও আমার যতটুকু ধারণা এবং শুনেছি তাতে কিছু কিছু লোক যারা ৬।৭ মাস যাবৎ এসেছে তারা কিছু কিছু voter list এ নাম লিখিয়েই হোক্ বা যে ভাবেই হউক citizenship এর চেষ্টা করছে, এটাও মনে হয় খুব বেশী অসুবিধা হবে না, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে চিন্তা করেছেন এবং আমাদের একটা নির্দ্দেশ দেবেন। অবশ্য এ সম্পর্কে আমরাও Govt. of India র কাছে refer করেছি। আজকে কিছুক্ষণ হয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি কিন্তু একটা জিনিষ এই উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিযে আমি দেখছি যে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অনেকখানি বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি এসেছেন কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাঁরা যেন বাস্তবটা অনেকখানি এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। আজকে লক্ষাধিক উদ্বাস্তু এখানে এসেছেন, যারা রয়ে গেছেন তারা খাচ্ছে, বাঁচার চেষ্টা করছে। এই যে বাড়তি লোক এটা কি ত্রিপুরার economy র উপর কোন চাপ সৃষ্টি করেনি ? দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এরা কি কোন চাপ সৃষ্টি করেনি ?

আজকে ত্রিপুরায় যখন আমরা আলোচনা করব, তখন আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমাদের ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থা আজকে কি ? আজকে বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতার এখানে যে fourth plan এর আলোচনা করতে গেলে এখানে যে লোক সংখ্যা বেড়েছে সেটাও আমাদের ধরতে হবে, এবং সেটা আমাদের consideration এ আনতে হবে। যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আলোচনা আমরা করতে যাব, এর বাড়তি লোকের কথাটা একবার ভাবব না, তারা আসার ফলে আমাদের উপর যে চাপ পড়েছে সে কথা আমরা স্বীকার করব না ? আজকে এই যে উদ্বাস্তু যারা এসেছে, আপনারা

জানেন যে ১২ লক্ষ মণ চাউল আমাদের আনতে হয়েছে. এবং আরো হয়ত আনতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও ত্রিপুরা সরকারের লক্ষ্য রয়েছে যাতে লোক না খেয়ে মারা না যায়। সেটা যদি হয় তা হলে তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি — সে কথা আমি বলছি না, আমার বলার উদ্দেশ্য হয়েছে যে বাস্তব অবস্থাটাকে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে।

যদি সত্যিই আমরা চাই যে আমাদের মঙ্গল হোক্, আমরা সত্যিই যদি চাই যে ত্রিপুরার উন্নতি হোক্, ত্রিপুরার মানুষ সুখে শান্তিতে থাকুক্ তাহলে বাস্তব অবস্থাটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। আমরা এমন একটা গণ্ডী সৃষ্টি করতে পারব না যে আমরা এই লাইনের ভিতর থেকে যখনই যে কথা বলব সেই ঠিক লাইনের মধ্যে পড়বে। আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বক্তৃতা যখন শুনছিলাম তখন আমার মনে হয়েছিল ছোট বেলার একটি কথা যখন ছোট বেলায় উমাকান্ত একাডেমীতে আসতাম, প্রফুল্ল কর্ত্তার বাড়ীর নিকটে একটি তেলের ঘানি ছিল, সেইখানে একটি ঘোড়া ঘুরতো আর তেল পড়ত। সে ঘোড়াটা বাঁধা থাকত একটা খুঁটির সঙ্গে সে খুঁটিতে বেঁধে রেখেও মালীক সন্তুষ্ট নয়, মালীক ভাবত তার দৃষ্টিটা যাতে বাহিরে না যেতে পারে তার জন্য একটা ঠুলিও দিয়ে দিতে হবে। খুঁটিতে পোষাল না তাকে ঠুলি পর্য্যন্ত দিয়ে দিতে হল, যাতে করে বাহিরের দিকে সে দৃষ্টি না দিতে পারে। আমার সত্যি সত্যিই তখন মনে হয়েছিল। যে আজকের যে বক্তৃতা সেটা পূর্ব্বে হলে বুঝতে পারতাম যে তা বাস্তব ছাড়া নয়। কিন্তু তখনকার বক্তৃতা শুনে আমি ভাবতে ছিলাম। আমার ছোট বেলার কথাটা মনে পড়েছিল যে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা আছে কি না তারা এবং খুঁটিতে কুলোয়নি তাদিগকে চোখে কি ঠুলি দেওয়া আছে যে যাতে তারা বাস্তব চারিদিকের কথা চিন্তা না করতে পারে। শুধু এক মুখে চিন্তা করে তারা ঘুরতেই থাকবে, ঘুরতেই থাকবে, এবং সেই ঘোরার মধ্যেই তাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। সত্যি সত্যিই আজকে এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে আজকে আমরা যে সমস্যা নিয়ে পড়েছি, ত্রিপুরায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেই সমস্যা শুধু সরকাব পক্ষকে গালাগাল দিলে হবে না, আমরা মেনে নেই, স্বীকার করি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের দরকার হয়েছে গণতন্ত্রের। গণতন্ত্রের দিনে চোখে আঙ্গুল দিতে দেখিবে দেওয়ার দরকার হয়েছে কোথাও ভুল হচ্ছে কি না।

কোথাও কিছু গলদ আছে কিনা সেটার প্রয়োজন গণতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু সেই ভুল দেখানোর মধ্যে যদি বাস্তবতার কোন সম্পর্ক না থাকে, বাস্তবকে সামনে রেখে যদি আলোচনা না করা হয় তা সংশোধন করার বা নূতন কোন একটা কিছু করার স্বভাবতই একটা বাধা আসবে। স্বভাবতই মনে হয় যেন এরা দেশের শান্তির জন্য দেশের উন্নতির জন্য বলছেন না, তারা যেন রাজ নৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের বক্তৃতা করে

যাচ্ছেন। আজকে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তার অনেক গুলো Factor রয়েছে। বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা কটাক্ষ করেছেন যে অভিজ্ঞ অর্থনীতি বিদ্ বলে কথা বলেছেন, কটাক্ষ করেছেন। আমি বুঝতে পারলাম না যে সাধারণ একটা অর্থ নৈতিকে, অর্থ নীতির কথা যেটা রয়েছে সেটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কটাক্ষ কেন? হ্যাঁ, আরো বলার থাকতে পারে। যে কথা বলা হয়েছে যে কাল বাজারী হচ্ছে, চোরা কারবারী হচ্ছে, আজকে সরকার থেকে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বা অন্য অন্য রাজ্যে যাদের ক্ষমতা রয়েছে যারা প্রত্যেকটা step নিজেরা স্বাধীন ভাবে গ্রহণ করতে পারে সেখানে তাদের finance এর জন্যে চিন্তা করতে হয় না— সেখানে আমাদের প্রতিটি কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যেতে হয় টাকার জন্যে। সেখানে যদি একই catagory র মধ্যে ফেলে আমাদের যদি আলোচনা করা হয় তাহলে আমি বলবো সেটা বাস্তবের কথা নয়। আজকে এখানে আসাম সরকারের কথা বলা হয়েছে, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কথা বলা হয়েছে ও কেন্দ্রীয় সরকারের কথা বলা হয়েছে। আজকে সে গেড্রীলের রিপোর্ট বেরিয়েছে সে হয়তো কংগ্রেসের মানুষ এবং সেই যে Report শান্তনম কমিটির কথা বলা হয়েছে, সে Report কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করে দেখছেন এবং আজকে আমরা রযেছি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যে কোন circular আসলে আজকে কেউ এসব কথা বলতে পারবেন না যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ অমান্য করেছি। এমন কোন কথা আজকে পর্য্যন্ত আমরা জানিনা কেন্দ্রীয় সরকার যদি সৎ পথে চলে থাকেন সে কথা মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা যে কেন্দ্রীয় সরকার ওমুক করেছেন ত্রিপুরায় তো তা হচ্ছে না। West Bengal করছে, Assam করছে, তারা যদি করে থাকে তারা তো কংগ্রেস Govt এর অপকর্ম কিংবা যদি কোথাও ভুল থাকে তবে সেটাই একমাত্র দৃষ্টি। আর সেখানে তারা ভাল করছে, যে ভাবে চালাচ্ছে সেখানে প্রশংসা করতে হ-ল তাদেরই প্রশংসার উল্লেখ করতে হয়। আজকে কাল বাজারের কথা বলা হয়েছে। আমাদের এখানকার কংগ্রেস অফিস করার সম্পর্কে কটাক্ষ করা হয়েছে, যে দ্বিতল অট্টালিকা উঠেছে কাল বাজারীদেব টাকায়। আমি বলবো কংগ্রেস পার্টি যে টাকা নিয়েছে, তাদের এতটুকু সৎসাহস রয়েছে এবং যারা মালিক তাদেরও রয়েছে। যে টাকা তারা দিয়েছেন তার List টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কোন লোক গিয়ে দেখতে পারে ওমুক মালিক দিয়েছে এত টাকা।

টাকা দিয়েছেন তা দেখানো যায় তার কারণ হল এই এটা কাল বাজারীর টাকা নয়, এ টাকার হিসাব দিতে হয়। উল্লেখ করতে হয় বইয়েতে সে ৫০০০ হাজার টাকা দান করেছেন। কিন্তু যদি কাল বাজারী কেউ কিছু করে থাকে, কালোবাজারীর

টাকা যদি কোথাও যায় বা party র কাছে যায় সেটার হিসাব থাকে না—Comunist party সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি বলতে পারি যে তাদের কোন হিসাব থাকে না কোথা থেকে টাকা আদায় হয়। কালো বাজারী কাল হাতে যদি টাকা দিয়ে থাকে সে টাকা যায় সেখানে। কংগ্রেসের কাছে যে টাকা আসে সে টাকা কালোবাজারীর টাকা নয়। প্রকাশ্যে ব্যবসা করে যে টাকা আসছে সে টাকা তারা নিয়ে যাচ্ছে। তার হিসাব দিতে হয়। কাজেই সেই দিক থেকে আজকে আমার একথা বলার উদ্দেশ্য নয়। শুধু কতকগুলা কথা আমরা বলে গেলাম তা নয়। Deficit financing ছাড়া একটা plan হতে পারে না আজকে। সারা ভারতবর্ষে যে অবস্থা সে অবস্থা Deficit financing ছাড়া একটা plan হতে পারে না এবং সেখানে planing করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা দেশকে গড়ে তুলবো, ৫ বৎসর, ৭ বৎসর পরে এক একটা Project আসবে, সেটার ফল আমরা পাবো, তাতে আজকে সে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, হবে হতে বাধ্য। এটা economics এর কথা, সেটা সবাই স্বীকার করছে, কালো বাজারীর, কাল টাকা যেগুলা রয়েছে তার জন্যই জিনিষ পত্রের দর এখানে বাড়ছে। আর একজন মাননীয় সদস্য হিসাব দেখিয়ে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ এখন surplus ভারতবর্ষে production এখন exces হয়ে গেছে। গত বৎসর নাকি এমন production হয়েছে তার পরিমাণ হচ্ছে ৫০ হাজার টন। লাখ লাখ টন আজকে আমেরিকা, কেনাডা থেকে আনা হচ্ছে চাল, আসছে ধান, আসছে গম। যদি তাই হয়ে থাকে আমাদের আনতে হচ্ছে এখনও। ভারতবর্ষ ঘাটতি এলাকা, একথা স্বীকার করে নিতে হবে। ভারতবর্ষ ঘাটতি এলাকা ত্রিপুরা আরও ঘাটতি এলাকা তার জন্যেই আনতে হচ্ছে। তার জন্য আমরাও দায়ী নই। (বিদ্রুপ স্বরূপ) বিরোধী পক্ষের সদস্যেরাও দায়ী নয়। সেটা বাস্তব অবস্থা, এটা circumstances, আজকে উদ্বাস্তুরা আসছেন, আমরা plan করেছি এক রকম, হয়ে যাচ্ছে আর এক রকম। আমাদের চিন্তা করেছি কয়েক লক্ষ লোকের সেখানে আরো কয়েক লক্ষ লোক এসেছে, তাতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে, হবে। এবং সত্যি যদি মানবতার প্রশ্ন থাকে সেটা আমরা বলেছি বক্তৃতায় যদি তাই হয় তবে এই কষ্ট আমাদের স্বীকার করতে হবে। এই নিয়ে আমাদের এগুতে হবে যে কি করলে আমাদের কষ্টের অবসান হতে পারে, কি করে আমরা এই লোকদের অবস্থার উন্নতি করতে পারি। কাজেই সেই দিক থেকে বাস্তব অবস্থাটা

(Voice from opposition)

বক্তব্যের মধ্যে যদি বাধা সৃষ্টি করতে থাকেন তাহলে গণতন্ত্র চলতে পারে না।

Mr. Speaker—I request the Hon'ble (Dy. Speaker) Members not to interrups.

Sri S. Sen Gupta—আজকে সে কথা যদি হয়

(Interuption)

দু'খানা বাড়ী করছেন আর কত কষ্ট করবেন।

আজকে বাড়ী করার জন্যে যদি কথা উঠে, আমি শুনেছি যে আমার অনুপস্থিতে আমার এ সমস্ত কথা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যকে জবাব দিতে চাই যদি এই বাড়ীর হিসাব Income Tax Officeএ গিয়ে আপনারা খোঁজ নিতে পারেন Central Govt. এর কাছে যেখানে হিসাব দাখিল করা হয়েছে, যেতে পারেন কংগ্রেস অফিসে যেখানে দাখিল করা হয়েছে হিসাব। কিন্তু মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের অনেকের হিসাব নেই। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা Contractor দের সম্পর্কে বলেছেন, মাননীয় সদস্যরা যদি হিসাব করে দেখেন তাদের আত্মীয়-স্বজন, নিজেদের আত্মীয় স্বজনের কথা যদি চিন্তা করে দেখেন, যেখানে কাল টাকা তৈরী হয়েছে মাননীয় বিরোধ পক্ষের সদস্যরা বলেছেন contractor রা করে। এখন, এমন আত্মীয়স্বজন কি নেই যারা কাল বাজারী করছে, contractory দ্বারা কাল টাকা রোজগার করছেন, সেই কাল টাকায় আমাদের চলছে? কথা বলার আগে চিন্তা করে দেখতে হবে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের। আজকে আমরা দেখেছি, আমরা আলোচনা যখন করি তখন দেখি আদিবাসীদের কথা নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন আমরা দেখি যে চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে যে আদিবাসী এমন হয়ে গেছে, আদিবাসী সংখ্যাগরিষ্ট ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে গেছে একথা নিয়ে চোখের জল পড়ছে। আবার যখন উদ্বাস্তুরা এখানে এসে পড়ছে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক এখানে এসেছে তার জন্য তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ হ'ল। সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে যাওয়ার জন্যও চোখের জল আবার সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে গেলেও তাদের জন্যও চোখের জল। এ চোখের মায়ার জল কমবে না একটুও। কাজেই দু'টো একখানে মিলিয়ে নেওয়া যায় না. কাজেই কোন বক্তৃতায় কোন্‌টা বলা তার নিশ্চিত ধারণা থাকা দরকার। (interruption)

Mr. Speaker—Order—Order

S. M. Sengupta—যাহাই হউক আজকে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যের যে বক্তব্য সে বক্তব্যে বিশেষ করে উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে সেটা মাননীয় বিরোধী নেতা বলেছেন তার মধ্যে অনেকগুলা জিনিষ আছে যে গুলা তিনি স্বীকার করেছেন। সেটা আমরা সবাই স্বীকার করে নিচ্ছি, স্বীকার করি এবং সে ভাবে আমরা অগ্রসর হয়ে চলেছি—। আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের অনুরোধ করবো, আমার এই কাজে যাতে রাজনীতি না আসে। যাতে আমরা এই নির্যাতিত মানুষের সাহায্য করতে পারি, তাদেরকে দাড় করতে পারি এই আমার বক্তব্য।

Mr. Speaker—Now these discussion on Matters of Urgent public Importance is over. Discussion on the matter is over. He should now pass on to the next item— Private Members motion I shall now request Shri Dinesh Deb Barma, M.L.A to proceed to move his motion.

Where as the problem of unemployment in Tripura, both in rural and urban areas is becoming acute everyday, this Assembly desires that the Govt. Tripura adopts immediate measures for more provision for employment, & for providing dole to the distressed unemployed" For consideration of this motion one hour have been allotted. Names of the members of both the parties willing to take part in the debate may be furnished to me.

Shri Dinesh Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসের সামনে এই প্রস্তাবটি রাখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সমস্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ সম্বন্ধে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকদের বেকার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাছে। আমি জানি মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যরা তার উত্তর দিতে গিয়ে, বিরোধীতা করতে গিয়ে বলবেন যে আমরা খুব চেষ্টা-চরিত্র করতেছি, সবে মাত্র মন্ত্রীত্ব লাভ করেছি এবং বিধানসভা প্রবর্ত্তিত হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম যুক্তি উপস্থিত করতে প রেন। এই ত্রিপুরা রাজ্যের democratic set up এর very begining থেকেই Ruling part র একজন না একজন এর সঙ্গে আছেন। ১৯৫২—১৯৫৭ সালে যে Advisory Council ছিল, সেখানে ও আমাদের বর্ত্তমান মন্ত্রীদ্বয় ছিলেন এবং ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যে Chief Minister তিনি Chairman রূপে ছিলেন এবং ১৯৬৩ থেকে আজ পর্য্যন্ত অবশ্য তারা Cabinet গঠন করতে পেরেছেন। সেই সুদীর্ঘ ১৯৫২ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত বেকার সমস্যার সমাধানে তারা কি করতে পেরেছেন তা আমরা বুঝতে পারি না, সেই জন্য যদি Chief Commissioner কে তারা দোষারূপ দিয়ে থাকেন তবে আমি মানতে রাজী নই, কারণ তখন উনারা উপদেষ্টা হিসাবে ছিলেন। কাজেই তারা উপদেশ দিতে পারতেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের লোক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আরও পাবে। এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখানে বিভিন্ন Industry বিভিন্ন deptt. গড়ে এখানকার যে বেকার সমস্যা তার প্রাথমিক পর্য্যায় হিসাবে একটা প্রচেষ্টা নিতে পারতেন। আমি এখানে বলব যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত আমাদের ত্রিপুরাতে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট

আছে, যথা মেডিকেল ডিপার্টমেণ্ট, পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেণ্ট, এনিমেল হাসবেনড্রী ডিপার্টমেণ্ট এডুকেশন ইত্যাদি ডিপার্টমেণ্ট আছে অর্থাৎ ডিপার্টমেন্টের কোন অভাবই নাই। এইসব ডিপার্টমেণ্টে ত্রিপুরার বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের প্রচেষ্টা যদি করা হত তাহলে বর্ত্তমানে যে অবস্থা তা এত acute হতনা। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে সেদিন শিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে সদস্যরা নানা রকম যুক্তি তর্কের অবতারণা করছেন তাতে মনে হয় যে Ruling Partyর যে সদস্যরা Govt পরিচালনা করছেন তাদের যেন কোন দায়িত্বই নাই, Private কতকগুলি লোক Industry পরিচালনা করছেন। আমি একটির নাম বলব, এখানে মহারাজার আমল থেকে একটি Match Factory আছে, এটা Private Sector এ পরিচালিত করা হয়, আজকে সেই Match Factory-র হদিস আছে কিনা আমি জানিনা। যদি সরকারের সেই দিকে নজর থাকত তবে হাজার হাজার লোকের temporary ভাবে হলেও কোন রকমে খেটে খাবার একটি সংস্থান থাকত। ত্রিপুরা রাজ্যে Private Section-এ কতকগুলি সাবান factory ছিল, এখনও কয়েকটি আছে কিন্তু সেগুলি মালিকদের খেয়াল-খুসীমত পরিচালিত হয়। যেমন এখানে ছাতার বাটের factory আছে, এগুলি Private Sector-এ run করে. এখানেও হাজার হাজার লোক কাজ করতে পারে। এই ছাতার বাট ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এখান থেকে চালান হয় কিন্তু এখানে মুষ্টিমেয় যে কয় জন লোক কারখানা পরিচালনা করেন তারা খেয়াল-খুসীমত লোক ছাটাই করে এবং গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নেই। এখানে বছর বছর Industrial exhibition হয় এবং Ruling Party-র সদস্যরাও তাহা দেখেনা। যেখানে Exhibition এর বিষয়বস্তু বাহির থেকে আসেনা। আমার দেশের লোক আমার গ্রামের লোক অল্প-শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোক যারা তাদের বুদ্ধির মেধাবী দিয়ে নানা রকম শিল্পজাত দ্রব্য তৈরী করে exhibition-এ আনে। এখানে ২।১ বৎসর পর একটা exhibition করেই সরকার ভাবেন যে আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল কিন্তু এখানে permanent একটা শিল্প গড়ে উঠুক, সেই রকম কোন চেষ্টা সরকার করেননি, যার ফলে এই সমস্ত শিল্পীরা যাহারা আছেন বৎসরের পর বৎসর বেকার আছে, শুধু তাই নয়, আজকে আমরা দেখছি এবং সরকার পক্ষ যদি লক্ষ্য করে থাকেন তবে দেখবেন যে এই সমস্ত জিনিষের small scale Industry গড়ে উঠা অসম্ভব নয় এবং এইভাবে Industry গড়ে তুললে বেকার যারা আছেন তাদের চাকুরীর ব্যবস্থা হতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে Ruling Party-র যারা আছেন তাঁরা নানা যুক্তি ও তর্ক দিয়ে এই সব যুক্তি খণ্ডাবার চেষ্টা করেন, আজকে সত্যি সত্যি যদি ত্রিপুরা রাজ্যের এই বেকার সমস্যার প্রতি যত্নবান হতেন তবে এই সমস্ত

যুক্তিতর্ক না দেখিয়ে Industry গড়ে তুলে বেকারদের চাকরীর একটা সংস্থান করতেন। স্বাধীনতার পর আজ ১৭ বৎসর অতিবাহিত হতে চলল, কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে কি না তার একটা assessment করা উচিত ছিল। কাজেই এই অবস্থায় ত্রিপুরার সমস্ত সম্ভাব্য কাজ বিলম্ব না করে যাতে শীঘ্র সম্পাদন করা যায় তার চেষ্টা করা উচিৎ। কারণ উনারাও স্বীকার করেছেন যে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে Appointment Minister এর নিকট কিছুক্ষণ আগেও শুনেছি যে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এই দিকে আমরা আত্মতুষ্টি নিয়ে থাকব যে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সরকারের কিছু দায়িত্ব নাই। কাজেই যখন যেমন বেকারের সংখ্যা বাড়বে তখন তেমনই প্রচেষ্টা নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এটি সরকারের পরিকল্পনার মধ্যে থাকা উচিৎ। Cottage Industry গ্রামে হউক, সহরেই হউক সেইগুলি বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে, তার যদি একটা report সরকার দিতে পারতেন তবু বুঝতাম যে আমাদের দেশে যে বেকারের সংখ্যা আছে তাদের সেখানে appoint করা যায় কিনা এবং কত percent থাকবে তার পরিপ্রেক্ষিতে আর কি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে তার একটা পরিকল্পনা নেওয়ার ব্যবস্থা হত। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়েছে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হতে চলেছে কিন্তু আজকে যদি দেশের এই বেকারের সংখ্যা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে শিল্প গঠন করে দেশের বেকারদের appointment দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই সরকার থেকে করা হয়নি। কাজেই আজকে আমি এখানে এজন্যই একথা বলতে চাইছি যে গত বিধানসভা meeting এ Budget বিতর্কের সময় আমরা একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বেকারের সংখ্যা কত? তার উত্তরে বলেছিলেন যে এখানে Total বেকারের সংখ্যা ৬২০৬— Male হচ্ছে ৫৫৪৩ ও Female হচ্ছে ৬৬৩। এটা হচ্ছে 1964 এর সেই March April মাসের হিসেব। এই ৯।১০ মাসের মধ্যে আরও বেশী বেকার সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে হারে cost of living বেড়েছে বেকার সংখ্যা না বেড়ে উপায় নেই। কাজেই আমি বলি Arundhutinagar এর যে R. I. C. Industry গড়েছিল সেইখানে মানুষ যে বেকার হয়ে আছে সেই ৮৩টি লোক আজও সম্পূর্ণ বেকার। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন গ্রামের যারা অল্প লেখাপড়া জানা লোক আজকে তারা চাকুরীর জন্য বিভিন্ন deptt. এ দরখাস্ত ও নাম রেজিষ্ট্রী করছেন। যাদের নাম registration হয়েছে, বৎসরের পর বৎসর তাদের registration renew করতে হয়। অত্যন্ত দুঃখের কথা, আমি কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করব যে আমার গ্রামের আমার মামাতু ভাই, যার qualification এর

দিক থেকে কোন ত্রুটি নেই—সে Higher Secondary পাশ করে, M.B.B. College এ 2nd yr. পর্য্যন্ত পড়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার বাবা মারা যায়। সে দুই দুই বার Interview দিল. এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করে দিয়েছে যে আমাকে Education Deptt. চাকুরী দিলে ভাল হয় কারণ চাকরী করেও graduate হতে পারি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন কিছু হয় নাই। ধর্ম্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি sub Division এ যদি আপনারা হিসেব করে দেখেন এবং Employment Exchangeএ register দেখেন তা হলে দেখবেন Division wise টি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কম নয়। এখানে বিভিন্ন circular দেখিয়ে আমি বলব যে যোগ্যতা অনুসারে কিছু কিছু কাজে লোক দরকার কিন্তু আমি কতগুলি বিষয় লক্ষ্য করেছি যে Ruling partyর যে সদস্য-দের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বোধ হয় কম। চাকুরীর ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব মূলক কোন আচরণ যদি করা হয় তবে সেটা হবে রাজ্যের পক্ষে কলঙ্কজনক।

আমি জানি এই পশ্চিম Halahali এর একজন লোক Family playing scheme এ চাকুরী নেওয়ার জন্য interview দিয়েছে, sanction পর্য্যন্ত হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাকে appointment দেওয়া হলো না। কাজেই তার কি যে ত্রুটি বুঝতে পারলাম না। এই ভাবে Sabroom এর মধ্যেও এইরূপ Matriculate লোক আছেন তাদের নাম—যদুনাথ বসাক, নেপাল চন্দ্র দে, তারা তো Matriculate সরকার পক্ষ থেকে circular দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে Matriculate ছাড়া যেন চাকুরী দেওয়া না হয়। কিন্তু তারা তো Matriculate কেন তাদের চাকুরী দেওয়া হলো না। কাজেই আমি এখানে বলব যাঁরা Ruling partyতে আছেন তারা কি একথা জানেননা তারা তো ত্রিপুরা রাজ্যের লোক তারা কি জানেননা? কোথায় স্কুলের দরকার কোথায় P. W. D. এর লোকের দরকার, কোথায় Industry করা দরকার, কোথায় সড়ক বাঁধা দরকার, কোথায় আমাদের Cottage Industry র দরকার এটা কি তারা জানে না? নিশ্চয়ই জানেন। জেনেও তারা কিছু করতে চায় না। কাজেই আমি বলব এই Ruling Party র যদি এই সব চিন্তা ধারা থাকত তবে আমাদের দেশের এই বেকার সংখ্যার বৃদ্ধি পাওয়ার কোন কারণ থাকত না। আজকে বক্তৃতায় বিভিন্ন তথ্য দিয়ে এই বেকার সমস্যার সমাধান হবে না, তার জন্য চাই উপযুক্ত কাজ, উপযুক্ত পরিকল্পনা। যে পরিকল্পনা এই বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে।

Mr. Deputy Speaker—Now I call on Hon'ble Deputy Minister Sri M. L. Bhowmick.

Sri. M. L. Bhowmick Deputy Minister—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন

সেই প্রস্তাবের কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে কারণ আমাদের সরকার যারা বেকার রয়েছেন তাদের কর্ম্ম সংস্থানের জন্য, বেকারের সংখ্যা নির্দ্ধারনের জন্য Employment Exchange open করেছেন যার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের কতজন বেকার রয়েছেন তার সংখ্যা আমরা জানতে পারি। এবং কি পরিমাণ কি সংখ্যক লোক সেই Employment Exchange এর মাধ্যমে চাকুরী পেয়েছেন তার সংখ্যাও আমরা জানতে পারি। ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে এটা আমি অস্বীকার করি না. তবে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ত্রিপুরা রাজ্যে অতি সামান্য। অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১৯৬৩ ইং পর্য্যন্ত যে পরিসংখ্যান আমাদের জানা আছে তাতে আমরা বলতে পারি যে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষিত বেকার একটিও ছিল না। সেটা আমরা গর্ব্ব করে বলতে পারি ১৯৬৩ইং এর আগে ত্রিপুরাতে শিক্ষিত বেকার একটিও ছিল না। ১৯৬৩ ইং এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেকার একটিও ছিল না (Interruption from opposition) হ্যাঁ, থাকতেও পারে। আমার হাতে পরিসংখ্যন রয়েছে যে শিক্ষা বেকার বলতে আমরা যা বুঝি ১৯৬৩ ইং সালের আগ পর্য্যন্ত তা ছিল না। তবে ১৯৬৩ সনের পর থেকে আমাদের রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে তার কারণ মাননীয় সদস্যরাও অবগত আছেন যে পাকিস্তান থেকে বহু সংখ্যক শিক্ষিত যুবক এ রাজ্যে এসেছেন এবং তাঁরা চাকুরী প্রার্থী। আমরা বেশ কয়েকজন Graduate এবং M A কে শিক্ষিত বিভাগে চাকুরীর সংস্থান করে দিয়েছি এবং অনেক হয়ত আরো রয়েছে থাকা স্বাভাবিক কারণ এবং সংখ্যা দিন দিনই বাড়বে। তবে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা আসবেন তাদের সকলকেই চাকুরী দিতে হবে এই ধারণা যদি আপনারা মনে করে থাকেন তবে ভুল করবেন বলেই আমি মনে করি, কারণ প্রত্যেক শিক্ষিত যুবককেই চাকুরী দিতে পারে না। এখানে যে তথ্য আমাদের কাছে আছে তা থেকে বলছি যে এ পর্যান্ত ১৯৬৪ ইং নভেম্বর পর্য্যন্ত যে সংখ্যা আছে তা হল ১০,৯৫৮ এর মধ্যে Matriculate হচ্ছে ৬৫০০, the rest are not matric and the above এর মধ্যে প্রায় 40% are seeking employment অর্থাৎ better employment এর জন্য নাম Register করেছেন। কাজেই সকল শিক্ষিত লোককেই যে আমরা চাকুরী দিতে পারব সেটা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সকলেই সরকারী চাকুরী করবে? আমি তা বলছি না। তাছাড়া Private Farm রয়েছে এবং ৪র্থ পরিকল্পনায় Industry গড়ে তোলার যে Scheme রয়েছে তা যদি আমরা কার্য্যকরী করতে পারি তাহলে শিক্ষিত যুবক যারা রয়েছেন তাঁদের কর্ম্ম সংস্থান হবে বলে আমরা আশা করি। তবে ত্রিপুরা রাজ্য কৃষি-প্রধান দেশ, আমি জানি গ্রামাঞ্চলে অনেক যুবক আছেন যারা class III IV পর্য্যন্ত

পড়েছেন এবং তারা এখন আর কৃষি কাজ করতে চান না। তারা সরকারী চাকুরী, অফিসের পিয়ন, নাইট গার্ড ইত্যাদি চাকুরী করতে চান, কিন্তু এই যে আমরা Home Guard চালু করেছি এতে তারা এগিয়ে আসেন না। এই Home Guard training নিবার জন্য তারা এগিয়ে আসেন না, training period এ তাদের allowance দেওয়া হয়, এবং training শেষে অনেকেই Police বা Constable-এ নেওয়া হয় অবশ্য যারা Physically fit. Physical measurement না থাকায় অনেকে হয়ত চাকুরী পাচ্ছেন না। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের ছেলেদের মধ্যে Home Guard এ training নেবার তেমন উৎসাহ আমরা দেখছি না তারা Peon, Night Guard ইত্যাদির চাকুরী চায়। যারা কৃষিজীবি, আর class III—IV পর্য্যন্ত পড়েই যারা চাকুরী করতে চায়, সবাইকে চাকুরী যোগার করে দেওয়া কি সম্ভব। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষিজীবির ছেলেরা class III--IV পড়েই যদি চাকুরী প্রার্থী হয়, তাহলে এই কৃষিকাজ কে করবে? এটা একটা প্রশ্ন আমাদের দেখা দিয়েছে যে সকলেই চাকুরী প্রার্থী। কাজেই এটা আমাদের চিন্তা করা দরকার যে class III—IV—V পর্য্যন্ত পড়ে সকলেই যদি চাকুরী প্রার্থী হয় তবে তাদের সকলকেই চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয়। আমি পূর্বেই বলেছি যে যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের এখানে শিল্প গড়ে উঠে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। মাননীয় সদস্য শ্রী দেববর্ম্মা বলেছেন যে Interview দিয়ে চাকুরী হচ্ছে না, Interview যারা নেয় সেই selection Board Interview নিয়ে যাদের suitable মনে করেন তাদের select করেন। আগে যেমন Advertiesment করে লোক নেওয়া হত তা এখন হয় না Employment Exchange এর মাধ্যমে তাদের নাম deppt এ যায় এবং তাদের সকলকে interviewর জন্য ডাকা হয় এবং Interviewing Board বা Selection Board তাদের নাম select করে তারপর appointment দেন। কাজেই এই নিয়মে যদি selected না হয়ে থাকেন তা হলে তিনি কিভাবে দোষ দেন যে Ruling party তে যারা আছেন তাদের আত্মীয় স্বজনই চাকুরী পান। ত্রিপুরা রাজ্যে যে ১৭০০০ হাজার কর্মচারী আছেন তারা কি সকলই Ruling party র যে সদস্যরা আছেন তাদের ভাই, ভাগিনেয় ইত্যাদি? আর কি কারো আত্মীয় স্বজন চাকুরী পান না, বা করেন না, কচ্ছেন না? আমি অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখাতে পারব যেখানে মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যদের আত্মীয়-স্বজন চাকুরী করছেন এবং চাকুরী পাচ্ছেন। (Interuption) মাননীয় সদস্যদের প্রস্তাবে আর একটি উল্লেখ আছে যে যারা unemployed তাদের dole দিবার জন্য (Interuption) আমি জানি না যে কোন রাজ্যে unemployed দের dole দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে কিনা? ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে দেয় বলে আমি জানি না

তবে চীন রাজ্যে তেমন দেয় কিনা আমার জানা নেই। তবে আমাদের নিকট যদি টাকা থাকত এবং Revenue সে রকম বাড়ত আর unemployed দের job দিতে পারতাম তবে সুখী হতে পারতাম। (Interption) হ্যা, জনতার দুঃখে আপনারা যদি বর্দ্ধিত বেতন গ্রহণ না করেন তবে আমরা সুখী হব। তখনই আমরা আপনাদের আন্তরিকতার প্রমাণ পাব, যদি বর্দ্ধিত বেতনের অংশ আপনারা গ্রহণ না করেন। যা হোক্ আমি মোটামোটি ত্রিপুরা রাজ্যের যে unemployment situation সম্পর্কে বলছি, আপনারা যদি নূতন এমন কিছু বলতে পারেন যে distressed unemployed দের job দেবার ব্যবস্থা করার মত এবং অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন আমরা দিতে প্রস্তুত আছি।

Mr. Deputy Speaker—Now I call on Shri Nripendra Chakraborty.

Nripendra Chakraborty— মাননীয় Speaker Sir, এই House এর সামনে যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছে তার সমর্থনে আমি বলছি। আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানে যে directive principles রয়েছে তাতে একথা বলা হয়েছে যে আমরা যারা কর্ম্মক্ষম লোক তাদের কাজ দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমাদের। principle হচ্ছে এটাযে যারা কর্ম্মক্ষম লোক তাদের আমরা কাজ দেব। মাননীয় Speaker Sir, একথা প্রত্যেকেই জানেন যে directive principles যেটা constitutionএ include করা হয়েছে, সেটা কোন bindings কিছু নয় সেটা হচ্ছে directive principles. ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের যে চেহারা সেখানে রূপায়িত হয়েছে সেই চেহারা এই principles এর মধ্যে রয়েছে object হিসাবে, লক্ষ্য হিসাবে। কিন্তু যে Socialist countries দের কথা নিয়ে এখানে হাসাহাসি, ঠাট্টা করা হলো সেখানকার constitution-এ আমরা দেখি যে কাজ দিতে হবে, সেটা Government কাছে বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ যদি কোন লোক দেশের মধ্যে বেকার থাকেন, তিনি যদি court-এ গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ করেন তবে সেই Govt.-কে শাস্তি পেতে হয় এবং সেই লোককে কাজ দিতে হয়। কারণ সেটা হচ্ছে তার fundamantal right. "Right to work"—যাকে বলে কাজ করার অধিকার। মাননীয় Speaker Sir, capitalist country এর কথা বলা হয়েছে। সেখানে capitalist country-তে doles দেওয়ার ব্যবস্থা আছে. বৃটিশ ব্যবস্থা যারা জানেন, তারা জানেন যে বেকারদের সেখানে ভাতা দেওয়া হয় এবং সেই ভাতা বাড়ানো নিয়ে সম্ভবতঃ capitalist country এর সমস্ত দেশে বেকারেরা প্রচণ্ড বিক্ষোভ, আন্দোলন ইত্যাদি করে থাকে। আর আমাদের এখানে আমরা তার কাছাকাছিও যেতে পারিনি। আমাদের তৃতীয় পরিকল্পনায়

একথা বলা হয়েছে পরিকল্পনা করার সময়েতে যে back note যেটাকে বলে unemployed বোঝা তা আমরা ২০ লক্ষ লোক নিয়ে আরম্ভ করেছি। তারপরে হিসাব করে দেখা গেছে যে দৈনিক ১৩ হাজার বেকার ভারতবর্ষে বাড়ছে এবং এই হারে যদি বাড়তে থাকে তাহলে 1975-এ হিসাব করে দেখা গেছে কমপক্ষে ৫ থেকে ৬ কোটি লোক বেকার থাকবে দেশের মধ্যে এবং জনসংখ্যা যে অনুপাতে বাড়বে সেটাকে হিসাবের মধ্যে রেখে এই হিসাব তারা করেছেন। মাননীয় Speaker Sir, under employed যারা তাদেরকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে তথ্য Parliament-এ উপস্থিত করা হয়েছে তাতে ২৫৲ টাকা বা তার কম আয় মাসে এইরকম লোকের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৬০ জন ও এবং আচার্য্য বিনোবা ভাবে, এই হিসাবকে অঙ্ক কষিয়ে দেখিয়েছেন যে এই দেশে ৯ কোটি লোক দু'বেলা ভাত খেতে পায় না। মাননীয় Speaker Sir, আমাদের এটা বক্তব্য নয় যে আমরা সমস্ত বেকারকে এখনই কাজ দিতে পারছি কিনা। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে বেকারের সংখ্যা আমাদের এখানে বাড়ছে এবং আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান করার দিক থেকে এখানকার সরকার চরম অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন সম্পূর্ণরূপে। আমি তথ্য দিয়ে সেই জিনিষ প্রমাণ করার চেষ্টা করব। দুইটি পরিকল্পনা চলে গিয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসর আজকে শেষ হচ্ছে। আমরা দুইটি পরিকল্পনাতে তেমন কিছু শিল্পায়নের ব্যবস্থা করতে পারিনি। তৃতীয় পরিকল্পনাতে আমরা কয়েকটি ছোট ছোট পরিকল্পনা নেই যেগুলি কত লোককে কাজ দিতে পারে তার কয়েকটা লক্ষ্য সামনে রেখে করা হয়েছে। যেমন Pulp & Card Board ৮৫, Jute & Cotton Spinning ৩০০, Industrial Stage ৫৭৬, Calendering 4, Disign Centre 18, Training Centre & Production Centre 848, Khadi & Ambar Charka 9,360, Hand Pounding 610, Village Oil—2000, Date Palm-Gur—709, Hand made paper—502, Gur Khanchary—210, Total—হচ্ছে ১৫,৪২২ টি লোককে আমরা এই ৫ বৎসরে কাজ দেব। আমি যদি দেখতাম যারা এখানে গলাবাজী করে থাকেন যে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের তারা কাছাকাছি গিয়েছেন তাহলে আমি সম্ভবতঃ প্রথম মানুষ এখানে হতাম যে তাদের এখানে দাঁড়িয়ে ধন্যবাদ দিত, যে তারা অন্ততঃ পক্ষে ১৫,০০০ না হউক ১০,০০০ লোককে নূতন করে তাদের সংস্থান করে দিতে পেরেছেন এই সমস্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে। Peformances কি? Performances হচ্ছে যে এই ১৫,০০০ হাজারের মধ্যে ১,০০০ লোক বর্ত্তমানে কাজ করছেন আর ১৪,০০০ লোককে তারা কোন কাজ দিতে পারেননি। এই Khadi এবং Ambar Charka এর যিনি নেতৃত্ব করছেন তার অম্বর এবং খাদি চরকায় কয়েক

লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে সম্ভবত: সেই টাকায় বাড়ী হতে পারে কারোর কিন্তু কতজন লোক সেই টাকায় employed তার হিসাব তিনি দিলে আমি খুশী হবো। সেই ৯৩৬০ জনের হিসাব আমি চাই, যে সেই লোকগুলো কাজ করছে কিনা। সেই টাকা দিয়ে কারো বাড়ী তৈরী হচ্ছে কিনা আগরতলা সহরের বুকে সেই হিসাব আমার দরকার নেই। তার audit account এরও আমার দরকার নেই। আমি দেখব যে টাকা কার পকেটে গেছে। মজুর যারা, শ্রমিক, যারা কাজ করে খাবে সেই মজুর এবং শ্রমিকের সংখ্যা বর্ত্তমানে কত ? ঠিক তেমনি করে অন্যান্য পরিকল্পনাগুলির মধ্যে Industrial Estate র কথা আমি বলছি। ৮৩টি ছেলে কি ১০০টি ছেলে সেখানে কাজ করত। তিন মাস আগে এখানকার মন্ত্রী মহাশয় জানলেন যে Industrial Estate R. I. C. ছেড়ে দেবেন। এই তিন মাস মন্ত্রী মহাশয়রা ঘুমালেন, এই যে ছেলেগুলি বেকার হল তার জন্য তাঁরা একটু চিন্তাও করলেননা। যখন ছেলেগুলি রাস্তায় এসে দাঁড়ালো, যখন তারা তাদের রাস্তায় দাঁড়ানোর কথা বলল তখন তাঁদের নিদ্রা ভঙ্গ হল। তারপর তাঁরা বল্‌লে তাইতো এখন তোমরা কি করবে, এটা কর, সেটা কর, এখন তারা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। এত বড় দায়িত্বহীন কোন দেশের সরকার হ'তে পারে, সেটা কল্পনা করা যায়না। তিন মাস আগেই তাদের খবর দেওয়া হয়েছে ঐ ভদ্রলোকেরা কি তা জানেন না ? চুপ করে রয়েছেন। কারণ হচ্ছে ওদের ঘরে পয়সা আছে, যথেষ্ট খাওয়ার আছে এবং তাদের গাড়ীতে চড়ার পয়সা আছে, তাদের উন্নতি হচ্ছে, ১খানার জায়গায় ২খানা বাড়ী হচ্ছে। কাজেই ঐ যে গরীব লোকদের চাকুরী গেলে তারা যে না খেয়ে মারা যাবে, সেটা অনুভব করার মত মনুষ্যত্ব তাদের মধ্যে আশা করা বৃথা। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৬১ সনের সে Census, সে Censusএ দেখা যায়, ত্রিপুরায় কাজ করে যায় এরূপ লোকের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৬৮.২৯ আর যারা কাজ করেনা তার সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৬১.৭০। মাননীয় মন্ত্রীদের একজন বিজ্ঞের মত বললেন যে উদ্বাস্তুরা আসার ফলে আমাদের এ অবস্থা হয়। কিন্তু Census report (1961) বলে ৩৮.২৯ হচ্ছে যারা working people আর যারা কাজ করেনা তাদের সংখ্যা হচ্ছে 61·70 non working people ওদের তথ্য ওদের মগজে আছে, কাগজ পত্রে বা কোন বইতে নেই; কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তার নেই। আগরতলা শহরে হাজার ৭২৭ জন লোক হচ্ছে non worker এবং তার মধ্যে অধিকাংশ হচ্ছেন মেয়ে। মেয়েরাও যে বেকার হ'তে পারে সে কথাটা তাদের মাথার মধ্যে থাকে না। আগরতলা শহরে আমি কত মেয়েকে দেখেছি, যারা ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে যারা graduate তাদেরও আজকে চাকুরী না করলে সংসার চলে না। তাহলে আমরা কি করে আশা করতে

পারি যে লোকটি ক্লাস IV employee যে ৬০টাকা করে বেতন পায় তার একার আয়ে সংসার চলবে। তার ঘরের মেয়েছেলে তার কাজ না করলে। সেই মেয়েছেলেরও তো কাজ দরকার এবং আগরতলা শহরে আমি লক্ষ্য করেছি এবং employment exchange এ যারা কাজ করেন তারাও বলতে পারবেন, কত শত মেয়ে বেকার আছেন অনেক সময় তারা মানুষের বাসায় কাজ করার জন্যও তাদেরকে পাঠিয়ে দেন। তাদের দুঃখ আছে, তাদের হৃদয় আছে, তারাও অভিভূত হয়ে যান কিন্তু তারা অক্ষম। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমরা দেখি সে সমস্ত বেকারের কোন হিসাব সরকারের কাছে নেই, যে মেয়েরা কি ভাবে employed হবে, কোন যায়গায় তাদেরকে employ করা যায়, কি কি provision তাদের জন্য করা যায়। সে দিকে তাদের কোন লক্ষ্য নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, Employment Exchange এর হিসাব দেওয়া হচ্ছে—সে হিসাব কি? কয়জন লোক employment exchange এ নাম লেখাতে পারে এবং অন্যান্য রাজ্যে employment exchangeএর নিয়ম আছে যারা private employer তাদেরও Employment Exchange-এর মারফত লোক নিয়োগ করতে হয়। সে আইন কি এখানে চালু আছে, মন্ত্রীরা বলতে পারবেনই যে যারা private employer তারা employment exchange-এর মাধ্যমে লোক নিয়োগ করেন। সেই আইনের খবর তারা রাখেন, সেই আইন তারা চালু করার চেষ্টা করেছেন। কয়েকদিন আগে ও সরকারী ডিপার্টমেণ্ট employment exchange কে বাদ দিয়ে লোক নিয়োগ করতো এই খবর আমরা আঞ্চলিক পরিষদেও বলেছি। সে সকল ঘটনাও এখানে ঘটে। কাজেই Employment Exchange এ লোকে নাম লিখিয়ে মাসের পর মাস ঘুরে থাকে। তারপর চাকুরী হওয়ার সময়ে, আমি Employment Exchange থেকে অভিযোগ পেয়েছি, সেটা সত্যি কিনা আমি তদন্ত করে দেখতে চাই যে কোন কোন লোক কোন যায়গায় vacancy হলে তাদের চিঠি পান না আবার অপর কোন লোক অনবরত সেখানকার খোঁজ খবর পেয়ে যান। চাকুরী হওয়ার সময় care of ছাড়া হয়না আঞ্চলিক পরিষদে আমরা দেখিয়েছি যে employment letter এ C/o থাকে। কোন member কাকে কাকে recommend করেছেন তাদেরকে C/o করে employment letter পাঠানো হয়ে থাকে। সেই নজীরও ত্রিপুরা রাজ্যে আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ২০০০ ছেলে আরো Matric পাশ করেছে, তারা দরখাস্ত করেছিল যখন School final পাশ করা মানুষের জন্য দরখাস্ত চাওয়া হয়েছিল। একথা মন্ত্রী মহাশয়েরদের অজানা নয়। আমাদের একজন মন্ত্রী বললেন যে শিক্ষিত হলে কোন বেকার সমস্যা নেই। ১৯৬৬ সালে একেবারেই ছিল না এখন কিছু কিছু হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করি আঞ্চলিক পরিষদে তখন ১৯৬৩ র কিছু আগে আমরা

কত লোকের নাম বলেছিলাম। যারা বেকার, ৩/৪ বৎসর পর্য্যন্ত refugee colonyতে বসে রয়েছে এমন লোকের নাম তো আমরা কম দেই নি। সেই সমস্ত খবর তারা ভুলে যেতে পারেন কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা ভুলা তো সম্ভব নয়। আমি দেখেছি তার মধ্যে Schedule cast/Tribes এর সংখ্যা বেশী। তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, নমঞ্জয় রিয়াং বেতা গাঁও, উমেশ ত্রিপুরী ১৯৬২ সালে Matric পাশ করেছে। এরূপ একটা রিয়াং ছেলে ৩/৪ মাস আগে ও আমাকে বলেছেন যে "১৯৬২ সালে Matric পাশ করে আজও একটা চাকুরী জুটাতে পারিনি"। কয়েকটা রিয়াং ছেলে এই রাজ্যের মধ্যে Matric পাশ করেছে। একটা রিয়াং ছেলেকে আমরা একটা স্কুলে দিতে পারি না? কত জায়গায় সে দরখাস্ত করেছে— Agriassistant, Tribal welfare Inspector, এবং Teacher এর Postএ কিন্তু কোন জায়গায় তার কিছু হ'ল না। কোন মন্ত্রী কি কোন কৈফিয়ত দিতে পারেন যে একটা রিয়াং ছেলের কেন চাকুরী হল না, ৬২ সাল থেকে ৬৪ সাল পর্য্যন্ত তার বসে থাকার কি কারণ থাকল। উমেশ রিয়াং, গৌরিশঙ্কর রিয়াং, বেগগাঁও ১৯৬২ ও ১৯৬৩ সালে পাশ করেছে। যুধিষ্টি রিয়াং বগাফা ১৯৬৩ সালে পাশ করেছে, অজরাম রিয়াং কাঞ্চনপুর ৬৩ সালে পাশ করেছে। এরা চাকুরী পায় না। আশ্চর্য্যের কথা এতগুলি রিয়াং ছেলে তারা চাকুরী পায় না, তারা বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের জন্য চাকুরী নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, Mr. P. Majumdar, ১৫/১২/৬৩ইং তারিখে সেবক পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দিলেন যে Tribal Inspector এর জন্য আমরা লোক চাই। আশ্চর্য্যের কথা সেখানে বলা হল না যে Tribal দেরে সেখানে সুযোগ দেওয়া হবে, ভারতবর্ষের কোন জায়গায়, মন্ত্রী মহাশয় কি দেখতে পারবেন যে Tribal Inspector, এ জাতীয় Post এর জন্য Tribal দের Prefrence দিতে হবে, একথা লেখা থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে তো তার কোন প্রয়োজন নেই কারণ তারা এ সমস্ত ক্ষেত্রে কেবল সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেন এবং তারা অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট, এজন্যেই তারা এই সকল করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, নারায়ণ দাস, শান্তির বাজার, সে একটি ধোপীর ছেলে, সে পাশ করে বসে আছে, দরখাস্ত করল একটা Primary teacherএর Postএর জন্য তার একটা interview letter ও গেল না। এভাবে তারা এই সকল ব্যাপার করাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা report এখানে উল্লেখ করছি। Report বাহির করেছেন Director of govt Employment বলেছেন that Schedule caste & Sch. tribals got much fewer job then even the minimum envisaged by the constitution. Constitutionএ যেটা minimum ছিল তার চাইতেও কম চাকুরী এই

Schedule caste ও Schedule tribes ছেলেদেরে দেওয়া হচ্ছে। ধেবর কমিশনের কথা তাঁরা অনেক বলেন, সে আমরা পড়ে দেখেছি। ধেবর কমিশন বলছেন যে there are particuler classes of service for instance Primary teacher, Dhai, Nurses gram Sevak এবং Secretaries of gram Panchayats এগুলিতে তারা বল্‌ছেন যে Percentage of reservation in such Deptts. Can be different from the percentange of reservations of the other Deptt, অন্য Deptt. tribal রা যত চাকুরী করতে পারে তার চাইতে বেশী চাকুরী এখানে দেওয়া উচিত। কি কি কাজে ? না Forester guardএর কাজে, Primary teacher এর কাজে, Dhai এর কাজে, Nurse এর কাজে, গ্রাম সেবকের কাজে এবং Secretaries of gram panchayatsর কাজে। আমি জানতে পারি কি, যে এখানে gram panchayat ১০০ Secretaries appointed হয়েছে তার মধ্যে কয়জন Schedule caste এবং কয়জন Schedule tribes ? আমি জানি যে তাদের population percentage পর্য্যন্ত সেখানে নেই। বেশী তো দূরের কথা, তারা যে ন্যায্য চাকুরী পেতে পারে সেটা পর্য্যন্ত নাই। কেন নাই এজন্য যে ওদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভংগি ওরা সেখানে Dominate করতে চান সেই দৃষ্টিভংগি নিয়ে। মাননীয় স্পীকার স্যার, Dev. minister এখানে বলেছেন যে ওরা একমুখে বলছে tribal আরেক মুখে বলছে refugee হ্যাঁ একমাত্র আমরাই একথা বলতে পারি। Tribal এবং refugee দুই-ই এক কথা এই কথাই আমরা বলতে পারি। কিন্তু আসামে কি করেছে ওরা আসামে বাঙ্গালীদেরে খেদিয়েছে। ওদের কাছে যারা majority তাদের rule তারা কায়েম করতে চান। তারা একটা omit minorityকে রক্ষা করতে চায় না। একমাত্র আমরা সে কাজটা করি, যারা দুর্ব্বল তাদের রক্ষা করতে চাই। দুর্ব্বল যারা তাদেরProtectionর সুযোগ সুবিধা Constitutionএ দেওয়া আছে । Constitution সেকথা বলেছেন, ওরা বলতে পারেন tribalদের কথা, ওরা না বলতে পারেন Schedule casteর কথা কিন্তু Sch. tribe এবং Sch, Casteর যে সমস্ত অধিকার সেগুলি Constitution guarantee করা আছে। সেগুলি আমরা বরাবর দেখব, ওদের সমালোচনা সত্বেও আমরা দেখব সেগুলি ওরা পান কিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, কলোনীতে আমি দেখেছি যে Scheduled casteএর বেকার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। আমি আর বেশী সময় নেব না। আমি শুধু একথাই মাননীয় সদস্যদের কাছে উপস্থিত করব যে আমাদের এখানে যে বেকার সমস্যা সেটা ক্রমশঃ বাড়ছে এবং সেই কথা মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করছেন। কিন্তু সেই বেকার সমস্যার সমাধানের দিকথেকে, পরিকল্পনার দিক থেকে ওদের বিকল্প যে সমস্ত চাকুরীও কাজের যে সংস্থা সেদিক থেকে ওরা কিছু করছেন

না। সেদিক থেকে আমি আবার বলব যে মাঝারি ধরনের শিল্প সম্প্রসারণ করার দিক থেকে, রেলওয়ে সম্প্রসারণ করার দিক থেকে এবং যে বিদ্যুৎ পরিকল্পনা ডম্বুরে হচ্ছে. আমি জানি যে বিদ্যুৎ পরিকল্পনা রূপায়িত হয় তার মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোককেও আমরা কাজ দিতে পারব। এই বিদ্যুৎ পরিকল্পনা রূপায়নের ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের সতর্ক দৃষ্টি থাকা দরকার যাতে তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ করা যায় এবং আমাদের ছেলেরা যাতে বেশী করে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এবং যেখানে যে বাধা ও প্রতিকূল অবস্থা আছে, সেগুলি অতিক্রম করার সরকারী দিক থেকে সে প্রচেষ্টা আছে, তাতে আমি ও বিরোধী দল থেকে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। ডোলের কথা বলায় ওরা হেসেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি ১৪ কি ১৫ তারিখের যুগান্তর পত্রিকা দেখেন তাহ'লে দেখবেন যে শ্রীজগজীবন রাম যিনি পুর্ব্বে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন, তিনিও ডোলের দাবী তুলেছেন বেকারদের জন্য তিনি কোন communist পার্টির নেতা নন, communist partyর নেতা শ্রীগোপলন অনেক আগেই এই প্রস্তাব parliament এ আ'নিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেছে, কিন্তু যি'নি একজন কংগ্রেসের বিখ্যাত নেতা, সেই জগজীবন রাম তিনি বলেছেন যে বেকারদের ডোল দেওয়া উচিত, তার নিজের কথা যে, "ভারতবর্ষের বেকারদের ডোল দেওয়া উচিত", সেই পত্রিকাখানা পড়ে দেখবেন, যারা এখানে ডোলের কথা শুনে হাস্‌ছেন। ইহা হাসার কথা নয়, জরুরী প্রশ্ন হিসাবে একথা এখানে আস্‌ছে। কারণ বেকারদের আমরা না খেয়ে মরতে দিতে পারি না। যে সকল ছেলে বেকার হয়েছে তাহাদিগকে আমরা বল্‌তে পারি না যে তোমরা চুরি, ডাকাতি, বদমায়সি কর, সরকারের দায়িত্ব আছে. যদি সরকার এখানে চালাতে চান কাজ দেওয়ার খাবার একটা সুস্থ সবল যুবক সে যদি কাজ করতে না পারে, সে মানুষের মত বাঁচতে চাহিবে, সে তো গার্ডিয়ানের উপর পড়ে থাকতে পারে না, গার্ডিয়ান তার দুর্ব্বল। কাজেই তাকে আমি যদি সৎ পথে রাখতে চাই, তাকে যদি উশৃঙ্খল করতে সাহায্য না করি তাহ'লে পরে তাকে সৎ জীবন যাপন করতে হবে, আমার গঠন মূলক কাজের মধ্যে, constructive work এর মধ্যে স্থান দিতে হবে, constructive work যদি আমি না দিতে পারি তা'হলে তাকে Dole দিতে হবে। সেটা আমার লক্ষ্য রাখতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, একথা বলে আমি আশা করব যে এই প্রস্তাবটি যাতে সমর্থিত হয়।

Mr. Speaker— I would know call on Hon'ble member Sri Gopesh Ranjan Deb,

Shri Gopesh Ranjan Deb—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্মা যে resolution রেখেছেন, সে সম্পর্কে

বলতে গিয়ে আমি বলব, আজকে সর্ব্ব ভারতে বা ত্রিপুরায় যে বেকার সমস্যা আছে তা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। তবে বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য আমরা কি করতে পারি তার বাস্তব দিক যদি আমরা আলোচনা করি এবং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তবে তার সুরাহা হ'তে পারে। বিরোধী-পক্ষের সদস্যরা এখানে যে শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন কিন্তু বেকার বলতে আমরা কেবল শিক্ষিত অর্দ্ধ-শিক্ষিত বেকারই বুঝি না। যারা কাজ পায় না তারা সবাই বেকার। ত্রিপুরাতে যারা লেখাপড়া জানেনা সে রকম বেকারের সংখ্যাও কম নয়! আরও বলা হয়েছে, যে Advisory committee থাকা কালীন আমাদের বর্ত্তমান Cabinet র কোন কোন মন্ত্রী সেই committee তে ছিলেন, তাঁরা এখন কি করেছেন। তার উত্তরে আমি বলব তাঁরা কি Advisor থাকা কালে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান না হউক তাই চেয়েছিলেন, তা অবশ্যই তাঁরা চাননি। যাতে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান হয় তারজন্য তাঁরা নিশ্চয়ই ত্রিপুরা সরকারকে advice দিয়েছিলেন এবং তা যদি কার্য্যকরী না হত আজ যেখানে আমরা ৬০০০ বেকার দেখি, উনার হিসাব মত যাহা তিনি বল্লেন তা'হলে ১২ লক্ষ লোকই বেকার থাকত। ১২ লক্ষ লোক ত্রিপুরাতে অবশ্যই বেকার নয় একথা আমাকে মান্তে হবে। আরও বলা হয়েছে British Govt. এর সময়ে আমাদের এখানে কোন লোক ছিল না বাহির থেকে আমাদের আন্তে হয়েছে। অতএব এ অবস্থায় যদি আমরা এখানকার লোকদিগকে কাজ দিতে পারতাম তা'হলে আমাদের বেকার সমস্যা আরও কমে যেত। ইহা অতিরঞ্জিত কথা। কিন্তু এমন কতগুলি posts আছে যেখানে তার উপযুক্ত লোক আমার ত্রিপুরা রাজ্যে নাই। সেজন্য ত্রিপুরাকে বাহির হতে লোক আন্তে হয়েছিল এবং তার সংখ্যা ও ত্রিপুরার লোকসংখ্যার অনুপাতে খুব নগণ্য বলে আমার মনে হয়। তারপর সাবান ও Match factory করার জন্য সরকারের কোন বাধা নিষেধ ছিল না। সেখানে যদি কোন Private Party সাবান ও Match factory করে থাকেন তার উৎপাদিত জিনিষগুলি বিক্রয় না হওয়ার দরুন কি সরকার দায়ী এবং এজন্য সরকারকে আজ জবাব দিতে হবে এটা বড় অদ্ভুত কথা। আমরা জানি অন্যান্য রাজ্যেও সাবান ও Match ইত্যাদি factory Private party করে থাকেন' প্রয়োজন অনুসারে তাদের লাইসেন্স ও উৎপাদনের কাচা মাল সরকার যোগার করে দেন। এবং তাতে অনেকের কর্ম্মসংস্থান হয় তা অতি সত্য কথা, কিন্তু তার জন্যও ত্রিপুরা সরকার দায়ী এবং ত্রিপুরা সরকারকে জবাব দিতে হবে এইগুলোর জন্য। এ কথা ঠিক নয়। আমাদের দেশে লোকেরা exhibition-এ নানারকম শিল্প দেয়, এই কথা বলা হয়েছে। যারা Exhibition-এ শিল্প দেয়, সরকার তাদের যথোপযুক্ত পুরস্কার দেয়,

কিন্তু তারা এই সমস্ত জিনিষ exhibition ছাড়া বাজারে চালু করে তারা যদি দু'পয়সা পায় তাদের কর্ম্মসংস্থান তাতে করতে পারে সেই দিকে কি সরকার নিষেধ করেছেন? তাদের ত নিষেধ করে নাই, বরং পুরস্কার দিয়ে তাদের উৎসাহিত করেছে যাতে তারা এসমস্ত তৈরী করে বাজারে চালু করে। তাই তারা এসমস্ত অবান্তর কথা House-এ উত্থাপন কি করে করে আমরা তা বুঝতে পাচ্ছিনা। আমরা Small Industryতে পুনর্ব্বাসন এবং চাকরীর জন্য অনেক কাজ করতে পারি এটা অতি সত্য কথা। Small Industry করার জন্য রেশম পোকার চাষ, মৌচাকের চাষ প্রভৃতি করতে পারি, আমাদের Industry Training Centre গুলোতে যে সমস্ত লোকদের training দেওয়া হচ্ছে, তারা training নওয়ার পর যাতে নিজের নিজের কর্মসংস্থান করে নিতে পারে, তার জন্য সরকারের কোন আপত্তি নেই বিশেষ করে, যাদের Industry Institute গুলোতে training দেওয়ায়, training এর পর তাদের চাকরী দিতে হবে এমন কোন সর্ত্তে তাদের training দেওয়া হয় না। তাদের training দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো যাতে তারা সেখান থেকে training পেয়ে নিজেরাই Small Industry গড়ে তুলতে পারে। আরেক জায়গায় বলা হয়েছে বছর বছর বা কিছুদিন পর পর Employment exchange এ নাম Registry করতে হয়, তা করার প্রয়োজন আছে কারণ তা না হলে ঠিক সময়ে জানতে পারি না কতজনের employment হলো আর কতজনের হলো না। এমন অনেক আছেন, যারা employment exchangeএ নাম লিখান কিন্তু কাজ হলে পরে সেখানে আর খবর দেননা। কিন্তু employment এর খাতায় তাদের নাম থেকে যায়, আজো employment থেকে যে figure পাচ্ছি তা ঠিক কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে, শুধু এই কারণে যারা চাকুরী পেয়ে যায় তারা খবর দেন না যে তাদের চাকরী হয়েছে, এই কারণে renewal এর দরকার আছে, আরও দেখা যায় যে একটা প্রশ্ন বড় করে তুলে ধরা হয়েছে যে আমাদের মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যের মামাতো ভাইয়ের চাকরী হয় না, এটাই উনার বড় ক্ষোভের কারণ, যদি উনার মামাতো ভাইয়ের চাকরী হত, তা হলে তিনি খুব খুসী হতেন, এবং এ resolution তিনি Houseএ আনতেননা। এরকম অনেকেরই মামাতো জ্যাঠাতো ভাই-এর চাকরী হয় নাই, এটাই যে ক্ষোভের কারণ হতে পারে এটা আমরা মনে করি না। এটাও আমরা জানি, যাদের শিক্ষিত বেকার বলে employment exchange এ নাম লিখা আছে তারা যে প্রত্যেকেই চাকরী পাচ্ছেন না তা নয় তবে অনেকেই তাদের পছন্দ মত চাকরী পাচ্ছেন না তাই নেন না, এরাই বেকার আছেন, যে Deptt. এ চাকরী করতে চায় সেই Deptt. এ হয়ত চাকরী দেওয়া সম্ভব হয় না, বহু অশিক্ষিত এবং লেখাপড়া জানেনা এ রকম কয়েক হাজার ত্রিপুরার বাইরের লোক এখানে আছে তারা loading, unloding এবং পাট,

কার্পাস প্রভৃতি packingর কাজ করে এর এখানে খেয়েদেয়েও মাসে এখানে অন্ততঃ ২০০৲ থেকে ২৫০৲/৩০০৲ টাকা দেশে পাঠায়, তারা অন্য state এর লোক কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই সম্মানী আমরা নিজেদের পরিশ্রমের কাজ নিজেরা করলে নিজের সম্মান হানি হবে এ যদি আমরা মনে করি তাহলে দেশের উন্নতির আশা বা কর্ম্ম সংস্থানের আশা দুরাশা। মাটি কাটা যদি আমরা অপমানের কাজ বলে মনে করি, তাহলে মাটির কাটা লোক কোন দেশ থেকে আনব? আমাদের এ দেশের যে মানুষ, মাটিও তাদের কাটতে হবে, প্রফেসারীও করতে হবে, Assemblyও চালাতে হবে, সব কিছু এদেশের মানুষই-কেই করতে হবে, বেকারের সংখ্যা ১৩ হাজার করে বছর বছর করে বাড়ছে বলে এই পরিসংখ্যন দিয়ে বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্য দেখিয়েছেন। আর একটি কথা পাশাপাশি আছে, আমরা জানি সরকার থেকে প্রচার করা হচ্ছে Family Planing এর কথা, কিন্তু সেদিকে আমাদের কারো খেয়াল নেই, সেটা আমরা নিজেরা যদি আচরণ করি ও প্রচার করি তাহলে আমাদের বেকারের সংখ্যা আরো কিছু কমবে এটা আমার ধারণা হয়। এই দিকে চিন্তা করে শুধু আমরা ত্রিপুরা বেকারের কথাই ভাবলাম, অন্যান্য দেশেও বেকার আছে কিনা তাদের সবার কর্ম্মসংস্থান হয়েছে কিনা, এই যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাব, আমাদের ত্রিপুরায় সেই তুলনায় বেকারের সংখ্যা কম এই বলে House এর কাছে যে প্রস্তাব আছে তার বিরোধীতা করে আমি আসন গ্রহণ করলাম।

Mr. Deputy Speaker—I now call on Hon'ble member Sri Pramode Ranjan Das Gupta.

Sri Pramode Ranjan Das Gupta—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, একটা কথার একটি Statistics আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন যে ১৯৬৩ সালের পূর্বে ত্রিপুরায় কোন শিক্ষিত বেকার ছিল না এবং সেই Statistics টা দেওয়ার পর আমার একটা কথা মনে পড়ল যে Great Britain এর প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং প্রধান মন্ত্রী ডিজরাইল বলেছিলেন "There are three lies, lies.... ... ...dirty lies and Statistics" এবং আমার মনে হয় যে Statistics এখানে উপস্থিত করেছেন সেটা বোধহয় এই পর্যায়ে পড়ে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এটা বড় দুঃখের কথা যে আমাদের তিনটা Plan চলে যাচ্ছে, 1st planning, 2nd planning এবং 3rd Planning যখন হয়, আমরা যখন plan করি তখন Objective Realityকে বাদ দিয়ে কোন plan হয় না, সেই objective reality ত্রিপুরায় তার

কি অবস্থা, তার তৎকালীন লোকের অবস্থা, তার শিক্ষার মান—ভবিষ্যৎ ৫ বৎসরে কোথায় যাবে, তার বেকার সমস্যা, তার বেকারীর সংখ্যা কত বাড়বে, সমস্ত কিছু নিয়েই তাকে বলে Planning। শুধু plan করলে এবং planning এর দোহাই দিয়ে সেই deficit finance এবং তার থেকে inflation অনেক বড় বড় কথা বলা হয়। আমি শুধু এই কথাটুকু বলছি যে un-employment প্রশ্নটাকে বাদ দিয়ে planning হয় না।

(Interruption)

Mr. Speaker—I wonld request the Hon'ble members not to interrupt any member.

Sri Pramode Rn. Das Gupta—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, let him interfere, I am ready to reply. মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে দশ হাজার লোকের সংখ্যা employment exchange-এ নাম Register করেছে এটা তো ঠিক সংখ্যা নয়, হাজার হাজার লোক গ্রামের কৃষক যারা আছে, যারা বেকার—অনেক গ্রামের শ্রমিক আছে তারা বেকার—কারণ তারা সেখানে কোন কাজ পায়না। অনেক অল্প শিক্ষিত লোক আছে তারা বেকার, কিন্তু তারা জানেনা যে Employment Exchange-এ নাম register করার এমন কি পয়সাও থাকেনা, অনেক সময় লেখাইয়া তার renew করেনা I, আমি সেখানে বলব যে II, III, IV. V, VI, I, VII, VIII এর কৃষকের ছেলেরা কাজ করতে চায় না, তারা চাকুরী চায়, তারা নিয়মের চাকুরী চায়. দপ্তরীর চাকুরী চায়। যে National Sample Survey হচ্ছে তার tabulotion যদি হয় তবে দেখতে পারবেন যে ঐসব ছেলের পরিবারের কি অবস্থা, কয় একর জমি তাদের, কয় কানি জমি তাদের এবং তাদের সম্পত্তি, তাদের জমিগুলি দেনার দায়ে mortgage কিনা এবং যে আয় হয়—সেই আয়ে তার মা-বাবা এবং ছোট শিশুর পেট ভরে কিনা, তাই সে চাকুরীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে, কারণ কাজ করতে সে বিমুখ নয়। একজন মাননীয় সদস্য এই ত্রিপুরার ছেলেদের উপর, ত্রিপুরাবাসীদের উপর একটু কটাক্ষ করেছেন যে অন্যান্য দেশের লোক আমাদের দেশের থেকে মুটে-মুজুরের কাজ করে টাকা নিয়ে যাচ্ছে, আমর নিচ্ছিনা। কিন্তু আমি আমার ত্রিপুরার ছেলেদের নিয়ে, ত্রিপুরার যুবকদের নিয়ে—গর্বিত। আমি জানি তারা কাজে বিমুখ নয়। আজকে P. W. D. এর রাস্তায় যারা কাজ করে তাদের অধিক সংখ্যাই হচ্ছে আমাদের Refugee, আমাদের বাঙ্গালী যুবক। কিন্তু কাজ পায় না। প্রশ্ন হচ্ছে কাজের

বিমুখতা নয়, মাটি কাটতে সবাই চায়, বাঁচতে চায়, ২ টাকা মুজুরি রোজগার করবার জন্য একটা লোক ৬ মাইল ৭ মাইল হেঁটে আসে, আপনারা যদি বাজারগুলির দিকে লক্ষ্য রাখেন তবে দেখবেন যে একটা লোক ৬।৭ বা ৮ মাইল পথ হেঁটে আসে লাকড়ির বোঝা নিয়ে। কেন ? কি জন্য ? আমি কয়েকজনকে প্রশ্ন করেছি যে তোমার কয় কানি জমি আছে ? সে বলেছে এক ছিটা জমিও নাই, কিন্তু ছেলেমেয়েক খাওয়াতে হবে, অনেকের ছেলেমেয়ে আছে যারা Class IVএ বা Vএ পড়ে, পড়ানোর যে চেষ্টা, শিক্ষার প্রচেষ্টা, আমরা যে বাজেটএ করেছি, গ্রামে গ্রামে যে স্কুল করেছি ঐ সব বিদ্যালয়—ঐ যে গ্রামের লোক যারা খেতে পায়না, যারা লাকড়ির বোঝা নিয়ে বাজারে বিক্রি করে, তারা তাদের ছেলেমেয়েকে III, IV, V, VI, VII, VIIIএ পড়ায়। কিন্তু পড়ার পর অবস্থা কি সেটাই আজকে বিবেচনা করার দরকার। সতের বৎসর হয়েছে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, এবং আমি জানি আমাদের Ruling Party-র মধ্যে অনেক সদস্য আছেন যাদের সাথে আমার আজকের পরিচয় নয়। কিন্তু আমাদের সেই করাচী কংগ্রেস, সেই হরিপুরার কংগ্রেস এবং প্রত্যেকটি কংগ্রেসের মধ্যে কি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল তখন—এবং সেই বেকার সমস্যা সমাধান করবার জন্য নেওযা হয়েছিল কিনা ! স্বাধীনতার পূর্ব্বে যে শপথ করেছিলাম সেই শপথ আমরা রক্ষা করতে পারিনি। কেন পারিনি ? তার কারণ হচ্ছে এই আজকে এই কংগ্রেস এমন কতগুলো লোকের নেতৃত্বে এসেছে যারা বেকার সমস্যা সমাধান করতে চায়না, মুনাফাখোর এবং বড় বড় মিলের মালিক তারাই আজকে কংগ্রেসের কব্‌জা ধরে রেখেছে। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। অঙ্গীকার করার উপায় নেই যখন পশ্চিম বঙ্গে প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেস হয়েছিল এবং প্রফুল্ল ঘোষ যখন আটার সাথে তেতুলের বীচির গুঁড়া ধরেছিল বিড়লার ফার্মে, তখন তার পরদিন দেখা গিয়েছিল যে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয়ে তার চাকুরী চলে যায়, তার মন্ত্রীত্বের গদি চলে যায়, এই তো আমাদের বর্ত্তমান সরকারের অবস্থা। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী নন্দ বলেছিলেন যে তাঁকে একজন বড় মিল মালিক বলেছিলেন যে ৪৫ জন M. P. আমি কিনে রেখেছি। অবশ্য আমি এ কথা বলিনা যে কংগ্রেসের মধ্যে ভাল লোক নেই, আমার সেটুকু বিশ্বাস আছে যে কংগ্রেসের মধ্যেও ভাল লোক আছে যারা কংগ্রেসের মাধ্যমে দেশের সেবা করতে চায় কিন্তু তারা পেরে উঠে না। পেরে উঠে না এই জন্য যে এমন কতগুলো শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সেই কংগ্রেসকে ধরে রেখেছে তার মধ্য দিয়ে তারা সৎ কাজ করতে পারে না। আজকে আমি এ কথা বলছি এই জন্য যে একটা হাসবার ব্যাপার নয়, কারণ সেই বেকারীর জন্য যারা পত্র-পত্রিকা পড়েন, কত যুবক তাদের জীবনের frustration এসেছে তারা আত্মহত্যা করেছে। এ কথা সত্য কত যুবক আজ সমাজ বিরোধী কাজ করছে তার statistics

নিন, তার date নিন, তবে দেখবেন যারা সমাজ বিরোধী কাজ করে, পথে ঘাটে ঘুরে এবং তাদের সম্বন্ধে আজ অনেক রকম report আছে, তার মধ্যে বেশী সংখ্যক হচ্ছে সেই বেকার। অনেক শিক্ষিত ছেলে, অর্দ্ধ-শিক্ষিত ছেলে কলিকাতার বাজারে এবং ত্রিপুরায়ও দেখা যায় শিক্ষিত ছেলে ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত ছেলে চুরি চামারী করেছে। কিজন্য করছে, এটা কি অভ্যাস ? তা নয়। তাদের খাওয়া পরা বাঁচার উপায় নেই। যখন মানুষের বাঁচবার পথ থাকেনা তখনই আসে মানুষের মনে frustration তখনই আসে wrecklessness এবং সেই wrecklessnessই তাকে সেই পথে নিয়ে যায়। তখন সে suicide করে। তখন তাকে একটা পথ বেছে নিতে হয় suicide না হয় সমাজ বিরোধী কাজ। দুই পথের একটা তাকে বেছে নিতে হয়। এই অভ্রান্ত সত্যটাকে সামনে রেখে আজ যদি ত্রিপুরার বিচার করা যায় ওরা কোন পথে। সেই বিচার করতে হবে। আমি সেইসব আর বলব না। Education Health সেই expenditure Budget Provision এর একটা limit আছে সেইটা unlimited নয়। কিন্তু ত্রিপুরাকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে তার জন্য small industry দরকার। আমি লক্ষ্য করেছি Heavy industry, small industry এ নিয়ে একটা গোলমাল এখানে হয়ে থাকে। কারণ আমি বলব যিনি একটু আগে বলে গেছেন যে industryর কথা — it is not small industry, it is cottage industry. Small industry র minimum capital 5 lacs হয়। Small industry নিয়ে যে conference গিয়েছে তাতে এটা দেখতে পাবেন এবং 5 lacs rupees নিয়ে এখানে small industry করা যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তখন আমরা কোথায় ছিলাম। কেন আমরা সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করিনি? আমাদের Advisory committeeতে যারা Advisor হয়েছিলেন— তাদের মধ্যে মন্ত্রীর এবং মন্ত্রীর উপরি আসনে বড় বড় দুইজন জাঁদরেল নেতা আছেন। মন্ত্রী মহোদয়রা তখন ছিলেন কোথায়? আমি জিজ্ঞেস করি উঠে তিনি বলুন—"আমরা Advisor হিসাবে তখন এই suggession দিয়েছিলাম, এই দাবী করেছিলাম যে ত্রিপুরায় আমরা power আনবো" Dumber এ যে Hydro Electric করার কথা ছিল তা করবার প্রস্তাব আপনারা দিয়েছিলেন, এই মিল করবার প্রস্তাব আপনারা দিয়েছিলেন। বলুন আমরা বুঝব যে তার জন্য আপনারা বলেছিলেন, plan দিয়েছিলেন এবং তার জন্য আপনারা দাবী করেছিলেন। তাহলে বুঝব যে তারজন্য তারা একটা কিছু করেছেন। কিন্তু তারা তা করেনি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যিনি বলেছেন দেওয়া হয়েছে তিনি তখন Advisor ছিলেন না। কিন্তু যারা ছিলেন তাদের কাছে আমরা একথা শুনেছি যে "মশাই, ওখানে Hydro-electricity করলে অনেক লোকের জমি নষ্ট হয়ে যাবে, সেটা সম্ভবপর নয়। এত powerকে absorb করবে।"

এসব অনেক কথাই বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, ভুলে যান এই জন্য যে এখানকার মুখ্যমন্ত্রী যিনি স্বাধীনতার পূর্ব্বে যা বলেছিলেন এখন তিনি তা ভুলে গিয়েছেন। অর্থ্যাৎ ভুলে যাওয়া তার একটা অভ্যাস, এর যে সুবিধা, সেই সুবিধাটা তিনি গ্রহন করেন। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমরা সত্যি ভুলে যাইনি। স্বাধীনতার পূর্ব্বে ভুল করি নাই, স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের ভুল দেখে নিজেকে সংশোধন করেছি। আজকে আমরা এই কথাটুকু বলব যে আজকে আমাদের ত্রিপুরার অবস্থা কি। Cost of living যদি ১৯৫৩ সালের কথা বলা যায়, তাতে যদি hundred এর মধ্যে index ধরা যায় আজকে তার অবস্থা হয়েছে two hundred এর উপর। এই অবস্থার আমাদের দেশের জনসাধারণের অবস্থা কি দাঁড়িয়ে এটা চিন্তা করা উচিত। এবং তাই যে প্রস্তাব এসেছে, সে প্রস্তাবের মধ্যে এটুকু বলব যে Small Industry যদি আমরা এখনই গড়ে তুলতে না পারি তবে ত্রিপুরায় সমস্যার সমাধান হবেনা এবং আমরা বিরোধী দল কিম্বা বিরোধী সদস্যগণ এবং ruling party-র সবাই আসুন এক হয়ে আমরা দাবী করি যেমন West Bengal ফরাক্কা বাঁধের জন্য একযোগে দাবী করেছিল যে, তাকে কার্যকরী কর। আমরাও বলি যে ত্রিপুরায় ৫টা Small Industry করতে হবে। এই দাবী আমরা একযোগে এই House থেকে সিদ্ধান্ত নিতে যদি পারি যে আমরা এটা করব এবং প্রয়োজন বোধে দুই দলের প্রতিনিধি নিয়ে আমরা কেন্দ্রের কাছে যাব। কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা আনার প্রশ্নে উনি যে বললেন যে আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা পাই, আমাদের কোন আয় নেই, তা সত্যি। কিন্তু ত্রিপুরা ভারতের একটি অংশ। একটা শরীরে একটা অংশ যদি ক্ষত বিক্ষত থাকে তবে সারা ভারতের দিকে চেয়ে বলা চলে না যে সুস্থ ভারত। এই ত্রিপুরার ক্ষত বিক্ষতকে সুস্থ করিতে, আমি বিশ্বাস করি--যদি আমরা দাবী করতে পারি—আমরা দাবী জানাতে পারি তবে টাকা আমরা আদায় করতে পারি। টাকা আনতে পারি। ত্রিপুরার উন্নতির জন্য তারা টাকা দিবে না সেটা প্রশ্ন নয়। আমি জানি যে — Jute production-এ ত্রিপুরার স্থান তৃতীয়, কিন্তু বিহারে দুইটি মিলের তারা permission পেয়েছে, যে বিহারের স্থান তৃতীয় নয়। বোধহয় চতুর্থ, কি পঞ্চম। কিন্তু বিহার যদি দুইটি মিলের permission পেতে পারে, আমরা কেন পাবনা ? সে দাবী করার শক্তি এবং সাহস চাই। দিল্লীতে গেলে মন্ত্রী মহোদয়রা যদি শুধু Yes man হয়ে যান তাহলে কোন দাবী আদায় হবেনা। Yes man না হয়ে assert করুন। আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় করেছিলেন, সেই assert যদি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী করতে পারেন, তাহলে আনতে পারে। কিন্তু তিনি যদি Yesman হয়ে, back bencher হয়ে conference-এ বসে থাকেন তাহ'লে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

Mr. Speaker—I now call on Hon'ble Chief Minister Sri S. L. Singha.

Sri S. L. Singha (Chief Minister)—মাননীয় Speaker মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কি করে unemployment ঘুচানো যায় তার বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন। এখন কথা হল তারা ত্রিপুরার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলেছেন। প্রথম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা বলেছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বলেছেন এবং সেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থ ২ কোটি ছিল, তারপর ৪ কোটি, তারপরে ৮ কোটি, তারপরে ১৬ কোটি থেকে ১৮ কোটি। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক জায়গায় যে পরিকল্পনা তা double হয়। সেই দিক দিয়ে ত্রিপুরা State পশ্চাৎ পদ কোন দিক দিয়ে নয়। এখন কথা হল যে, সেই পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পনা করা হয়, যাতে employment দেওয়া চলে। এখন চিন্তা করতে হবে কেবল ত্রিপুরা নয়—আজকে সকলেরই একটা চিন্তা হচ্ছে—আমাদেরও চিন্তা করতে হবে, ভারতের যে Population তা হচ্ছে greatest figure, আমরা একদিন ছিলাম ৩৩ কোটী। যখন seperated India ছিল না —United India ছিল—আজকে ৪৫ কোটী কেবল আমাদের ভারতবর্ষেই। পাকিস্তানে ১০ কোটী। তাহ'লে এই ক'বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এই পরিমাণ। অতএব লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অনুসারে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি করা হয়। এবং ত্রিপুরাতেও দেখতে হবে ত্রিপুরায় যে লোকসংখ্যা তার যে expansion এটা অন্যান্য জায়গার মত suddenly বেড়েছে সুতরাং চিন্তাও করতে হবে, ত্রিপুরা তখন কি অবস্থায় ছিল। যখন India separate হয় তখন আমাদের এখানে রেল লাইন থেকে শুরু করে কোন communication ছিলনা। বললেও অত্যুক্তি হবে না। অতএব Planing এর আগে দেখাতে হবে যে এই দেশের লোককে বাঁচাতে হলে তার আগে আমার খাদ্যটা পৌঁছাতে পারবে কিনা কলকাতার সাথে তখন একমাত্র plane এ যোগাযোগ ছিল এবং সেখানে অনবরত refugee influx হচ্ছে। এবং তার অভ্যন্তরে আবার সমাজদ্রোহী কার্য্যকলাপ চলছে। কিন্তু তা থাকা সত্বেও ভারতবর্ষ তার সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন এবং সাফল্যলাভ করেছে। সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ সহ্য করেনি ত্রিপুরার জনসাধারণ। তাদের কাজ সমাজের হিতের পরিপন্থী হয়েছিল বলেই তারা তাকে দমিয়েছে। মাননীয় সদস্যদের নেতা এক জায়গায় বলেছিলেন যে refugee সম্বন্ধে উনারা একই নীতি অনুসরণ করেন। এবং tribal সম্বন্ধেও একই নীতি অনুসরণ করেন। এ জায়গাতে ঘটনাটা তারাই ভুলে যান। বলা হয়েছে যে

মাননীয় Chief Minister ভুলে যান। আমি ভুলে যাইনি। তারাই ভুলে গিয়েছেন তাদের ভূমিকা। উদ্বাস্তু আসার সময়ে কি হয়েছিল? আমি জানি খোয়াইতে refugee যারা পরীক্ষা দিতে এসেছিল তাদের উপর rape করা হয়েছিল। এবং প্রত্যেকটা অঞ্চলে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গৃহদাহ করেছে সমাজদ্রোহীরা। এবং যারা পশু প্রকৃতির লোক ছিল তাদের ভূমিকায় আজকে পরিবর্ত্তন হয়েছে। সেজন্য আমি খুব আনন্দিত। কারণ জনসাধারণের যে চাপ, অত্যাচার, অন্যায়, ব্যাভিচার, পশু প্রবৃত্তি যেটা, সেটা, দমিত, স্তিমিত হবেই। সমাজ বিরোধীরা সেটা ভুলে গিয়েছিলেন। খোয়াই তখন মস্কো ছিল, জিরানীয়া প্রভৃতি অঞ্চল তখন লেলিনগ্রাড ছিল, খোয়াইর তেলিয়ামুড়া অঞ্চল ষ্টেলিনগ্রাড ছিল। সে সমস্ত অঞ্চলে উদ্বাস্তুরা যেতে পারত না। সেখানে হত্যা, গৃহদাহ হয়েছিল এবং বাঙ্গালীতে, ত্রিপুরীতে ও আদিবাসীতে যাতে বিভেদ সৃষ্টি হয়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লেলিনগ্রাড, ষ্টেলিনগ্রাড ও মস্কোতে সেগুলি প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু সে প্রচারকে বিধ্বস্ত করে ত্রিপুরার জনসাধারণ তাদের মুখ থেকেই ধ্বনিত করে ছেড়েছে refugee "জিন্দাবাদ"। আজ তাদের পায়ে ধরে প্রণাম করে বলতে হবে, যে তারাও মানুষ, তারাও বাঁচার অধিকার নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছিল, সেই অধিকার তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই আমি স্বীকারের মাধ্যমে তাদের চরিত্রের বিশ্লেষণ না করে পারলাম না। তারপর এখানে বলা হয়েছে যে unemployment solve করা। আমরা unemployment question solve করার জন্যই পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। তারজন্যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৮ কোটি টাকার বাজেট বরাদ করেছি। কিন্তু unemployment যাতে solve না করা যায় এবং পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা ত্রিপুরার জনসাধারণ যাতে সামগ্রিক উন্নতি না হয়, তারজন্য সমাজদ্রোহিরা জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাদিগকে বুঝিয়ে ছিলেন যে এই সকল পরিকল্পনা তোমাদের উন্নতির পরিপন্থী, সেইজন্য তোমরা সরকারের সাথে সহযোগিতা কোরো না ইত্যাদি। non-co-operation attitude এবং resistence attitude যারা করেছিলেন, সেই সমাজদ্রোহীরা বুঝিতে পেরেছেন যে সেদিন আর নেই। আজকে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা যে ত্রিপুরার প্রাণ একথা বলতে হবে, স্বীকার করতে হবে। এটা হ'ল unemployment question solve করার মস্ত বড় পন্থা। আজকে সমাজদ্রোহীরা যে তাদের মতের পরিবর্ত্তন করেছেন সেজন্য আমি তাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করে পাচ্ছি না। তারপর বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ, planning industrialisation এবং agriculture-র মাধ্যমে যে unemployment question solve করতে চায়। তারা যে Chinese নয়, যখন population increased হতে থাকে,

তার একমাত্র লক্ষ হল তখন aggression. Aggression of the Socialist Country অতএব তাদের পক্ষে এটাই সম্ভব যে পররাজ্য গ্রাস করে তারা unemployment question solve করবে। যদি কেউ ঐভাবে চিন্তা করেন তা তারা করবেন, কিন্তু আমরা ঐভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত নই। সেজন্যই আমরা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের লোকের কর্ম্মসংস্থান করতে চাই. আমরা যে কোন যুদ্ধনীতির বিরোধী। আমরা শান্তি চাই, শান্তির প্রত্যাশা আমরা করি। কিন্তু যারা যুদ্ধ চায়, যুদ্ধবাজ, aggression যাদের নীতি তাদের ঐভাবে unemployment solve করা সম্ভব। ভারতবর্ষের পক্ষে ঐভাবে অগ্রসর হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। সেজন্য আমরা সে পথ পরিহার করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য বদ্ধপরিকর। অতএব লেলিন, ষ্টেলিন আপনাদেরই আমি বলব, আপনারা যাকে গীতা বলে স্বীকার করেছিলেন সেই ক্রুশ্চেভই একদিন বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে elephant is roaming in all & dogs are barking & Crying সেজন্যেই আপনাদের কথা দিয়ে আপনাদিগকে বলছি। আর একটা কথা বলা হয়েছে তেঁতুলের বিচি ধরার সাথে সাথে মন্ত্রীত্বের পরিবর্ত্তন হয়েছে। সেটা যে উনি কোথা হতে পেলেন, আমার মনে হয় তার মস্তিষ্কে একটা অদ্ভুত চিন্তাধারা প্রসূত হয়েছে। কারণ তাদের এতে মনে হতে পারে যে এটা ষ্টেলিনের রাজত্ব, যে আজকে আছে, কালকে নেই। ষ্টেলিন, কোন তেঁতুল বীচির জন্য গিয়েছিল তাতো জানিনা, লেনিন কোন্ তেঁতুল বীচির জন্য গিয়েছিল তাতো জানিনা, ক্রুশ্চেভ কোন্ তেঁতুল বীচির জন্য গিয়েছিল তাও জানা নেই। অতএব তাদের মধ্যে বড় বড় তেঁতুল বীচি, সেগুলি তাদের পরিবর্ত্তন সাধন করেছিল। অতএব আমি আগেই বলেছি যে যারা unaccounted money earned করেন, চাঁদা নেন, সেটা প্রকাশ করেন না, সেই unaccounted money তাদের গৃহে সঞ্চিত হয়ে উঠছে। আর কংগ্রেস যেটা ধরে সেটা তার অফিসে লাগানো আছে আর বিরোধীপক্ষ যে চাঁদা আদায় করেন তার কোন হিসাব নেই। তারা যদি কোথায় এবং কি ভাবে টাকা আদায় করেন তাহার যদি তারা হিসাব দাখিল করতেন তাহ'লে আনন্দিত হতাম। কিন্তু তার কোন হিসাব তারা দিবেন না, কারণ হ'ল তারা যে বহির্ভারতে ভারতের শত্রুর সাথে সংযোগ করে এবং সেখানে যে unaccounted money আছে সেগুলি নিয়ে তারা চোরা কারবার চালাচ্ছে। অথচ অফিস মারফতে, খবরের কাগজ প্রভৃতিতে বিজ্ঞাপণের মাধ্যমে যে সকল হিসাব জনসাধারণের কাছে প্রচার করে থাকি আর তাদের unaccounted money check করার জন্য সরকার হ'তে তার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। প্রয়োজন যে সমস্ত জায়গা থেকে সেটা আসছে তাকে বন্ধ করে inflation কে check করা হবে। কারণ unaccounted money রাখতে গেলে বড় বড় ঘোমটা দিতে হয়, তাহলে

ঘোমটার নীচে খেমটা নাচানো সম্ভব হবে। অতএব খেমটা নাচবে না, নাচার উপায় নেই। এখানে নানাপ্রকার প্রশ্ন করা—যেগুলির উত্তর দেওয়া হচ্ছে। তারপর বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য তাদের Socialist Country র কথা বলা হয়েছে। আমি আগে বলেছি যে Socialist Countryতে কি ভাবে aggreession করে বেকার সমস্যা সমাধান করা যায়। আরেকটা হচ্ছে মেয়েদিগকে দিয়ে হাল চাষ করা হয়। কাজেই চীনদেশে যাহা চালু আছে তার সুপারিশ তো আপনাদিগকে করতেই হবে। না করে উপায় নেই, ওকালতি করার জন্য চেষ্টা করুন—হ্যাঁ আমরা বলেছি যে পরিকল্পনা এবং সহ-অবস্থানের নীতিকে পৃষ্ঠাঘাত করেছিল বলেই আজকে বলা হয়েছে সমাজতন্ত্রের প্রধান শত্রু এবং আক্রমণকারী আজকে আপনারা বলতে বাধ্য হবেন এবং তার প্রচার ও প্রশংসাতে পঞ্চমুখ হবেন।

কারন যে সকল রসদ সেখান থেকে আসছে তারজন্য যদি ওকালতি না করা হয় তাহ'লে সে রশদ বন্ধ হয়ে যাবে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা অচল হয়ে যাবে। আমি আগেই বলেছি যে কোনটা রুশপন্থী, চৈনিকপন্থী এবং আরও এ রকম ২।১টি দল করতে হবে তাহলে সেটা হবে জোড়পন্থী। অতএব এমন তিন রকমের দল হয়ে গলদ সৃষ্টি হবে, তাতে ভেজাল হবে, আবার সেই ভেজালের মাধ্যমে চলতে হবে, বাঁচতে হবে। আর সেজন্যই অতি অদ্ভুত তথ্য আপনাদিগকে পরিবেশন করতে হয়। আমরা যা বলি তার সব তথ্য ঠিক করে বলে থাকি। তারপর বলা হয়েছে যে cottage industryর মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করার জন্য। আপনারা জানেন যে আপনাদের তথ্য অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৭০০০র মত লোক আমাদের employment করা আছে, তারপর ১৫ হাজারের মত বিভিন্ন ট্রেডে আছে, কাজেই আপনাদের তথ্য অনুসারে দুই হাজারেরও বেশী employment-এ আছে এবং অন্যান্য Private firm-এও আছে। Tea garden অঞ্চলেও অনেক লোক আছে। এই যে আঠার কোটি টাকা তার মধ্যে প্রায় ১২ কোটি হল P W. D. expenses meet করার জন্য। অতএব এই যে ১২ কোটি টাকা P W. D. এর জন্য খরচ হচ্ছে, সেখানে সেই অনুপাতে অনেক লোকও চাকুরী পাচ্ছে। আমরা যদি দেশের প্রত্যেক মানুষকে দেশের উন্নতির জন্য নিয়োজিত করতে পারি, কৃষিকার্যের জন্য নিয়োজিত করতে পারি, তাহলে আমাদের দেশকে একটি সুন্দর দেশে পরিণত করতে পারি এবং unemployment যে problem আছে তাহাও আমরা solve করতে পারব এবং এই জন্যই আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে গ্রহণ করিয়াছি।

Mr. Speaker—I would now request the mover of the motion to move his motion.

Shri Dinesh Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যে প্রস্তাব Houseএ রেখেছিলাম সেই প্রস্তাব বর্তমান ত্রিপুরার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমি লক্ষ্য করেছি, Ruling party র সদস্যগণ, আজকে ত্রিপুরায় যে হাজার হাজার বেকার আছে সেই বেকার সমস্যার সমাধানের সমস্যাকে কিভাবে তাহা divert করা যায় সে বিষয়ে নানা রকম যুক্তি তারা উপস্থিত করেছে। আমি পূর্বেও বলেছি, যুক্তি দিয়ে তর্ক দিয়ে এবং কথা দিয়ে ক্ষুধা এবং সমস্যার সমাধান কোন দিন হয়না। তার জন্য যথাযথ কাজ করা দরকার। আমি আগেও বলেছি, যে সমস্ত সম্ভাব্য কাজ সৃষ্টি করা যায় এটা Tribal Sectorএ পরিচালিত হওয়ায় কাজের যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে বার বার আলোচনা হয়েছে উহাতে উনারা কিছুতেই কর্ণপাত করেন না। এবং এই Industry যা আজকের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক মানুষের ঘরে ঘরে দরকার এই জিনিষগুলো যাতে আমাদের রাজ্যে তৈরী করে অল্প পয়সায় বিক্রী করতে পারে, আমাদের দেশের লোকের employment হতে পারে তার কোন জবাব উনারা পরিষ্কার ভাবে দেননি। উনারা বলেছেন প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন শুধু আজকের নয় সেই ১৯৪৭ ইং থেকেই প্রয়োজন অনুভব করা হয়েছিলো এবং এই প্রয়োজন আছে বলেই, ২০০ শত বৎসরের British শাসন থেকে ভারতবাসী যাতে মুক্ত হতে পারে, ক্ষুধার যন্ত্রণা যাতে ভোগ করতে না হয় তার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলাম, আর আজকে তারা কি করেছে বসে বসে। গদীতে বসে এ সমস্যার সমাধান করতে তারা উদাসীন, শুধু উদাসীন নয়, আমি বলবো তারা অনিচ্ছুক, কারণ কতকগুলো private লোক তারা বহু বহু টাকা পায় দিনের পর দিন বড় দালানবাড়ী করে, আর দেশের হাজার হাজার লোক বেকার। আমি হিসাব করেছি ১৯৬৪ সালের 3rd month এই বিধান সভায় যে হিসাব উপস্থিত করা হয়েছিলো তাতে ৯ মাস পরে দেখা যায় আরো ৪৭৫২ জন অধিক বেকার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামগুলোর মধ্যে আরো হাজার হাজার কত বেকার unregistered রয়ে গেছে, তার কোন হিসাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। কাজেই আমি বলবো, নিজের চেষ্টার এবং নিজের উদ্যোগে যে সমস্ত কাজ করতে চেষ্টা করেছে, তার থেকে ও তারা deprived, তারা বঞ্চিত। আমি ক্ষুদ্র ঘটনা দিয়ে বলছি, হুব্যমুখে একটা স্কুল, ১৯৬৪এ grant পায়। কিন্তু তার আগে যারা এখানে শিক্ষকতা করে আজকে তারা সেখানে চাকরীতে নাই, Private ভাবে তারা কিছু বেতন পেয়ে, ত্যাগ স্বীকার করে দেশের জন্য কাজ করেছিল, কিন্তু আজকে তারা বঞ্চিত। আজকে সরকার, Ruling Party তাদের কাজ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করেননি। এবং dole দেওয়া সম্বন্ধে বলেছেন যে এর কোন Provision নেই কিন্তু কেন Provision থাকবে না, Provision ইচ্ছা করলে রাখতে পারা যায়, কিন্তু আমি দাবী করবো, যে সমস্ত লোক ঝিড়ি

Factoryতে যারা বার বার বেকার হয়ে যায়, তাদের পরিচালনার ভার হচ্ছে সরকারের। আজকে কি তারা জানেন না, মাননীয় Speaker স্যার, তারা কি বুঝেননা যে আজকে মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় পথে পথে ঘুরছে। তারা একটা বিকৃতরূপ করে আমার যুক্তিকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করছে, পাহাড়ীরা না কি ছোট কাজ করতে রাজী নয় কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই Champaknagar থেকে Dalubari gate পর্য্যন্ত যে সমস্ত মধ্যবর্ত্তী রাস্তায় শত শত পাহাড়ী লোক মেয়ে, পুরুষ পাথর ভাঙ্গছে, ইট ভাঙ্গছে মাটী কাটছে, সেই আঠারমুড়া সেই লঙত্রাইমুড়া সেখানে কারা কাজ করে, মানুষের যখন প্রয়োজন হয়, মানুষের যখন প্রেরণা জাগে তখন মান সম্মান লক্ষ্য থাকেনা, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আঞ্চলিক পরিষদে test reliefএর কাজ যখন দাবী করেছিলাম তখন আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, বর্ত্তমান চিফ্ মিনিষ্টার বলেছিলেন, বিকৃতরূপ দিয়েছিলেন, যেখানে ২॥০, ৩ টাকা মজুরীতে কাজ করতে পারে সেখানে ১৲ টাকা মজুরীতে কাজ করতে চায় এই বন্ধুদেরে চিনে রাখুন। এই কথা তিনি বলেছিলেন, আজকে ১৲/১।০ টাকা মজুরীতে Sufficient কাজ দিতে পারবেন কিনা, এ বিষয়ে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে সমস্ত Small Industries গুলো Cottage Industries গুলো করার সম্ভাবনা আছে, সেগুলো কি সতর বছরেও করা সম্ভব হলোনা তাই আমি বলছি, সমস্যার সমাধান হবেনা সমস্যা বাড়বে। সুতরাং সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করা আগে থেকে উচিত ছিল। বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতি কটাক্ষপাত করে 'সমাজদ্রোহীদের সম্বন্ধে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কিন্তু হয়ত: তিনি ভুলে গিয়াছেন, আমি জিজ্ঞেস করতে চায়, Dharmanagar Kanchanpur এলাকায় সদাকিঙ্কর চাক্মা নামে মানুষ অপহরণের অভিযোগে, যে ব্যক্তিকে arrest করে মাসের পর মাস, হাজতে রেখে ছিলেন, Judicial Commission কোর্টএ তিনি সম্পুর্ণ নির্দ্দোষ প্রমাণ হলেন। এবং এর মূলে কার ইঙ্গিত আছে? আমি জানি এর মূলে Ruling Partyর কোন সদস্য ছিলেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সর্ব্বশেষে আমি এই কথাই বলতে চাই যে এই যে বেকার সমস্যা তাকে আর জিয়াইয়া রাখা উচিত হবেনা। কারণ তাহা মানুষের ক্ষুধা অপেক্ষা করেনা। আমি আমার মামাতো ভাইয়ের কথা এক জায়গায় বলেছিলাম। তিনি হালাহালি মণ্ডল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের ছেলে, তার ১ ছেলে ও ১ মেয়ে ক্লাশ VIII পড়ে। তার উপর তার পরিবারের সম্পুর্ণ প্রতিপালন নির্ভর করে, সে জন্য সে বাধ্য হয়েছে চাকুরী করার জন্য। কিন্তু তার জন্য চাকুরীর সুপারিশ করা কি আমার পক্ষপাত হয়েছে? আমি বলব Ruling Partyর সদস্যের যদি এই রকম কোন ভাই-ভাগিনা থাকত তাহলে তাদের সে রকম degree বা qualification না থাকলেও

তাদের চাকুরীর জন্য বসে থাকতে হ'তনা। সেজন্যই আমি বলছি এরকম favouratism দিন দিন যাতে না বাড়তে পারে, দিন দিন যাতে হ্রাস পায় তারজন্য আমি Ruling Partyকে অনুরোধ করব। আর তারজন্য আমি প্রস্তাব করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রামগুলির মধ্যে যাতে শিল্প সম্প্রসারণ করতে পারে এবং ঐ সকল শিল্পে যে সকল কাজ আছে তা দিয়ে আমাদের যে বেকার সমস্যা আছে তার যথাসম্ভব সমাধান করা যায়, অন্ততঃ যাতে তাহাদিগকে একটা financial help দেওয়া যেতে পারে তার বন্দোবস্ত করা কাজেই আমি এখানে যে প্রস্তাব এনেছি, তার যথেষ্ট যুক্তি যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি। অতএব আমি Ruling পার্টির সদস্যদিগকে অনুরোধ করব, যে সত্যি সত্যি আপনারা যদি এখানে বেকার সমস্যা আছে একথা ও স্বীকার করেন, অন্য কিছু হউক আর না হউক, তাহ'লে আমি বলব যে আপনারা আমার প্রস্তাবের যতই বিরোধীতা করেন না কেন, তার পুনর্বিবেচনা করার জন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন রাখছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker (Dy Speaker)— Now the discussion on the motion is over. I now put the question to vote. The question before the House is "WHEREAS the problem of unemployment in Tripura, both in rural as well as in urban areas is becoming acute everyday, this Assembly desires that the Govt. of Tripura adopts immediate measures for making more provision for employment, and for providing dole to the distressed unemployed."

Mr. Speaker—As many as are of that opinion will please say "AYES" "AYES"

As many as are of contrary opinion will please say "NOES" "NOES"

NOES have it. NOES have it.

The motion is lost.

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 11 A.M. on Tuesday, the 22nd December, 1964.